পটুয়াখালী জেলার রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যাঃ প্রশাসনের ভূমিকা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

১৯৮৯

GIFT

382804

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
382804

মোঃগোলাম মুস্তাফা

M.Phil.

382804

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালী জেলার রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যাঃ প্রশাসনের ভূমিকা

এম. ফিল গবেষণা কর্মের

একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১৯৮৯

গবেষক
মোঃ গোলাম মুস্তাফা
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

382804

তত্ত্বাবধায়ক
নূর মুহম্মদ মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে "পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা : প্রশাসনের ভূমিকা" শীর্ষক এম. ফিল গবেষণার কাজ আমি শুরু করেছিলাম ১৯৮৩ সালে । নানা সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলো ।

আসলে যে কোনো গবেষণা কাজই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর । আর তা লাগাতার-ভাবে সম্পন্ন করলেই কাজটি [illegible] ও সমৃদ্ধ হয় । কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং এ ক্ষেত্রে আমার নিজের পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে আমার গবেষণা কর্মটি সময় মতো শেষ হয় নি । এই অনভিপ্রেত কালক্ষেপণের জন্য আমি দুঃখিত । তবে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে তথ্য সময়-অতিবাহিত (outworn বা obsolete) হয়ে যায় নি, কারণ পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্তভাবে প্রশ্নমালা জরীপের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয় ১৯৮৮ সনের মধ্য পর্যায়ে এবং গবেষণা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপিত হলো ১৯৮৯ সনে ।

382804

বিভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাজনিত সময়াল্পতার সমস্যায় আমি কখনোই ধৈর্য্য ও উৎসাহ হারাইনি এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি একে একটি সন্তোষজনক মানে পৌঁছাতে । এ ছাড়াও একটি নতুন বিষয় উপস্থাপনের জন্য তথ্য আহরণে যে সব সমস্যা সাধারণত হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি । পটুয়াখালীর এই অবহেলিত জনপদের একটি ক্ষুদ্র 'উপজাতীয়' নৃ-গোষ্ঠীর ভেতরে কাজ করতে গিয়ে আমাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে । প্রথমে তথ্য সংগ্রহ যতটা সহজলভ্য মনে হয়েছিল কাজ শুরুর পর ততটা সহজ-ভাবে পাওয়া যায় নি । আসলে, সবাই সব কথা সোজাসুজি বলেন নি বা বলতে চান নি । সেখানে আমার দীর্ঘ উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তা আয়ত্ত করতে হয়েছে । আবার অনেকে অকৃপণ হাতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

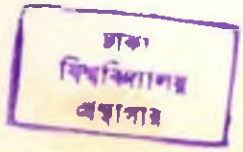

Dhaka University Institutional Repository

আমার জানা মতে পটুয়াখালীর এই 'উপজাতীয়' নৃ-গোষ্ঠীর উপর এ পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ-নির্ভর সরেজমিন গবেষণা হয়নি। নৃবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে অফুরন্ত তথ্যের উৎস। আমার এ গবেষণা কাজটি প্রতীকি অর্থে সূচনা মাত্র এবং শিশুর অবিরত প্রশ্নের মতোই এই উৎসের কোনো শেষ নেই।

এ প্রসংগে বলা যায় যে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় চারশ' কোটি মানুষের মধ্যে ত্রিশ কোটি আদিবাসী।* তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি। একই ভৌগোলিক সীমা রেখায় বসবাস করেও বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে এক উপজাতি অন্য জাতি বা উপজাতি হতে বিচ্ছিন্ন।

নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায় একটি ক্ষুদ্র কৌম জাতি। আর এদেশের অন্যান্য উপজাতির মতোই এদেরও রয়েছে পর্বত প্রমাণ সমস্যা। বিশেষ করে সংস্কৃতি সমস্যা, ভূমি গ্রাসের সমস্যা, নিরাপত্তার সমস্যা, সংখ্যালঘু সমস্যা - সর্বোপরি ভূয়ো-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের এস্মাগত প্রান্তীয় পরিণতির গভীরতর পাতালে তলিয়ে দিচ্ছে। যা কি না তাদেরকে 'নিজ বাস ভূমে পরবাসী' করে তুলেছে। আর এর ফলে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। যাকে বলা যায়- একই রাষ্ট্রের পরিসীমায় অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতা সদৃশ আর্থ- সামাজিক প্রান্তীয় অবস্থান পরিস্থিতিকে প্রত্যাবর্তনহীন গন্তব্যে ('Point of no return')ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ ঘটনা প্রবাহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিণতির মত যেন একই সূত্রে গাঁথা। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিক্ষুব্ধ কৌম নৃ-গোষ্ঠীর সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং উভয় পক্ষে অর্নুঘাতমূলক তৎপরতায় আদিবাসী-বাঙালী সম্পর্কের গুরুতর অবনতি যে প্রেক্ষাপটে সূচিত হয়েছে পটুয়াখালীর রাকাইনদের বর্তমান বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। কেউ কেউ যখন এই অবস্থাকে 'এক নীরব বিদ্রোহের' পর্যায় রূপে চিহ্নিত করেন তখন আমাদের ব্যাপৃত হতে হয় সমস্যার উৎসমূল সন্ধানে। আর এই উৎসমূল সন্ধানের প্রত্যাশায় অর্থাৎ একই রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের অধিবাসী হয়েও মূল স্রোত ('Main Stream') হতে ক্রম-বিচ্ছিন্নতার প্রবাহে বাহিত এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমস্যার মূলগত কারণ কি তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই আমি এ গবেষণা শুরু করেছিলাম।

---

* 'এশিয়ার বিপন্ন আদিবাসী', ফিচার, দৈনিক পূর্বকোন, তারিখ: ১৩.০৩.'৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংগক্রমে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, এই থিসিসে ইংরাজী গ্রন্থ থেকে যে সকল উদ্ধৃতি ও সারমর্ম ব্যবহার হয়েছে তার সকল অনুবাদ এবং মর্মীকরণ ও তার অনুবাদই আমার নিজস্ব । আমার এই কাজ সম্পন্ন করতে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক জনাব নূর মুহম্মদ মিঞা । এ ছাড়া আমার শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ কাজটি শেষ করতে নানা সময় অশেষ উৎসাহ যুগিয়েছেন ও এ বিষয় মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন ।

তা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনিস্টিটিউটের শিক্ষয়িত্রী ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী আমাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে সব সময়ই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন । আমার দুই সহযোগী ফেলো-আফরোজ এবং শামিমও আমাকে উৎসাহিত করেছেন । আমার স্ত্রী নীলা আমার কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ব্যাপারে সব সময় তাগাদা দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন, এ জন্য তাঁকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে ।

আমার এই কাজে সর্বাত্মক সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন অনুজপ্রতীম জনাব মউদুদ-উর-রশীদ সরদার, যিনি বর্তমানে ঢাকা জেলা প্রশাসনে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োজিত আছেন । মউদুদ তাঁর মেধা ও সময় আমার জন্য অকৃপণ হাতে ব্যয় করেছেন । এ ছাড়াও আরও একজন সতীর্থ কনিষ্ঠ সুহৃদ মিঃ অং চোলা— যিনি কুষ্টিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় নির্বাহী হিসাবে কর্মরত আছেন, তিনিও নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন । আরও সহযোগিতা করেছেন আমার প্রিয় বন্ধু বাংলাদেশ টাইমস্ পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার জনাব আবদুর রহমান খান ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্মানীয় কর্মীবৃন্দ আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং মোটামুটি নির্ভুল টাইপ করে এই থিসিসের শোভা বর্ধন করে সাহায্য করেছেন জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বাবু গিরীশ চন্দ্র রায় ।

এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী এবং আন্তরিকভাবে, শ্রদ্ধার সাথে ও অবনত চিত্তে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং । – গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

পরিচ্ছেদসমূহ		শিরোনামসমূহ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	উপক্রমণিকা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	গবেষণার পদ্ধতি ও নমুনাকরণ	১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায় ঃ ইতিবৃত্ত	১৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালী জেলা ঃ তথ্য সারণী ও মানচিত্র	২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ঃ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	৪০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	পরিবর্তমান সমাজে প্রশাসনের ভূমিকা ঃ তত্ত্বগত বিন্যাস	৬৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকা ঃ পূর্বানুমান	৭৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	গবেষণার লক্ষ্যাবলী	৭৭
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকা ঃ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত ক. প্রশ্নমালা জরীপ খ. সাক্ষাৎকার	৮১
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের ভূমি সমস্যা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা– বিষয় সমীক্ষা	১০২
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	পর্যবেক্ষণ ও পুনরীক্ষণ ক. প্রশ্নমালা খ. সাক্ষাৎকার গ. বিষয় সমীক্ষা ঘ. অভিজ্ঞতা	১২২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	সংক্রমণিকা	১৫৮
গ্রন্থপঞ্জি			১৬৬
আলোকচিত্র	ঃ	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের জীবনধারা	১৭৭
তথ্যপঞ্জি ও সংলগ্নি			১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিকা

১. প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে টীকা দেয়া হয়েছে;

২. পটুয়াখালী জেলার মানচিত্র অভিসন্দর্ভের শুরুতে না দিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদের জেলা তথ্য সারণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে;

৩. বাঙালী চেহারা প্রকৃতির ছবি ও মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠির বিশ্ব মানচিত্রের ছবি পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে;

৪. সংলগ্নীতে পটুয়াখালী জেলার রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের কিছু সাদা কালো আলোকচিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে;

৫. সংলগ্নীতে বাঙলাদেশের আদিবাসীদের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে;

৬. সংলগ্নীতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চিঠি পত্রের অনুলিপি, ঘোষণা পত্র, দলিল পত্র, গবেষণা জরীপের প্রশ্নমালা, ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

Dhaka University Institutional Repository

অভিন্ন উৎস-মূল থেকে সকল মানব-প্রজাতির উদ্ভব : এই আপ্তসত্য স্বীকৃতি পেয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সভাতেও ।[১] কিন্তু বৈষম্য পীড়িত আজকের পৃথিবীতে এই সত্য পায়নি বাস্তব স্থিতি । বাঙলাদেশ ভূখন্ডের পরিসীমায় বাঁধা রাকাইন সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক পরিণতিও এই জিজ্ঞাসাকে বাঙ্ময় করেছে । 'আমরা দম্ভ করে বলি যে, আমরা একটি সমরূপী জাতি সত্তা ('homogeneous national entity') কিন্তু ৯০ মিলিয়ন বাঙলাদেশীর মধ্যে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যারা সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম ('integrated ') হয়নি ।[২]

এদের মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায় দীর্ঘকাল আগে এদেশে আবাস গড়ে তুলেছে, কিন্তু সময়ের আনুকূল্যেও তারা পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা পায়নি । বাঙালী মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিড়ম্বনায় রাকাইনদের মত ক্ষুদ্র কৌম জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্বকে সুসংহত করতে পারেনি ।[৩] সংখ্যালঘু হিসেবে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বৃহৎ নৃগোষ্ঠীর সাথে একই প্রবাহে বাহিত হতে পারেনা, রাকাইনদের বেলায়ও তা সত্য হয়েছে । বাঙালীদের মূল স্রোত বা 'Main Stream ' থেকে বিচ্ছিন্ন ('Alienated ') থেকে বাঙলাদেশে কোন কোন কৌম জনগোষ্ঠী সরকার ও প্রশাসনের জন্য সীমাহীন রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে । তবে একথাও সত্য যে সংখ্যাগুরুদের তুলনায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছিয়ে থাকা সংখ্যালঘুদের পক্ষে কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমাপকেই আকস্মিকভাবে সংখ্যাগুরুদের সমরূপতা অর্জন সম্ভব নয় ।[৪]

পটুয়াখালীর রাকাইনদের অবস্থান বিচার করলে দেখা যায়, এ এমনই একটি সম্প্রদায় যার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভব নয় ।[৫] তাই নীরবে সমস্যু পরিণতি বরণ করাতেই তাদের তুষ্ট থাকতে হয়, গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না ।

অন্ততঃ প্রায় ২০০ বছর আগে যে রাকাইনরা এদেশ ভূমিতে পদার্পণকরে জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করেছিল এবং জনহীন ভূমিতে গড়ে তুলেছিল মনুষ্যবাস, সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল গ্রাম জনপদ, তাদের আগন্তুক ভাববার অবকাশ নেই,[৬] কিন্তু ইতিহাসের বিস্মরণে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালীদের সহাবস্থানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে রাকাইনরা আজ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'।

জাতির সংজ্ঞায় বলা হয় : "জাতি হলো ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী সম্প্রদায় যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক মানসিক গড়নও এক এবং এই মানসিক গড়ন একটি সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়।"[৭] এ অর্থে রাকাইনরা বাঙালীদের মতই একটি জাতি, যে জাতি একটি মানব সমষ্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কিন্তু অন্য মানবসমষ্টি হতে পৃথক। এ প্রসংগে জাতি ও জাতিগত কুসংস্কার সম্পর্কে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করা যায়, যাতে বর্ণিত হয়েছে :

> "মানুষ মাত্রেই জন্মগত সূত্রে স্বাধীনতা, অধিকার ও সমমর্যাদার দাবীদার--সারা বিশ্বে ঘোষিত এই গণতান্ত্রিক নীতি আজ হুমকির সম্মুখীন - যেখানে মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। জাতিগত বৈষম্যবাদে আজ মানব প্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। তার হিংস্রতা আজকের দুনিয়ার একটি প্রকট বাস্তবতা। একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঘটনা হিসাবে এটি মানব বিজ্ঞানের সকল গবেষকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"[৮]

রাকাইন-বাঙালী পরিপ্রেক্ষে রাকাইনদের সমস্যার ব্যাপকতা এই বৈষম্যকে প্রতিভাত করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে যদিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং এখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে : তবু তা বাস্তবে প্রতিভাত হচ্ছে কিনা তাই বিচার্য। তবে সংবিধানের অন্যান্য ধারায় বিশেষতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকারের কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিরোধিতাও বিদ্যমান বলে এ পর্যায়ে ধারণা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ধারা উদ্ধৃত করা যায় :

(১) সংবিধানের ৩ ধারায় বলা হয়েছে দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা । এক্ষেত্রে রাকাইনদের মত অন্যান্য জাতির ভাষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে ।

(২) চতুর্থ সংশোধনীপূর্ব সংবিধানের ৬ ধারায় বর্ণিত হয়েছিল বাংলাদেশের নাগরিকগণ পরিচিত হবেন 'বাঙালী' নামে । এবং ৯ ধারায় বলা হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' । এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ১১ ধারা মতে রাকাইনসহ অন্যান্য মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছিল সেটা জিজ্ঞাসার বিষয় হতে পারে । পরবর্তীতে অবশ্য 'বাঙালী'র স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'বাংলাদেশী'র নাম পরিচয় এবং জাতীয়তা, কিন্তু এখানেও প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় কি জাতিসত্তার পরিচয় পরিবর্তিত হয় ? বাংলাদেশ ভূখন্ডের মধ্যে এই নতুন 'জাতীয়তা'র অভিধায় কি বাঙালীর বাঙালীত্ব বা রাকাইনদের রাকাইনত্ব বদলে গেছে ?

(৩) সংশোধনী-পূর্ব সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি স্বীকৃতি হলেও বর্তমানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও 'মুখ রক্ষা করা হয়েছে' এই বলে যে অন্যেরাও তাদের ধর্মাচরণের সুযোগ পাবে । বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাকাইনদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে প্রাধান্যকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম 'ইসলামের' প্রতি বিশেষ পক্ষপাত নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত প্রতিপন্ন হতে পারে না ।

(৪) সংবিধানের ৪১(২) ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না । কিন্তু এরশাদ সরকার বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় অনুশাসন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত রাকাইন জাতিসত্তাকেও বৈষম্য-পীড়িত করেছে, এ পর্যায়ে এই ধারণা করা যায়। তবে সমস্যার প্রকোপ ও ব্যাপকতা শুধুমাত্র বিধি-বিধান প্রণয়নে সীমিত নেই বরং তা বিস্তৃত হয়েছে জীবনের প্রায় প্রতিটি অংগনে। প্রশাসনের অনীহাসূচক ('apathetic') অথবা স্বার্থ-প্রণোদিত বিরোধিতায় এই বৈষম্য আরো তীব্রতা পেয়েছে। প্রশাসনের নেতিবাচক ভূমিকা পালনে অনেক ক্ষেত্রেই রাকাইনরা অসহায় হয়ে পড়েছে বলে স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।[৯]

১·১ শিক্ষা সমস্যা

পটুয়াখালীর রাকাইন অঞ্চল একটি শিক্ষা-বঞ্চিত এলাকা। একদা যে রাকাইন সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম সংস্কৃতি বলে পরিগণিত হোত সে সংস্কৃতি শিক্ষার অভাবে এতই অবনতিশীল পরিণতি বরণ করেছে যে রাকাইনদের গৌরবজনক অতীত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে এ সম্প্রদায়ের নব প্রজন্ম অবহিত নয়।[১০] রাকাইনদের জন্য নিজস্ব ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য্য এবং একারণেই বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বৌদ্ধ মন্দির সংশ্লিষ্ট 'টোল' গুলোতে একদা এ ভাষা শিক্ষা দেয়া হোত। কিন্তু বাঙালী অধ্যুষিত প্রশাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জাতীয়করণের নামে এই বিদ্যালয়গুলোতে রাকাইন ভাষা শিক্ষাদান বন্ধ করে দিয়েছে। অপর পক্ষে আর্থিক সংকটের মুখে 'টোল'গুলোতে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার সমানুরালে রাকাইন ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগও রহিত হয়েছে, কারণ এতদসংক্রান্ত ব্যয় টোলগুলো বহন করতে পারছেনা।

১·২ ধর্মীয় সমস্যা

সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের প্রেক্ষিতে ধর্মীয়ভাবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের চোখে রাকাইন বৌদ্ধরা হিন্দুদের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হওয়ার মত গ্লানির সম্মুখীন হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত প্রশাসনের উপর প্রাধান্যকারী বাঙালী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন ও রাকাইনদের আপেক্ষিকভাবে গৌণ প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে এ ঘটনায় অন্তঃপ্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তৃত হবে বলে অনেকে ধারণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ ভূমি সমস্যা

ভূমি মানুষের উপজীবিকা, সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস : উৎপাদনের অন্যতম উপাদান ও পুঁজির একটি প্রকরণ । ভূমি সংস্কৃতির উপাদান, নিরাপত্তাবোধের প্রতীক এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসের নির্ণায়ক ।[১১] পটুয়াখালীর রাখাইনদের জন্যও অস্তিত্বের প্রথম শর্ত এই ভূমি । কিন্তু প্রতিবেশী বাঙালীদের ক্রমান্বয়ে ভূমি কুক্ষিগত করার[১২] পরিকল্পিত প্রয়াসের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে । যে কূটকৌশলে বাঙালীরা ভূমি আত্মসাতের চেষ্টায় লিপ্ত, তার অন্ধি সন্ধি রাখাইনরা জানেনা । এক্ষেত্রে আইন-ব্যবস্হার('legal system') সুযোগ গ্রহণের মত আর্থিক পুঁজিও রাখাইনদের নেই । এমনকি জানা নেই আদালতে বঞ্চনার কথা জানাবার ভাষা । রাখাইনরা নিজেদের সম্প্রদায়ের শিক্ষিতজনের সাহায্যে কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেও এই প্রক্রিয়ায় বিচারলাভ কার্যতঃ অসম্ভব প্রতিপন্ন হয় । ১৯৬৮ সনে পটুয়াখালীর খেপুপাড়ার রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা প্রশাসককে লিখেছিলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে সেখানে কর্মরত তহশীলদার ও সহকারী তহশীলদারগণ খেপুপাড়া রেভেনিউ সার্কেল অফিসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে দলিল জাল সম্পর্কিত হীনতৎপরতায় লিপ্ত ।[১৪] উপর্যুপরি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে রাখাইনদের মূল্যবান অনেক দ্রব্যসামগ্রীর সাথে জমির দলিলপত্রও ভেসে যায় এবং এর সুযোগে পার্শ্ববর্তী বাঙালীরা তাদের জমি আত্মসাতে প্রবৃত্ত হয় । এই হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্হিতিতে অনেক রাখাইন সেই ভূমি পরিত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়, যে ভূমি তারা পত্তন করেছিল দ্বি-শত বর্ষ আগে ।

১.৪ অর্থনৈতিক সংকট : বেকার সমস্যা ও ব্যাপক দারিদ্র

ভূমি আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে রাখাইনদেরকে ভূমিহীনতা বরণ করতে হচ্ছে ক্রমশঃ । ভূমিহীনতার পরিণাম বেকারত্বের ব্যাপকতা । সেই সাথে যুক্ত হয়েছে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সমস্যা ।[১৫] ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগের অভাব এবং অন্যান্য পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাখাইনদের সনাতনপন্থী সংস্কার তাদের অর্থনৈতিক স্হিতাবস্হা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয়নি । অর্থনৈতিক সংকটের মুখে রাখাইনদের মধ্যে দারিদ্র্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে । বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে — ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্তা, খরা, পোকার আক্রমণে ফসলহানি প্রভৃতি রাখাইন জনগোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয়কালীন সম্পদ হস্তান্তরের শিকার হয়। জমিজমা, গয়না-পত্র বন্ধক দিয়ে তারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয়। 'মুলী'র মত প্রায় বাৎসরিক ৮০% হারে এ ঋণ পরিশোধ হয়। এছাড়া দাদনে গৃহণ করা ঋণের ক্ষেত্রে অতি নিম্ন মূল্যের আগাম ফসল বিক্রী করতে রাকাইনরা বাধ্য হয়। অনানুষ্ঠানিক উৎস হতে গৃহীত ঋণ দানের এ প্রক্রিয়া বিচার করলে এখানে আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা বিস্তৃত করার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়।[১৬]

১.৫ শান্তি শৃংখলার বিপর্যয়

পটুয়াখালীর রাকাইন গ্রামগুলো থানা সদর হতে অনেক দূরে অবস্থিত বলে শান্তি শৃংখলা রক্ষাকারী প্রশাসন চুরি, ডাকাতি বা শান্তি-শৃংখলা ভংগে দ্রুত ও কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। রাকাইন অঞ্চলে চক্রানুকারী বাঙালী দুর্বৃত্তদের উৎপাত এতই বেশী যে সামরিক-বেসামরিক আদালত এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার মতো ধৃষ্টতাও তারা প্রদর্শন করে,[১৭] কিন্তু প্রশাসন সেক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে।

১.৬ সামগ্রিক সমস্যা

রাকাইন সম্প্রদায় পার্শ্ববর্তী সমাজের শত উপদ্রবে, হাজারো সমস্যায়ও রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত হয়নি। সবল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক-সামরিক চাপের মুখে বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিবাদের সূচনা করেছে এবং বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিয়েছে।[১৮] কিন্তু রাকাইনদের মত কোন সম্প্রদায় যা কোন উল্লেখযোগ্য ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেনা, প্রশ্ন উঠেছে তার অস্তিত্ব কি আদৌ প্রয়োজন?[১৯] পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সরকারের সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত :

(১) দৃশতঃ বর্তমান উপজাতীয়তা বিলোপকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর বাঙালী সংস্কৃতির মাঝে উপজাতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির পুরোপরি নিমজ্জিতকরণের প্রচেষ্টা, অথবা,

(২) সত্যিকার অর্থে এমন নীতিমালার প্রচলন এবং অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে ঐতিহ্যগত উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন সম্ভবপর হয়।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

তবে সমাধানের পন্থা যাই হোক না কেন এখন এই স্বীকৃতির প্রয়োজন যে, "সমস্যাটি বিদ্যমান।" রাকাইনদের ক্ষেত্রে সমস্যার স্বরূপ সন্ধানই বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য।

গবেষণার প্রারম্ভে অবশ্য এই অনুধাবন স্পষ্ট যে, পটুয়াখালীর রাকাইনরা একটি গ্রামীণ জনসমাজ এবং তাদের মধ্যে নগরীয় সুবিধাদি ও নগরীয় সংস্কৃতির সুলক্ষণগুলো পরিলক্ষিত নয়। এ ছাড়া এই জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান প্রান্তীয় ('Peripheral ') এবং এ সম্প্রদায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংকুলতার সম্মুখীন।

সম্প্রদায়টি সংখ্যালঘু এবং মূলস্রোতের বাঙালীদের সাথে তাদের পার্থক্য রয়েছে। অধিকন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে একটি খন্ডিত জনসমষ্টির নিঃসংগতা, বার্মায় অবস্থিত তাদের সগোত্রীয়দের সাথে বিচ্ছিন্নতাবোধে এর প্রকাশ। রাকাইনরা সংখ্যালঘু তার মঙ্গোলীয় নৃ-বৈশিষ্টের কারণেই নয়, বৌদ্ধ ধর্মালম্বী এ সম্প্রদায় ধর্মীও কারণেও সংখ্যালঘু ও প্রতিবেশী বাঙালী মুসলিমদের চাইতে পৃথক। দারিদ্র্যের ব্যাপকতা ও গভীরতায় সংখ্যালঘু হিসেবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসে এদের অবস্থান নিম্নস্তরবর্তী। রাকাইনরা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীন, সামরিক শক্তিহীন ও 'সীমানু-সমর্থনহীন' একটি জনসমষ্টি। তদুপরি এ জনসমাজ একটি পশ্চাদপদ জনসমাজ, একটি আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর অতি অল্প বিকশিত অপভ্রংশ। রাকাইন সম্প্রদায়ের অন্য লক্ষণ হচ্ছে যে তা একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন-জনসমষ্টি, ভৌগোলিকভাবে তো বটেই— এছাড়াও, গণমাধ্যমে এদের প্রকাশ নেই এবং সে কারণে চেতনাও তাদের পশ্চাৎবর্তী। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে রাকাইনরা একটি বিশেষ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ে বিচার্য একটি নৃগোষ্ঠী যা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক পিছিয়ে পড়া নৃগোষ্ঠীর মত জীবনকে পদানত করার সীমাহীন প্রয়াসের উপান্তে দাঁড়িয়ে।

পটুয়াখালীর রাকাইনদের সমস্যা এবং এ সমস্যার অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বে প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে— এই নিরিখে বর্তমান গবেষণা-সমস্যার সমাধান পরিকল্পিত। পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পরিচয় কি, যে বাসভূমিতে তারা আবাস গড়ে তুলেছে তার পরিসংখ্যানিক পরিচয় কি ? ভৌত, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক নৃতত্ত্বে রাকাইনদের অবস্থান কোথায়—প্রাসংগিক সাহিত্য পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য এর উত্তর খোঁজা। তত্ত্বগতভাবে সনাতন সমাজে প্রশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা, এই আলোকে পটুয়াখালীর রাকাইনদের সমস্যা ও এক্ষেত্রে প্রশাসনের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বানুমান এ গবেষণার প্রতিপাদ্য। পূর্বানুমানের ভিত্তিতে গবেষণার লক্ষ্য নিরূপণ করে প্রশ্নমালা জরিপ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, বিষয় সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার নমুনা পর্যালোচনা এবং সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গবেষণায় তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের কার্য-বিন্যাস গ্রহণ করা হয়েছে।

তাৎপর্য বিচারে এ গবেষণা একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর সমস্যা অনুধাবনের চেষ্টা, সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের প্রত্যাশিত ও প্রতিপাদিত ভূমিকা পর্যালোচনার প্রয়াস। এ গবেষণার উপযোগ এই নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রগ্রসরতায় এবং চূড়ান্তভাবে প্রশাসনের যথার্থ ভূমিকা নির্দেশে জাতিগত বৈষম্য ও বিভেদ দূরীকরণ এবং একই রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরস্থ জাতিনিচয়ের সমতাভিত্তিক সম্মিলনে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

1. ইউনেস্কো : জাতি সমস্যার জীবতাত্ত্বিক সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে (মস্কো: ১২-১৮ আগষ্ট, ১৯৬৪) গৃহীত সিদ্ধান্তের মর্মীকরণ। মিখাইল নেস্তুর্খ, মানব সমাজ : প্রজাতি, জাতি, প্রগতি, (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭৬)।

2. Golam Mustafa and Abdur Rahaman Khan: 'Patuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom', Cover Story in Bangladesh Today, 16 May - 15 June, 1984 p.8.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. জে, ভি, স্তালিন : মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, মে, ১৯৭৩) পৃ: ৫ ।

8. জাতি ও জাতিগত কুসংস্কার সম্পর্কে ঘোষণাপত্র : (ইউনেস্কো, প্যারিস, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭)। উদ্ধৃতি : মিখাইল নেস্তুর্খ, মানব সমাজ : প্রজাতি, জাতি, প্রগতি (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬) পৃ: ১২৮ ।

9. Mustafa & Khan : Op.cit, p.10

10. Ibid.

11. মউদুদ-র-সকদার : বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসন : কুমরুনপানুরের ইতিলেখ (অপ্রকাশিত গবেষণা)।

12. Mustafa & Khan Op.cit, p.8

Dhaka University Institutional Repository

13. Ibid. p.10

14. Ibid. p.11

15. আব্দুল মাবুদ খান," পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়," CLIO (Dhaka:Jahangirnagar University) Vol. I June, 1983 p.13

16. Razia S.Ahmed : Financing the Rural Poor : Ovstacles & Realisties (Dhaka: University Press Ltd., 1983) p. 16

17. Mustafa & Khan : Op.cit. pp. 12-13.

18. এম,কামরুজ্জামান :" পার্বত্য চট্টগ্রামে সংকট : উপজাতীয়তা ও সংস্কৃতি " গ্রাকিস জার্ণাল, ১২/৮৬,জুন, ১৯৮৬ ।

19. Mustafa & Khan : Op.cit, p.13

20. এম,কামরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গবেষণার পদ্ধতি ও নমুনাকরণ

Dhaka University Institutional Repository

২.১ গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে :

ক. প্রামাণ্য পদ্ধতি ('Documentary Method ')

খ. প্রশ্নমালা জরীপ (' Questionnaire Survey')

গ. পর্যবেক্ষণ (' Observation')

গবেষণায় উল্লিখিত প্রামাণ্য পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের যৌক্তিকতা নীচে বিবৃত হল :

ক. প্রামাণ্য পদ্ধতি (' Documentary Method')

প্রামাণ্য পদ্ধতি, নথি, দলিলপত্র ('documents') বা প্রামাণ্য সাহিত্য ('literature ') সমীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য আহরণের সহায়ক। [১] অতীতের বিষয়বস্তু ছাড়াও বর্তমানের প্রামাণ্য সাহিত্য পর্যালোচনায়ও এই পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী, কেননা অতীতের নিরিখেই বর্তমানকে যথাযথ-ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। [২] বর্তমান গবেষণায় গবেষণাসমস্যা নিরূপণ, পটুয়াখালীর রাকাইনদের ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা, পটুয়াখালীর রাকাইনদের নৃতত্ত্বগত পরিচয় সম্পর্কে প্রাসংগিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও পরিবর্তমান সমাজের তত্ত্ব-বিন্যাস এবং দলিল বিশ্লেষণের জন্য প্রামাণ্য পদ্ধতির উপযোগিতা বিবেচনায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. প্রশ্নমালা জরীপ (' Questionnaire Survey ')

প্রশ্নমালা জরীপ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ব্যক্তি উৎস ('situs') থেকে তথ্যসংগ্রহের সহায়ক। প্রশ্নমালা জরীপ পদ্ধতি সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার্য্য একটি উপযোগী পদ্ধতি। জুলিয়ান মাইসন বলেন : এ জাতীয় ' জরীপ পদ্ধতি প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি।' [৩] বর্তমান গবেষণায় পটুয়াখালীর রাকাইনদের সমস্যা এবং প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে রাকাইনদের মনোভাব যাচাই ও এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় বলে এ গবেষণায় প্রশ্নমালা জরীপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. পর্যবেক্ষণ ('Observation')

পর্যবেক্ষণ বা ('Observation') নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি। বাস্তব ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্বাভাবিক ও 'জীবন্ত পরিস্থিতিতে'('in a life situation ') প্রত্যক্ষ তথ্য অবধারণের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। বিশেষতঃ কোন বিশেষ নৃগোষ্ঠীর কৃষ্টিকলা, জীবনদর্শন, আবেগ-অনুভূতি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবিকৃত উপায়ে তথ্য সংগ্রহে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান গবেষণায় রাকাইনদের দৈহিক নৃতত্ত্ব, তাদের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব—গৃহায়ন, লোকাচার, ধর্ম ও সংস্কার, ভাষা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি, বিবাহ ও পরিবার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নৃতাত্ত্বিক বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

২.২ নমুনাকরণ ('Sampling ')

বর্তমান গবেষণার 'সমগ্র' বা ('Universe ') হচ্ছে পটুয়াখালীর সমগ্র রাকাইন সম্প্রদায়। এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি রাকাইন সদস্যই 'পর্যবেক্ষণ একক' ('Observation unit')। পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং এ পর্যায়ে প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য আমরা গবেষণার ক্ষেত্র ('situs') নির্বাচন করেছি রাকাইনদের মধ্য হতেই, তাদের আমতলী উপজেলা থেকে।

তত্ত্বগতভাবে কারুর কারুর মতে গবেষণার 'নমুনার আয়তন' ('Sample Size ') হবে 'সমগ্রের' ('Universe ') এর ৫%, কারুর অভিমত এটি হবে ১০%। কিন্তু বাস্তবে এসব মতের কার্যকারিতা বিভিন্ন শর্তপূরণের কাছে আপেক্ষিক। বলা হয় নমুনাকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দু'টি বিষয়ই সবচেয়ে গুরুত্ববহ :

১. পর্যবেক্ষণ একক বিষয়গুলোর পার্থক্য যতই বেশী হবে নমুনার আয়তন ততই বাড়াতে হবে।

২. যত বেশী নির্ভুলতা ('accuracy ') প্রত্যাশিত, ততই নমুনা আয়তনকে স্ফীত করতে হবে।[৪]

বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ একক পটুয়াখালীর রাকাইনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় বলেই এই এককগুলোর শ্রেণীকরণের মাধ্যমে নমুনার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব ('represantation ') নিশ্চিত করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। পটুয়াখালীর আমতলীর রাকাইনদের নিম্নরূপ পেশাগত বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় : [৫]

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থালী : ৪৬.৩৫%

কৃষি মজুর : ২৪.৫৬%

প্রস্তুতকরণ শিল্প ০.১৪%

ব্যবসায়ঃ ২.৮%

বেকার : ২০.৪৭%

অন্যান্য : ৫.৬০%

অপর পক্ষে, গার্হস্থ্যের সাথে জড়িত জনসংখ্যা সম্পর্কে গ্রামীণ বাংলাদেশের ভূমি ভোগদখল জরীপ -১৯৭৭ (Land Occupancy Survey of Rural Bangladesh,-1977) এর নিম্নবর্ণিত তথ্য লক্ষ্যণীয় :

বাংলাদেশের প্রকৃত ভূমি ভোগ দখল। [৬]

কৃষকের প্রকৃতি	জোতের আকার (একরে)	খানার শতকরা হার	জনসংখ্যার শতকরা হার	ভূমির শতকরা হার
ভূমিহীন	০০	৩২.৭১	২৭.১০	০০
ক্ষুদ্র	০.০১-৩.০০	৫২.৫৪	৫১.৯৫	৩৭.৭৬
মধ্য	৩.০১-৬০০	৯.৬৫	১২.৬০	২৬.৫৯
বৃহৎ	৬.০১ ও তদুর্ধ	৫.০২	৮.৩৫	৩৫.৬৫

উপরিবর্ণিত পরিসংখ্যান বিবেচনায় বর্তমান গবেষণার প্রশ্নমালা জরীপে উল্লেখিত পেশাগত বন্টনের স্থূল অনুপাতে এবং প্রকৃত ভূমি ভোগ দখলের নিরিখে নিম্নরূপে নমুনা একক ('Sampling Unit ') নির্বাচন করা হয়েছে :

১. গৃহস্থালী :

বৃহৎ কৃষক : ৬ টি

মধ্য কৃষক: ১১টি

প্রান্তিক কৃষক: ২০টি

Dhaka University Institutional Repository

২.	ভূমিহীন :	৩৩ টি
৩.	প্রস্তুতকরণ শিল্প :	১ টি
৪.	বেকার :	২০ টি
৫.	ব্যবসায় :	৩ টি
৬.	অন্যান্য :	৬ টি
		১০০ টি

উপরোক্ত নমুনাকরণের ক্ষেত্রে যদিও স্তূল শ্রেণীকরণ অনুসৃত হয়েছে, তথাপি এর মূলগত ভিত্তি ছিল 'বিচার নমুনাকরণ পদ্ধতি' ('Judgement Sampling Method'). দৈবচয়িত পদ্ধতিতে ('Random Sampling Method') নমুনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্নক (' Variable ') বাদ পড়ে যেতে পারে বলেই বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভর এই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে এবং সেইমতে সকল বিদ্যমান পেশার রাকাইবদের মধ্যে স্তূল আনুপাতিক হারে প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা :

1. Tyrus Hillway: Introduction to Research (Boston: Houghton Miffin Co., 1959) p. 129.

2. Ibid. p.130

3. Julian L.Simon: Basic Research Methods in Social Science(New York: Random House, 1969) p. 229.

4. S.P.Gupta: Statistical Methods (Delhi: Sultan,Chand and Sons, 1975) p. 1.63

5. দ্রষ্টব্য : ৫ম পরিচ্ছেদ ।

6. উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics: Summary Report of the 1977 Land Occupancy Survey of Rural Bangladesh (Dhaka: 1977).

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায় ঃ ইতিবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীদের কাছে 'মগ' নামে অভিধেয় রাকাইনদের পরিচিতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'মগ' নামটি রাকাইনদের কাছে গ্রহণীয় নয় এই বলে যে, এর একটি নিন্দনীয় অর্থ রয়েছে।[১] সত্যেন্দ্র ঘোষাল বলেন, 'মগ' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত 'মগদু' হতে—যার অর্থ জলদস্যু।[২] পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাথে দল বেঁধে মগ জলদস্যুরা অপহরণ, লুন্ঠন ও হত্যা সংঘটন করতো পটুয়াখালীতে। ষোড়শ শতকে এই জলদস্যুরা যুথবদ্ধ হয়ে ভারাইখাল বেয়ে প্রবেশ করতো এই এলাকায়। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের বলতো 'নাটুয়া' (সম্ভবতঃ লুটুয়ার উচ্চারণভেদ) এবং এই এলাকাকে বলতো 'নাটুয়ার খাল'— যা বিভিন্ন সময়ে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে আখ্যাত হয় 'পটুয়াখালী' বলে।[৩]

জলদস্যুদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়ে যায় -'মগের মুলুক' (অরাজকতার দেশ)।

কিন্তু রাকাইনরা কেবল 'মগ' নামটিকেই প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়, রাকাইনরা মগ জলদস্যুদের উত্তরসূরী— এ ধারণাটিকেও দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে। ১৮৭২ সালে রাকাইনদের সম্পর্কে বিভারেজ বলেন :

> "তাদের কোন বসতিই সত্তর বছরের বেশী পুরানো নয়।"[৪]

উইলিয়াম হান্টার বলেন :

> "বর্তমান মগেরা আদি আরাকানী দস্যুদের উত্তরসূরী নয়। কোম্পানী সরকার বর্তমান মগদের ১৮ শতকের শেষপাদে চট্টগ্রাম ও রামু অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন জঙ্গল পরিস্কার ও ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে।"[৫]

হার্তে উল্লেখ করেন :

> "১৭৮৯ সালে বাঙলায় বৃটিশরা মগ পরিবারদের সর্বদক্ষিণ গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাখেরগঞ্জের সুন্দরবন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধানী জমি দান করছিলেন। তখন তা (বাখেরগঞ্জ) ছিল জনবসতিহীন জলা ও বন।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আরাকানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যেও প্রমাণ হয় আরাকানীরা ছিল এক সুসভ্য জাতি এবং চর্তুদশ শতকের আগে আরাকানীদের কেউ জলদস্যুবৃত্তি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন তথ্য সমর্থনযোগ্য নয়।[৭] মুষ্টিমেয় জলদস্যুর পরিচয়েও সমগ্র রাখাইন জনগোষ্ঠী পরিচিত হতে পারে না।[৮] তদুপরি ১৭২৭ সালের পর আরাকানী জলদস্যুদের উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়নি।[৯]

রাখাইনরা বর্তমান বার্মার আরাকানের একটি অঞ্চল—'রাখাইন' বা 'রাখাইন প্রে' রাখাইনদের আদিবাস। রাখাইনরা নিজেদের দেশকে রক্ষাইঙ্গী এবং নিজেদেরকে রাখাইন নামে পরিচয় দিতে গর্বানুভব করে। রাখাইনরা তাদের বাসভূমিকে চিহ্নিত করে'রাখাইঙা টনিগিই' বা 'রাখাইন পী' নামে—যা প্রকৃত পক্ষে 'রখ্ইঙা তঙ্গী' বা 'রক্ষপুরার রূপান্তর'। রাখাইন যুবনেতা তাহাই নির্দেশ করেন—যাঁরা সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় জীবনযাপনে নিজস্ব প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও লালন করে তাঁরাই রাখাইন—রক্ষক। তাঁর ব্যাখ্যায়'রাখাইন'শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে'রক্ষা' ও 'রাখাইনে' —এই দুইটি পালি শব্দ হতে—যার মিলিত অর্থ'রক্ষণশীল জাতি'।[১০]

আব্দুল মাবুদ খানের[১১] মতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক আরাকান নামের উৎপত্তি হয়েছে রাখাইন শব্দের রূপান্তর (Rakhaine→Arkhang→Araccan→Arakan) থেকে। তিনি ভাষাবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন রাখাইন শব্দটি তিব্বতীবর্মী ভাষার শব্দ 'রোয়াং'- এর রূপান্তর— যার অর্থ আরাকান। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 'রোয়াং' 'রোসাঙ্গ' ও 'রোকাম' শব্দ -গুলি যে রাখাইনদের আদিবাস 'আরাকান'কে নির্দেশ করতো তার স্বপক্ষে অনেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন:[১২]

(ক) কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতরী ॥

: দৌলতকাজী (সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত সতীময়না, পৃ:৭৮।)

(খ) ক্ষিতিতলে অনুপাম
রোসাঙ্গ শহর নাম ॥

: সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (আহমদ শরীফ সম্পাদিত : ঢাকা : পৃ: ৭৮।)

(গ) ভুবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী।

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত নাসিরনামা, মরদন, পুঁথি পরিচিতি পৃ:২৬৯।)

Dhaka University Institutional Repository

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে রাকাইনদের আদিবাস 'আরাকানের' ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি উচ্চ ধারণা গ্রহণ করা যায়। তবে রাকাইনদের আদিবাস যে কেবল আরাকানই ছিল– অনেকেই এই মত সমর্থন করেন না। রাকাইনরা–যারা 'মারমা' নামেও পরিচিত তাদের আদিনিবাস অনেকের মতে বার্মা ও আরাকান। সুগত চাকমা বলেন :"তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বর্মী এবং আরাকানীদের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সমগোত্রীয় লোক কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতেও রয়েছে। তারা সেখানে নিজেদের 'রাকাইন' হিসেবে পরিচয় দেয়।" [১৩]

পটুয়াখালীর রাকাইনরা ১৮শ শতকের ৮ম দশকে আরাকান থেকে দেশান্তরী হয়ে পটুয়াখালীতে আগমন করে। [১৪] ঐ শতাব্দীর চতুর্থ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত আরাকান ছিল বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত এক রাজ্য। [১৫] অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে নিজ অমাত্যবর্গের চক্রান্তে বিপন্ন আরাকানরাজ শ্যামাদা বর্মী রাজ বোধপায়ার কাছে পরাভূত হন এবং বর্মীরা আরাকান দখল করে এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বর্মী সেনাধ্যক্ষরা বহু আরাকানী স্ত্রী-পুরুষ গ্রেফতার করে। ধৃত স্ত্রী লোকদের বার্মায় প্রেরণ করে এবং পুরুষদের হত্যা করে। [১৬] বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে বহু আরাকানী উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশিষ্ট আরাকানীরা বর্মী সৈন্যদের প্রবল নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বর্মী বাহিনী সে বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে। শেষ পর্যায়ে বিদ্রোহী আরাকানীরা নিজেদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে এবং সুপরিবারে সীমান্ত অতিক্রম করে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। " এভাবে ১৭৮৫ সালে হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আরাকানে বর্মী সেনার নৃশংস অত্যাচার, আরাকানীদের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে আরাকানীদের আশ্রয় নেবার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।" [১৮]

আরাকানী নেতা বারান শিয়ানের মৃত্যুর পর নিজ বাসভূমে প্রত্যাবর্তনের সকল আশা তারা পরিত্যাগ করে এবং দলে দলে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শরনার্থী হয়। [১৯] বোমাগ্রী বা বোমাং প্রধান কংহ্লাপ্রু এবং পাইলংখং প্রধান ম্রাচাইয়ের নেতৃত্বে রাকাইনরা যথাক্রমে বান্দরবন ও মানিকছড়িতে বসতি গড়ে। [২০]

বর্মী সৈন্যদের অত্যাচারক্লিষ্ট আরাকানীদের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশান্তর গ্রহণের নেপথ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণ ছিল :

ক. ভৌগলিক দিক থেকে চট্টগ্রামাঞ্চল ছিল আরাকান-সন্নিহিত।

খ. বার্মা নিকট প্রতিবেশী হলেও আরাকানীদের জন্য তা ছিল শত্রুরাজ্য।

গ. চট্টগ্রামাঞ্চলের সাথে ছিল আরাকানের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বিদ্রোহ-পূর্বকালে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ছিল আরাকানী উপনিবেশ ।

ঙ. চট্টগ্রামে ছিল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা । " বৃটিশ অধিকৃত ভূ-খন্ডে রাজস্ব যুক্তিযুক্ত এবং একজন লোক পরদিন প্রত্যুষে কোন কর্মচারীর আদেশে তার প্রাণদন্ড হবে— এ আশংকা ছাড়াই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে ।" [২১]

চ. চট্টগ্রামকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতে বর্মীদের কবল থেকে নিজেদের রাজ্য উদ্ধারের জন্য আক্রমণ করা ।

উল্লেখিত কারণ ছাড়াও যে কারণে আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশান্তরী হয়ে বসতি গড়তে পেরেছে তা হচ্ছে এ অঞ্চলে সে সময় অধিষ্ঠিত ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসক-বর্গের আরাকানীদের বসতিদানের নীতি । সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এ পর্যায়ে আহার্যসহ উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসিত করার [২২] পিছনে মানবতাবোধ থাকলেও এতদঞ্চলের পতিত জমিতে জনবহুল ও আবাদী করে তোলার অভিপ্রায়ও কোম্পানীর ছিল ।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার এই নীতির বিস্তরণ থেকেই রাক্কাইনদের একটি দল সরাসরি আরাকান, বার্মা অথবা চট্টগ্রামঞ্চল থেকে পটুয়াখালীতে আশ্রয় লাভ করে । [২৩] রাক্কাইনদের উপর লিখিত এক নিবন্ধে তাদের যুবনেতা তাহান পটুয়াখালীতে রাক্কাইনদের আগমন সম্পর্কে এক ভাবাবেগপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি বলেন :

" ১৭৮৪ সালের শীতের হিম হাওয়ায় মগ্ন এক নিশীথে আরাকানের মেঘাবতী হতে ১৫০টি রাক্কাইন পরিবার বর্মী নাগপাশ হতে মুক্তির আকাঙ্খায় ৫০টি নৌকা যোগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে অবশেষে তিন দিন তিন রাতপর বাংলার পটুয়াখালী জেলার রাঙাবালী দ্বীপে উপনীত হয় । জনমানবহীন এক সমুদ্রদ্বীপে, হিংস্র জীব-জন্তুতে ভরা সে অরণ্য ভূমি—রাঙাবালীতে তারা জঙ্গল কেটে জায়গা পরিষ্কার করে এবং সংগে করে আনা বীজ ধান ও অন্যান্য ফলমূলের বীজ বপন করে ।"

" এভাবে রাক্কাইনরা বিপুল শ্রমে যে শস্য-শ্যামল লোকালয়ের পত্তন করে দু'শ বছর পর সেই নিজ বাসভূমে এখন তারা পরবাসী ।" [২৪] আরাকানীরা প্রথম বসতি স্থাপন করে গলাচিপা উপজিলার রাঙাবালী দ্বীপে এবং তারপর তারা পার্শ্ববর্তী বালিয়াতলী (বরগুনা উপজিলা), বগী

Dhaka University Institutional Repository

(আমতলী উপজিলা), টিয়াখালী (কলাপাড়া উপজেলা), কুয়াকাটা (কলাপাড়া), প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মনিরুজ্জামান ও মউদুদ-র-সকদার তাঁদের নিবন্ধ-"Convergence of Language of Ethnic Minority: The Case of Rakhaines of Bangladesh" এ প্রদর্শন করেছেন যে পটুয়াখালীতে দু'টি পর্যায়ে রাকাইনরা বসতি স্থাপন করে এবং ভাষাগত তারতম্যের সূত্রে তাদের একাংশের যোগ কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলের রাকাইনদের সাথে ও অন্য অংশের যোগ আরাকান-বার্মার রাকাইনদের সাথে। পটুয়াখালীর রাকাইন উপনিবেশ যে দু'টি স্রোতধারায় পুষ্ট সে সম্পর্কে ঐকামত্য পোষণ করেন আবদুল মাবুদ খান।[২৫] তাঁর মতে এর একটি ধারা হ'ল রামু ও কক্সবাজারস্থ এবং অন্যটি আরাকানী। এক্ষেত্রে আবদুস সাত্তার বলেন যে পটুয়াখালীর 'মগ'রাও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এসে পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।[২৬] আব্দুল মাবুদ খান আব্দুস সাত্তারের এই বক্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা অগ্রাহ্য করেন এই মর্মে যে প্রসিদ্ধ পর্যটক ফ্রেডারিক ম্যানরিক ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে শাহবাজপুরে এসে রাকাইন বসতি দেখতে পাননি। বিভারেজ, বাটিয়া ('Battya') ও ইউলিয়াম হান্টার বর্ণিত বিভিন্ন তথ্যেও একথা প্রমাণিত হয় না। তবে মনিরুজ্জামান ও মউদুদ-র-সকদার তাঁদের কথিত গবেষণা নিবন্ধে প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন যে কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলের রাকাইনদের উপ-ভাষা ('Dialect') 'মারাও'('Marow') এবং বার্মার নিম্নাঞ্চল—বিশেষতঃ রেঙ্গুনের রাকাইনদের উপ-ভাষা রামরেহ ('Ramreyh') পটুয়াখালীর রাকাইন ভাষা ব্যবহারকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে এবং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বৃটিশ ভূমি উদ্ধার নীতির অধীনে পুনর্বাসন প্রাপ্ত রাকাইনদের স্রোতধারা ছাড়াও পটুয়াখালীতে নির্বাসিত রাকাইনদের আরেকটি স্রোতধারা কর্তৃক আবাসন গড়ে তোলার সত্যতা প্রমাণ হয়।

বিতর্কে যাই মীমাংসিত হউক, পটুয়াখালীতে বিস্তৃত হয়েছে রাকাইন অধিবাস। যদিও রাকাইনরা এসেছিল সাময়িকভাবে, তবু তাদের এ আগমন "পরিগণিত হয় প্রত্যাবর্তনহীন এক যাত্রায় এবং তারা পরিণত হয় এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীতে।"[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১. সত্যেন্দ্র ঘোষাল (সম্পাদিত) : সতীময়নালোর চন্দ্রানী, (কোলকাতাঃ বিশ্ব ভারতী) পৃঃ ৫ ।

২. Bangladesh District Gazetteers:Patuakhali (Dhaka: BG Press,1982)p.1

৩. Lucien Bernot:'Chittagong Hill Tribes' in Stanley Maron (ed): Pakistan Society and Culture. Human Relations Area Files,1957 P.51.

৪. H.Beveridge: The District of Bakergonj: Its History,Statistics(Turber & Co.,London, 1876) P.147.

৫. W.W.Hunter: A Statistical Account of Bengal Vol.V(London: 1875) p.188.

৬. G.E.Harvey: "Bayinnaung Living Descendant: The Mogh Bohmongh," in Journal of the Bumal Research Society Vol.XLIV,Part I,1961 p.42.

৭. আব্দুল মাবুদ খান : 'পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়, CLIO, A Journal of History Department (Jahangirnagar University,Dhaka) Vol.I June,1983 p.8.

৮. ঐ পৃঃ ৪ ।

৯. থয় অং জান (খেপুপাড়া) এর সাথে আব্দুল মাবুদ খানের সাক্ষাৎকার, ঐ, পৃঃ ৪ ।

১০. তাহান : বাংলাদেশের উপজাতি : রাকাইন (পটুয়াখালী জিলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ পুস্তিকা), পটুয়াখালী বৌদ্ধ যুব সংস্হা, পটুয়াখালী ।

১১ আব্দুল মাবুদ খানঃ 'আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়', দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম (২২শে আগষ্ট-২৭শে আগষ্ট, ১৯৭৮) ।

১২. আব্দুল মাবুদ খানঃ প্রাগুক্ত

১৩. সুগত চাকমা : বাংলাদেশের উপজাতি (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃঃ ৩৮ ।

১৪. G.E.Harvey: History of Burma(London: 1967) p.148.

১৫. Maniruzzaman and Maudud R.Safdar: "Convergence of Language of Ethnic Minority: The Case of Rakhaines in Bangladesh"— A paper presented at the Centre of Advanced Study in Linguistics Osmania University,Hyderabad,India.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. A Aspinal: "English Relations with Burma in the Time of Cornwallis and Shore (1786 - 1798) in Bengal Past and Present Vol.XL Part-II, 1980, p.101 উদ্ধৃত, রতনলাল চক্রবর্তী : বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫ - ১৮২৪), (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪) পৃ: ১০ ।

১৭. G.E.Harvey: History of Burmah (London: 1967) p.149

১৮. রতনলাল চক্রবর্তী: "বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক" (১৭৮৫-১৮২৪)(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪) পৃ: ১১ ।

১৯. Maniruzzaman and Maudud R.Safdar: Op.cit.

২০. Ibid.

২১. রতনলাল চক্রবর্তী : বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪) (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৮৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত ।

২২. কোম্পানীর রেকর্ডপত্র থেকে দেখা যায় ১৭৯৭ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে শরণার্থীদের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে যায় । রোগে, শোকে ও খাদ্যাভাবে জর্জরিত এই শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য ক্যাপ্টেন কক্সবাজারে যান । তাঁর নামানুসারেই এখন ঐ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে কক্সবাজার । দ্রষ্টব্য : সুগত চাকমা : বাংলাদেশের উপজাতি (বাংলা একাডেমী : ১৯৮৫) পৃ: ৩৯ ।

২৩. তাহাদের সাথে সাক্ষাৎকার ও তাঁর 'পটুয়াখালী জিলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' সম্পর্কিত সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ পুস্তিকা : বাংলাদেশের উপজাতি :রাকাইন (১৯৮৭) ।

২৪. Golam Mustafa & Abdur Raham Khan:(Cover story).Patuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom: Bangladesh Today(Dhaka:Today Publication) Vol-IIIssue 4 & 5 .

২৫. আব্দুল মাবুদ খান : প্রাগুক্ত, পৃ: ৮ ।

২৬. আব্দুস সাত্তার : আরণ্য জনপদে (আদিল ব্রাদার্স এন্ড কো:, ঢাকা, ১৯৭৫) পৃ: ২৮ ।

২৭. Government of Bangladesh : Bangladesh District Gazetteers: Patuakhali (B.G. Press: 1982) P .53.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালী জেলাঃ তথ্যসারণী ও মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

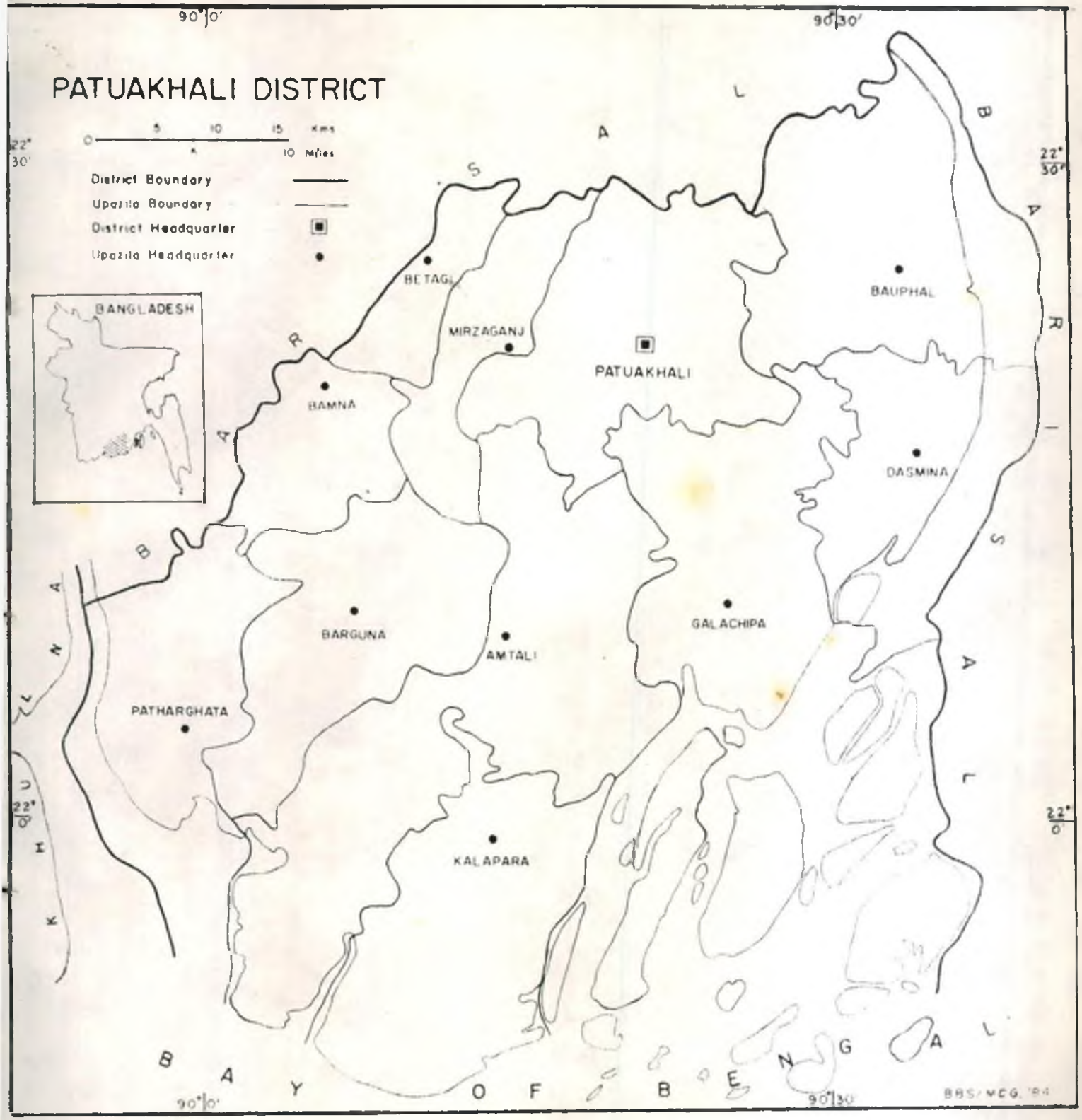

Dhaka University Institutional Repository

১.০ পটুয়াখালী জেলা : তথ্য সারণী

১.১ শিক্ষিতের হার

(শতকরা হিসাবে)

	সাধারণ শিক্ষা	বয়স্ক শিক্ষা
পটুয়াখালী জেলা	৩০.৭	৩৭.৫
জাতীয় ভিত্তি	২৩.৮	২৯.৩

১.২ ৫ বৎসরের উর্দ্ধে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

(শতকরা হিসাবে)

পটুয়াখালী জেলা	জাতীয় ভিত্তিতে	প্রাথমিক স্কুল		মাধ্যমিক স্কুল		মহাবিদ্যালয়	মাদ্রাসা
		পটুয়াখালী	জাতীয়	পটুয়াখালী	জাতীয়		
২১%	১০%	১৫%	৫%	৪%	১%	১%	২%

Dhaka University Institutional Repository

১·৩ পটুয়াখালী জেলার মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কলেজ	মাদ্রাসা
৯১৭	২৫৭	১৩	২১০

১·৪ ধর্মের ভিত্তিতে পটুয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যা হিসাব

(শতকরা হিসাবে)

মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খৃষ্টান
৯০·৩%	৯·৪%	০·২%	•—

১·৫ মাতৃভাষার ভিত্তিতে পটুয়াখালী জেলার জনসংখ্যার শতকরা হিসাব

বাংলা ভাষা	উপজাতীয় ভাষা (রাকাইন)
৯৯·৭%	০·২৯%

• শতাংশের নগণ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

২.০ পটুয়াখালীর রাকাইন অঞ্চলের পরিসংখ্যান

২.১. পটুয়াখালীর রাকাইন অঞ্চল ও ধর্মের নিরিখে জনসংখ্যার শতকরা হার - ১৯৮১ ।

রাকাইন অঞ্চল : উপজেলা:	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ (রাকাইন)	খৃষ্টান	অন্যান্য
আমতলী	২২৫৮৯৭	৯২.২% ২০৮১৯০	৭.১% ১৬০২৪	০.৭% ১৬৫৬	-	-
বরগুণা	১৯৪৬৭০	৯১.৭% ১৭৮৫৬৬	৮.২% ১৫৯৩৭	০.১% ১৩৪	-	-
গলাচিপা	২৬৮০৭৬	৯১.৬% ২৪৫৩৬০	৮.৪% ২২৫৭৩	০.০২% ৭৬	-	-
কলাপাড়া	১২৪৩৬২	৯১.৬% ১১৩৮৭৮	৬.৯% ৮৬১৫	১.৪% ১৭২৩	০.১% ১১৫	-

৮,১৩,০০৫

এ ছাড়া পটুয়াখালী শহরে ৩৬জন, বাউফল উপজেলায় ২৬জন, বামনা উপজেলায় ৯ জন ও বেতাগী উপজেলায় ৮ জনসহ মোট আরও ৭৯জন রাকাইন পটুয়াখালীতে আছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

২.২. ভূখন্ডের আয়তন - ১৯৮২

(আয়তন বর্গমাইলে)

উপজেলা	মোট আয়তন	চাষযোগ্য জমি	সংরক্ষিত বনভূমি	চর	খাস জমি	নদীর আয়তন	আবাদযোগ্য পতিত জমি
আমতলী	২৫১.০০	১৬৩.৬৬	১১.৯৪	২১.৭২	০.৪৩	৪৩.৪৪	১.৮১
বরগুনা	১৪৪.০০	১৩৮.৬৬	৩.০০	০.৮৭	০.১৯	—	১.২৮
গলাচিপা	৫২৪.০০	৩৬৪.৩৮	১৬.৪৪	৪.৮৭	৩২.৮০	৯৬.৮৭	৮.৬৪
কলাপাড়া	১২০.০০	৮৮.৭১	৭.৯২	৩.৩৬	৬.৯০	১২.১১	১.০০

২.৩. জনসংখ্যার পেশাগত শ্রেণী বিন্যাস (১০ বছরের উর্দ্ধে) ১৯৮১

('০০০' অংকে)

উপজেলা	মোট জনসংখ্যা	বেকার	গৃহস্থালী	কৃষি		প্রস্তুতকরণ	ব্যবসায়	অন্যান্য
				আবাদ কার্য	আবাদ ভিন্ন			
আমতলী	১৪২.৬	২৯.২	৬৬.১	৩৪.৩	০.৮	০.২	৪.০	৮.০
বরগুনা	১২৬.৯	২৮.২	৫১.০	৩১.২	১.০	০.৭	৬.৪	৮.৪
গলাচিপা	১৬৮.৫	২৯.১	৭২.৭	৪৬.৮	৩.২	০.৫	৬.৭	৯.৫
কলাপাড়া	৭৫.৫	১৫.৯	৩০.৭	১৭.০	১.৩	০.৫	৩.৬	৬.৫

২.৪. দুর্যোগ সংকুল এলাকার বন্টন

(ভূপৃষ্ঠ : শতাংশে)

উপজেলা	লবনাক্ততা	বন্যা	জলোচ্ছাস
আমতলী	-	২	৩০
বরগুনা	-	-	৪০
গলাচিপা	১০	৫	৮০
কলাপাড়া	-*	-	৯৫

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত কলাপাড়া উপজেলার লবনাক্ততা সম্পৃক্ত তথ্য বাস্তব অভিজ্ঞতায় সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না ।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫. কৃষিজোতের রায়ত ওয়ারী সংখ্যা ও এলাকা - ১৯৭৭

(আয়তন : একর)

উপজেলা	মোট কৃষি জোত		মালিকী জোত		বর্গা জোত		মালিকী-বর্গজোত	
	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
আমতলী	১৫২৯৭	১৩৩২৪৩	৫১৪১	৪৬২২৯	১২	৬৪	১০১৪৪	৮৬৯৫০
বরগুনা	১১৩৬৭	৫৯৩৪৯	৩৬৮২	১৮৬৪৭	২০	৭৮	৭৬৬৫	৪০৬২৪
পলাচিপা	২৩৬৩৭	১৯০১৫৩	৪৪০৪	৩১১২৫	৯২	৭০৫	১৯১৪১	১৫৮৩২২
কলাপাড়া	৭২৩৫	৬০৮০১	১৬৮৯	১৩৩১১	৬৬	২৮৯	৫৪৮০	৪৭২০০

২.৬. কুটির শিল্পের পরিসংখ্যান-১৯৮২

(মূল্য লক্ষ টাকায়)

উপজেলা	সংখ্যা	নির্ধারিত বিনিয়োগ	নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা			ব্যবহৃত কাঁচামাল	উৎপাদন ব্যয়	বিক্রয় মূল্য
			ভাড়াটিয়া	পরিবার সদস্য	মোট			
আমতলী	-	-	-	-	-	-	-	-
বরগুনা	৬৯৬	২৬.৪	৩১১	২৯১৯	৩২৩০	৪৮.১	৬০.৯	১০৩.২
পলাচিপা	৮৪০	৮৬.০	৩৯০	২২৩১	২৬২১	১১৭.৫	১৪৪.২	২৪৪.২
কলাপাড়া	-	-	-	-	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

২.৭. হস্তচালিত তাঁত শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা- ১৯৭৮

উপজেলা	মোট	পরিবারের সদস্য	তাঁতীয়া		
			নিয়মিত	অনিয়মিত	মোট
আমতলী	১১৫	৭৫	২০	৩০	৫০
বরগুনা	১৯০	১২৫	৩৫	৩০	৬৫
গলাচিপা	১১৫	১০০	১০	৫	১৫
কলাপাড়া	৩৪০	২৫০	৫০	৪০	৯০

২.৮. বয়স্ক শিক্ষার শতকরা হার - ১৯৮১

	সমগ্র এলাকা			পল্লী			শহর		
	উভয় লিংগ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিংগ	পুরুষ	মহিলা	উভয় লিংগ	পুরুষ	মহিলা
পটুয়াখালী জেলা	৩৭.৫	৪৮.৬	২৬.১	৩৬.১	৪৭.১	২৫.১	৫০.৬	৬১.৬	৩৬.৬
বাংলাদেশ	২৯.৩	৩৯.৭	১৮.০	২৫.৫	৩৫.৯	১৫.৩	৪৮.২	৫৮.০	৩৪.১

টীকা : ১৫ বৎসর ও তদুর্ধ বয়স সীমার জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই হার নিরূপিত ।

২.৯. স্ত্রী পুরুষ ভেদে শিক্ষিতের সংখ্যা এবং সাধারণ শিক্ষার হার- ১৯৮১

উপজেলা	শিক্ষিতের সংখ্যা (৫ বৎসর উর্ধ)			সাধারণ শিক্ষার হার		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
আমতলী	৪৬৪০০	২৯৮৬৪	১৬৫৩৬	২৫.৪	৩২.২	১৮.৩
বরগুনা	৪৯৪০২	৩০৫৮৫	১৮৮১৭	৩০.৯	৩৭.৭	২৩.৯
গলাচিপা	৫৬২৬৭	৩৭৪৮৭	১৮৭৮০	২৬.১	৩৩.১	১৮.৪
কলাপাড়া	২৯৬৯৮	১৮৯৭০	১০৭২৮	২৯.৮	৩৬.৫	২২.৬

Dhaka University Institutional Repository

২·১০. প্রাথমিক বিদ্যালয় : শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা - ১৯৮২

উপজেলা	প্রাথমিক স্কুল	শিক্ষক		ছাত্র-ছাত্রী	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
আমতলী	১০৭	৪৪০	২২	১৩,৯৮৯	১০,৯৬৫
বরগুনা	১০৭	৪৬৬	২৪	১১,৩৩৫	১০,০৬৫
পলাচিপা	১২৬	৪৭৬	৩৮	১৬,৭৫৪	১২,৪৮৭
কলাপাড়া	৬৪	১৮৩	১২	৭,৮৬১	৭,৩২৮

২·১১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা - ১৯৮২

উপজেলা	মাধ্যমিক স্কুল	শিক্ষক		ছাত্র-ছাত্রী	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
আমতলী	৩১	২৮৯	২	২,৯৮৯	১,৪২৬
বরগুণা	৩৬	৩৩৬	২৮	৬,৫১৭	২,৫৪৬
পলাচিপা	২৯	২৫০	-	৬,২২৫	২,০৭৫
কলাপাড়া	১৫	১৩৯	৬	২,৭৩০	৭৭৮

২·১২. মহাবিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১৯৮২

উপজেলা	মহাবিদ্যালয়	শিক্ষক		ছাত্র-ছাত্রী	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
আমতলী	১	১৩	১	৩০৬	৪১
বরগুণা	১	১৭	১	৭২১	১২৬
পলাচিপা	১	১৪	-	৬৩৩	৩০
কলাপাড়া	১	১৫	-	৩৫৩	৫১

Dhaka University Institutional Repository

২·১৩. স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি

উপজেলা	উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প		দাতব্য চিকিৎসালয়	মিশনারী হাসপাতাল		অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র	
	সংখ্যা	বেড সংখ্যা		সংখ্যা	বেড সংখ্যা	সংখ্যা	বেডসংখ্যা
আমতলী	১	৩১	৩	–	–	১	১০
বরগুণা	১	৩০	৩	–	–	–	–
গলাচিপা	১	৩১	৪	–	–	৩	–
কলাপাড়া	১	২০	১	–	–	–	–

২·১৪. ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সংখ্যা – ১৯৮২

উপজেলা	মোট	এম, বি, বি, এস	এল, এম, এফ	ন্যাশনাল	হোমিওপ্যাথ
আমতলী	৬	৪	–	–	২
বরগুণা	৬	৩	১	–	২
গলাচিপা	১৮	৯	৭	–	২
কলাপাড়া	১৫	৬	২	১	৬

২·১৫. ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস ও অন্যান্য সরকারী অফিসের সংখ্যা-১৯৮২

উপজেলা	ডাকঘর শাখাসহ	টেলিগ্রাফ অফিস	ডাক বাংলো ও রেষ্ট হাউস	অন্যান্য সরকারী অফিস
আমতলী	৩৩	১	২	৫০
বরগুণা	১৯	১	৪	২৯
গলাচিপা	২৪	৩	১	২৫
কলাপাড়া	১১	১	৬	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২·১৬. বিভিন্ন ধরণের অপরাধের সংখ্যা - ১৯৮২

উপজেলা	অস্ত্র আইন	ডাকাতি	রাবারী	বার্গলারী	চুরি	খুন	দাংগা	ধর্ষণ	অন্যান্য	মোট
আমতলী	১	২	২	৭	১	৫	৪	-	৩৫	৫৭
বরগুণা	১	৭	২	২৩	৩	৫	১৭	-	৪৯	১০৭
পলাচিপা	২	২	১	৯	৪	৫	১৮	১	৩০	৭২
কলাপাড়া	-	২	-	৩	-	৩	১	-	৪৬	৫৫

উৎস : সুপারিয়েন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, পটুয়াখালী ।

২·১৭. বিভিন্ন ধরণের অপরাধের সংখ্যা - ১৯৮৩

উপজেলা	অস্ত্র আইন	ডাকাতি	রাবারী	বার্গলারী	চুরি	খুন	দাংগা	ধর্ষণ	অন্যান্য	মোট
আমতলী	১	২	২	৪	-	৩	-	-	২৩	৩৮
বরগুণা	-	-	-	৪	১	-	-	-	১৬	২১
পলাচিপা	-	৩	২	৫	৩	৩	৫	-	১০	৩১
কলাপাড়া	-	৩	-	৬	২	২	৩	-	২১	৩৭

উৎস : সুপারিয়েন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, পটুয়াখালী ।

২·১৮. পল্লী বিদ্যুতায়নে অগ্রগতি ও আনুষাংগিক সুবিধাদি- ১৯৮২

(অংক)

উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	থানা	গভীর নলকূপ	পাওয়ার পাম্প	ক্ষুদ্র শিল্প	বৃহৎ আয়তনের শিল্প
আমতলী	১	১	১৭০	-	-	-	-
বরগুণা	১	১	২৯৯	-	-	-	-
পলাচিপা	-	-	-	-	-	-	-
কলাপাড়া	১	১	৫০৮	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

২.১৯. পাকা, সেমিপাকা ও কাঁচা রাস্তার আয়তন - ১৯৮২

উপজেলা	পাকা	সেমিপাকা	কাঁচা
আমতলী	১	১	৭০০
বরগুণা	১১	১	৬১
গলাচিপা	১৩	৮	৩৫
কলাপাড়া	৭	৩	২১০

২.২০. বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বাঁধ

উপজেলা	সি এন্ড বি	আর এন্ড এইচ	ডি সি	টি সি	ইউ সি	অন্যান্য	মোট
আমতলী	-	-	-	-	-	১২০	১২০
বরগুণা	-	-	-	১৫	২	১১৬	১৩৩
গলাচিপা	৩৫	-	-	-	-	-	৩৫
কলাপাড়া	-	-	-	-	-	২৪৫	২৪৫

২.২১. ষ্টীমার ও লঞ্চ ঘাট এবং বাস ষ্ট্যান্ডের সংখ্যা - ১৯৮২

উপজেলা	ষ্টীমার / লঞ্চ ঘাট	বাস ষ্ট্যান্ড
আমতলী	২৫	-
বরগুণা	১০	-
গলাচিপা	২২	-
কলাপাড়া	১১	-

Dhaka University Institutional Repository

২.২২. বাস, ট্রাক, অটোরিক্সা ও রিকসার সংখ্যা -১৯৮২

উপজেলা	বাস	ট্রাক	অটো রিক্সা	রিকসা
আমতলী	-	-	১	৩
বরগুণা	-	-	৫	৩৪৩
গলাচিপা	-	-	-	৭৪
কলাপাড়া	-	-	-	৪৫

২.২৩ নৌকা ও ঘূর্ণি ঝড় কেন্দ্র

উপজেলা	নৌকা	বহন ক্ষমতা (মনে)	ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র	ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র (শাখা)	নদী
আমতলী	৬৬৫	১৪	১০	-	১৩
বরগুণা	৪৩৫	২৪	৮	-	৩
গলাচিপা	১৯০	২৫	৩১	১৮	২৫
কলাপাড়া	১১২	৫১	১১	-	৪

২.২৪. জেলা সদর হতে উপজেলা সদরে একমুখী যোগাযোগ

পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় হতে	যোগাযোগের মাধ্যম			
	যাত্রার প্রারম্ভিক বাহন	পরবর্তী বাহন (যদি থাকে)	তৎপরবর্তী বাহন (যদি থাকে)	মোট সময় ব্যয় (ঘন্টায়)
আমতলী	লঞ্চ	লঞ্চ	লঞ্চ	৫
বরগুণা	লঞ্চ	রিক্সা	-	৬
গলাচিপা	লঞ্চ অথবা ষ্টীমার	রিক্সা	-	৪
কলাপাড়া	-ঐ-	-	-	৮

Dhaka University Institutional Repository

২.২৫। বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা ও তার একাউন্ট সংখ্যা

উপজেলা	শাখার সংখ্যা	একাউন্ট সংখ্যা			
		সঞ্চয়ী আমানত	চলতি আমানত	স্থায়ী আমানত	স্বল্প মেয়াদী আমানত
আমতলী	৫	৪০৭৯	৩২৭	৭২	১৫
বরগুণা	১২	১৩৯৩২	২৫৩৮	৪০০	৪৫
গলাচিপা	৫৩	৭৬৬৮	৩৪৩	৮৪	৬
কলাপাড়া	৮	৮০৭২	১২১৯	১১০	৯

টীকা : ১৯৮২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের উল্লেখিত চিত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ঃ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

৫·১ পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ঃ ভৌত ('Physical') পরিচয়

বাঙালীরা ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রায় সকল পরিচিত নৃগোষ্ঠী, প্রধাণতঃ নিষাদ-ভেড্ডিড, মঙ্গোলীয়, আর্য, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতির সংমিশ্রণজাত একটি শঙ্কর জাতি হলেও তাদের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে এদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করছে রাকাইনদের মত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ('micro-races')।[১]

অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে বিভিন্নজন মিলে মিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে।[২] নিষাদভেড্ডিড, মঙ্গোল, ইন্দো-আর্য, শক-পামিরীয়, মালব, চোড়, খাস, হূণ, কুলিক, লাট, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাক দ্বীপী, তুর্কী, হাবসী, মগ প্রভৃতি অসংখ্য রক্তধারার জনমানুষের সম্মিলিত জনসত্তা বাঙালী জাতি।[৩] শঙ্কর বাঙালী জনসত্তা পরিগ্রহ করেছে এক নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক রূপ ও পরিচয়[৪] যার নিরিখে তারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত এদেশের রাকাইনদের সাথে একীভূত হয়নি।

পটুয়াখালীর রাকাইনরা মঙ্গোলীয় মহানৃগোষ্ঠীভুক্ত এক ক্ষুদ্র জনসমাজ। মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে তিব্বত, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বাঙালাদেশের পার্বত্য এলাকায়ও শাখা বিস্তার করেছে মঙ্গোলীয়রা। চাকমা, মার্মা, মুরং, খুমি, সেন্দুজ, বনযোগী, পাঙ্গো, টিপরা, কুকী, গারো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এই শাখাভুক্ত।[৫]

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী ('Mongoloid') বা খাড়া চুলের ('Leiotrichi') নৃগোষ্ঠীর মানুষদের চুল হয় সোজা, খড়খড়ে ও কালো। মাথার আকার হয় সাধারণতঃ গোল। নাক মাঝারী হতে চ্যাপ্টা, তবে নিগ্রোয়েডদের মত মাংসল নয়। চোখের উপরের পল্লব ঝুলে থাকে সামনের দিকে। চোখের পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ, যাকে বলা হয় এপিক্যানথিক ফোল্ড ('Epicanthic fold') কিন্তু নাকের গোড়া অক্ষিকোটর থেকে যথেষ্ট উন্নত নয়, কিন্তু কপোল-তলের হাড় প্রশস্ত ও উন্নত বলে মুখ দেখে মনে হয় সমতল।

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গোলীয় অবয়ব

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গোলীয় অবয়ব (পটুয়াখালীর রাঙ্গাইন সম্প্রদায়)

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর বিশ্ব মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গোলীয়দের দাড়ি, গোঁফ থাকে না বললেই হয়। চোখ ধূসর বা গাঢ় ধূসর। গায়ের রঙ পীতাভ বা পীতাভ-বাদামী। কান্তি দীর্ঘ ও বিস্তৃত হলেও পা খাটো বলে এদের খর্বাকৃতি দেখায়।[৬] বাঙালীদের শঙ্কর বৈশিষ্ট্যের সাথে মঙ্গোলয়েডদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে সমতুল করা যায় না। মাঝারী দেহ-প্রকৃতির বাঙালীরা নৃতাত্ত্বিকভাবেই আলাদা। বাঙালীদের সাধারণ মাথার গড় আকার লম্বাও নয়, গোলাকারও নয়। নাক লম্বাও নয়, চ্যাপ্টাও নয়। বাঙালীরা দীর্ঘাঙ্গীও নয় খর্বাকৃতিও নয়। চোখের পল্লব সুষম, ভাঁজ সুচারু।

বাঙালী চেহারা প্রকৃতি

কপোলতলের হাড় মধ্যআঙ্গিকের। চুল খাড়াও নয়-মধ্য প্রকৃতির। বাঙালীদের দাড়ি গোঁফ থাকে। চোখ কালো। গায়ের রঙ শ্যামলা। এই সব বৈশিষ্ট্যে বাঙালীরা পাঁচ মিশালী হয়েও স্বতন্ত্র এবং এই অর্থে মঙ্গোলীয়দের চাইতে পৃথক। পার্থক্য খোলা চোখেই স্পষ্ট বলে একজন মঙ্গোলীয় রাখাইন একজন বাঙালী হতে নিজেকে পৃথক ভাবে এবং একজন বাঙালীও সে অর্থে ঐ রাখাইনের সাথে নিজেকে একাকার বা 'অনুরূপ' ভাবে না।

৫'২. পটুয়াখালী রাখাইন সম্প্রদায়: সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব

ক. পূর্বলেখ

নৃতত্ত্বে সংস্কৃতি প্রত্যয়টি অনেক পরিব্যাপ্ত এবং মানুষের সৃষ্ট অন্তসত্তা ও বহির্সত্তা সম্পূর্ণতঃই এর অন্তর্ভুক্ত।[৭] দলবদ্ধ সামাজিক মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপে সংস্কৃতির প্রতিফলন হয় ত্রিমাত্রিক।[৮] প্রথমতঃ

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সম্পর্ক যা ব্যক্তি মানুষ ও দলীয় অবস্থানে তার পরস্পর সম্পর্কিত অধিকার ও কর্তব্য, প্রত্যাশা ও বাধ্যবাধকতাকে ('expectations and obligations') প্রতিফলিত করে । দ্বিতীয়তঃ দলীয় আচরণের একটি স্বীকৃত আচরণ ধারা ('a system of group conduct') —যা পরিস্থিতি বিবেচনায় মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আদর্শের নির্দেশনা দেয় । তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগত অনুধাবন ও আচরণের ('individual cognition and behaviour') একটি প্রণালী— যা কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে তা নির্দেশ করে । সামগ্রিকভাবে গৃহায়ন, লোকাচার, ধর্ম, ভাষা , শিক্ষা, পরিবার ও বিবাহ প্রথা এবং উত্তরাধিকারসূত্র প্রভৃতিতে সংস্কৃতির এই তিনটি মাত্রার প্রক্ষেপণ লক্ষ্য করা যায় । পটুয়াখালীর রাকাইনদের সংস্কৃতিগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য একারণেই এই তিনটি মাত্রায় অনুসন্ধান করে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে এ জনগোষ্ঠীর লক্ষণগুলোকে সনাক্ত করা প্রয়োজন ।

খ. গৃহায়ন ও লোকাচার

নদীর পাড় ও সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে সমতল ভূমিতে পটুয়াখালীর রাকাইন জনবসতি গড়ে উঠেছে । যুথবদ্ধভাবে পাশাপাশি তাদের ঘর বাড়ী । যা সমষ্টিগতভাবে এক একটি পাড়া হিসাবে গড়ে উঠেছে । পূর্ব পুরুষের কারু নামে পত্তনী নেয়া এই পাড়ায় পাড়ার নেতার (মাতব্বর) অনুমতি সাপেক্ষে ঘর তুলতে হয় । এর ফলে এক একটি পাড়া অত্যন্ত ঘন বসতি পূর্ণ । প্রতিটি বাঙালী হিন্দু বা বাঙালী মুসলমানদের ঘর বাড়ির সামনে ও পেছনে যেমন যথেষ্ট জায়গা থাকে উঠোন বা বাগান করার জন্য— তা তাদের নেই । প্রতিটি বাঙালী হিন্দুর বাড়ীর সামনে যেমন ফুলের বাগান, তুলসীতলা, নাটমন্দির ইত্যাদি থাকে রাকাইনদের এককভাবে তেমনটি নেই । প্রতিটি পাড়ায় সার্বজনীন বৌদ্ধ মন্দির, পাঠশালা, বড় বড় পুকুর, বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদি রয়েছে । যেগুলো সবই সার্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য । তবে পুকুরের পানিতে নামার নিষেধ আছে । এতে পবিত্রতা নষ্ট হয় । পুকুর পাড়ে বসে পাত্রে তুলে জল ব্যবহার করতে হয় ।

রাকাইনদের বাড়ী-ঘরগুলো স্থানীয় বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুদের বাড়ি-ঘরের স্টাইল বা স্থাপত্য থেকে আলাদা ধাঁচের । অন্যান্য অনেক মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মতোই এরাও মাচা পেতে ঘর তৈরী করে বসবাস করে । তবে শ্রেণীভেদে এদের কারো ঘর গোল পাতায় আচ্ছাদিত আবার কারো ঘর টিনে আচ্ছাদিত । তবে ষাটের দশকের আগে সাধারণত ঢেউ টিনের স্থলে টালি দেখা যেতো । এ অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কারণে টালির ব্যবহার উঠে গেছে । যাইহোক অনেক দূর থেকেই বোঝা যায় এটি একটি রাকাইন পাড়া ।

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায় তাদের সাদামাটা সরল জীবন-যাপনে নানা পালা-পার্বণে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের জন্ম বার্ষিকী, মাঘী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব রয়েছে। তা ছাড়াও বিবাহ, শিশুর নামকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, গৃহ প্রবেশ, নবান্ন ইত্যাদি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

রাকাইনরা আনন্দ-উৎফুল্লতা অত্যন্ত পছন্দ করে। কারো সংগে দেখা হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অভিবাদন জানায় ও মৃদু হেসে কুশল বিনিময় করে। যা তাদের স্বভাবের অনুর্গত। বড় বড় উৎসবগুলোতে রাকাইন কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বলতার বন্যা বয়ে যায়। তারা তখন দল বেঁধে নাচে-গানে আনন্দ-উৎসবে মুখরিত করে তোলে। এরা আরও পছন্দ করে অতিথি আপ্যায়ন। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় উৎসব ও লৌকিক উৎসব গুলোতে, কিংবা কোনো কোনো পালা পার্বনে বা বাড়ীতে অতিথি এলে এরা নানা বর্ণময় সুস্বাদু নক্সী পিঠে বানিয়ে অতিথি ও পাড়া প্রতিবেশীদের খাওয়াতে পছন্দ করে। তাদের লোকজ ঐতিহ্য এসব পিঠায় নক্সা আকারে চিত্রিত হয়। হেমন্তে দেখা যায় রাকাইন পাড়ার নতুন বিন্নী ধানের গুড়ি কোটার ধুম পড়ে যায়। রাকাইন মেয়েরা মনের আনন্দে তখন পিঠে বানাবার প্রতিযোগিতায় লেগে যায়।

রাকাইন পুরুষরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। সাধারণতঃ ফতুয়ার উপরে লুঙ্গি পরে এরা। বাঙালী হিন্দু বা মুসলমানরা যেমন লুঙ্গির উপরে জামা পরে রাকাইনরা তা পরে না। তারা বরং ফতুয়ার উপরেই গুছিয়ে পিট বেঁধে লুঙ্গি পরা পছন্দ করে। এরা এ ছাড়াও মাথায় পাগড়ী পরে। পাগড়ী তাদের ঐতিহ্যের প্রতীকও বটে।

রাকাইন মেয়েরাও লুঙ্গি পরে। হাতে বোনা বা বাটিক কাজ করা বর্ণময় নক্শা আঁকা এ সব লুঙ্গি দেখতে ভারী চমৎকার। লুঙ্গির উপরে এরা ব্লাউজ পরে। এ ছাড়াও মেয়রা হাতে, কানে, গলায়, নাকে, কোমরে ও পায়ে গয়না পরা এবং বিভিন্ন ধাঁচের খোঁপা বাঁধা ও খোঁপায় তাজা ফুল গোঁজা খুব পছন্দ করে। মূলতঃ রাকাইন মেয়েরা পরিপাটিভাবে সাজ গোজ করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে খুবই ভালবাসে। এটি তাদের স্বভাবজাত ঐতিহ্য। এ ছাড়াও রাকাইন মেয়েরা বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের মতো পায়ে নক্সী এঁকে আলতা পরা, কপালে টিপ পরা এবং পান মুখে ঠোঁট লাল করা পছন্দ করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাকাইন শিশুদের প্রথম পাঠ বা হাতে খড়ি এবং ধর্মীয় শিক্ষাচার পালিত হয় বৌদ্ধ মন্দিরে। পুরুত ঠাকুর বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে। এসময় বেশ কিছুদিন এইসব শিশুরা মন্দিরে অবস্থান করে।

বাঙালী হিন্দুদের মতো রাকাইন সমাজে কোনো লোক মারা গেলে তাকে চিতায় পোড়ানো হয়। প্রথমতঃ আত্মীয় পরিজনদের খবর দেয়া হয়। তারপর সবাই এসে পৌঁছালে মৃতকে সুগন্ধি সাবান ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে মুসলমানদের মতো স্নান করানো হয় ও চিতায় তোলার জন্য সাজানো হয়। এ সব মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন সাধ্যমত দান-দক্ষিণা করেন। অতঃপর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় তোলা হয়। মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তার চিতায় তিন সুর কাঠ সাজানো হয়, আর যদি মহিলা হয় তবে চার সুরে কাঠ সাজানো হয়। এরপর বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ঠাকুর (পুরহিত) মৃত ব্যক্তির মাথার পাগড়ি ধরে মন্ত্র পাঠ করে তার আত্মার শান্তি কামনা করেন। এ সময় চিতার চারপাশের লোকজনও মন্ত্র পাঠ করে সুগন্ধি জল ছিটায়। এ সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকট আত্মীয় প্রথমে মুখাগ্নি করেন। পোড়া শেষে সবাই নদীতে স্নান করে যার যার বাড়ী চলে যায়।

চিতা নিতে গেলে পোড়ানো ছাই মাটি চাপা দিয়ে ওখানে বাঁশ পোতা হয় এবং বাঁশের মাথায় সাদা কাপড়ের নিশান ওড়ানো হয়। সাতদিন বাদে তার নিকট আত্মীয়রা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে তার নামে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে এবং গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়।

পটুয়াখালীর রাকাইনদের গৃহায়ন ও লোকাচারের ক্ষুদ্র ঘটনানিচয়ের প্রাত্যহিকতায় একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জাতি-পরিচয়ই অভিব্যক্ত। রাকাইনরা ধর্ম বিচারে বৌদ্ধ এবং নৃগোষ্ঠী বিচারে মঙ্গোলীয়-একারণে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের দৈনন্দিন তুচ্ছতায় কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও মূলগতভাবে পার্শ্ববর্তী বাঙালীদের সাথে তাদের পার্থক্য রয়েছে। কারণ তারা কেবল বাঙালী নন, মুসলমানও। ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্য একেত্রে উপরি কাঠামোগত ('superstructural') হলেও মনোগত ঐক্যের সূত্রে অবকাঠামোগত ('infrastructural') পরিবর্তন সূচনার জন্য এই আচার প্রকৃতিতেও সহাবস্থানের সত্যতাকে স্বীকার করে নেয়ার প্রশ্ন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ধর্ম

পটুয়াখালীর রাকাইনরা শতকরা একশভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । এরা বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রীয় শিষ্টাচারই পালন করে থাকে । যদিও কক্সবাজার,রামু ও বান্দরবন অঞ্চলের রাকাইন বা মগরাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তথাপি আরাকানের কাছাকাছি কক্সবাজার ও বান্দরবনের পাহাড়ীয়া রাকাইনদের মাঝে নানা অনকর সমাজের সংস্কার রয়ে গেছে । যা কি না পটুয়াখালীর উপকূলীয় রাকাইনদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়না ।

অনকর আদিবাসী সমাজে ধর্মের নামে বিচিত্র সংস্কার,আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায় । কেননা,আদিবাসী সমাজে ধর্মের নামে আত্মা-প্রেতাত্মা,অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং অতি মানবে বিশ্বাসই হলো ধর্মের মূলমন্ত্র । পূর্ব পুরুষ,প্রকৃতি পূজা, বিশেষ বস্তুতে ভক্তি ('fetishism') সুপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা আড়ম্বর ও অনাড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে আদিবাসীদের জীবনের অংশ । নানা পার্বণ, নানা উৎসবে তারা তাদের এই ধর্মীয় আচার পালন করে ।

পটুয়াখালীর রাকাইনদের সুগোত্রীয় পার্বত্য চট্টগ্রামের রাকাইন বা 'মেমাদের' মধ্যে প্রাক অকরযুগ বা অনকরযুগের বিশ্বাস-ব্যবস্থার ('belief system') অনেক স্বচ্ছ চিত্র লক্ষ্য করা যায় । পার্বত্য চট্টগ্রামের রাকাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বুদ্ধদেবের অনুশাসনের অনুবর্তী-সর্বপাপ বর্জন কুশল কর্মাদি অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্মলতা সাধন,এবং মায়ামুক্তি বা নির্বাণের সাধনায় তারা বিশ্বাসী । তবু তাদের জীবনেও রয়েছে টোটিমিজম ('Totemism')—পূর্বপুরুষদের বাসভূমির নামে গোত্রের নামকরণে যা সপ্রমাণ হয় । রয়েছে স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ণয়, ভাগ্যে বিশ্বাস এবং জড়বাদে ভক্তি । কিন্তু পটুয়াখালীর রাকাইনদের মধ্যে প্রাক-অকরযুগের এই ধর্মাচার অপসৃত হয়েছে । সম্ভবতঃ পরিপার্শ্বের জনগোষ্ঠীর ক্রমাগতঃ বিশ্বাস-বিমোচন এবং বাস্তবতা-প্রত্যাশী ধর্মানুগত্যের রীতি-নীতি পটুয়াখালীর রাকাইনদের প্রভাবিত করে থাকবে । পটুয়াখালীর রাকাইনরা বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে পার্বণিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন করে এবং এসব অনুষ্ঠানে প্রাক-অকর-যুগের অনুভূতি-বিমিশ্র নয় । বার্মার নিম্নাঞ্চল বা কক্সবাজার-রামুর রাকাইন সংস্কৃতি পরিহার করে পটুয়াখালীর রাকাইনরা ধীরে ধীরে পরিশ্রুত বৌদ্ধ ধর্মানুশাসনের অনুবর্তী হয়েছে । বিশ্বাস ব্যবস্থার ('belief system') নিরিখে তাদের এ পরিবর্তন কার্যতঃ প্রাক-অকর যুগ হতে অকরযুগে বিবর্তন ।

Dhaka University Institutional Repository

অগুস্ত কোঁতে ('Auguste Comte ') মানুষের বিশ্ব-বীক্ষার('World view ') বিকাশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এ যেন তেমনি বিকাশ। তাঁর ধারণায় মানুষের জ্ঞানের আদি যুগ ধর্মীয় যুগ যে যুগে রহস্যের ব্যাখ্যায় মানুষ অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় যুগ দার্শনিক যুগ যে যুগে দার্শনিক চরম কারণ বা চরম সত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে মানুষ জগতের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছে – যে যুগ ধর্মীয় যুগেরই প্রকরণ বা প্রক্ষেপণ। জ্ঞানের তৃতীয় বা শেষ যুগ তাঁর মতে পজিটিভিজম বা দৃষ্ট প্রকৃতির যুগ যে যুগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃষ্ট প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুকে জগতের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা হয় না।[৮]

রাক্কাইনরা বাঙালীদের সংস্পর্শে বা নিজস্ব বিকাশ ধারায় তাদের বিশ্ব বীক্ষায় কি গুণগত পরিবর্তন সূচনা করতে পারবে তা ভবিষ্যতে প্রশ্ন, তবে বর্তমান অভিজ্ঞতা এই যে তারা বিবর্তনের ফলশ্রুতি, বিবর্তনেরই পরিণাম যা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী বিকশিত জনগোষ্ঠীর পরিণামের সাথে সাদৃশ্য খুঁজতে পারে। তবে ধর্ম প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রচনা ও রক্ষার ক্ষেত্রে রাক্কাইনদের জন্য সমস্যা বয়ে এনেছিল, সাম্প্রতিক ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। যতই দার্শনিক বা দৃষ্ট প্রকৃতির যুগে রাক্কাইন ধর্মের উত্তরণ আমরা লক্ষ্য করি না কেন, সংখ্যা লঘু এ সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রাকৃতিক আনুকূল্য পায়নি। পাকিস্তান আমলে এদেশের সাথে ভারত ও বার্মার সুসম্পর্ক ছিল না বলে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২৩ বছর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাক্কাইনগণ বার্মায় গিয়ে আত্মীয় পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ বা বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ভারতে অবস্থিত তাদের তীর্থস্থান (যথাঃ বুদ্ধগয়া, রাজগীর, সারনাথ ও কুশীনগর) পরিদর্শনের সুযোগ পায়নি। পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, মুসলিম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে প্রেসিডেন্ট পদের অযোগ্য ঘোষণা, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সনে খুলনা ও নারায়ণগঞ্জের সাম্প্রদায়িক দাংগা বৌদ্ধ-রাক্কাইনদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বলে জানা যায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম প্রধান বাঙালীদের আধিপত্যকারী উপস্থিতির পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাক্কাইনদের যথাযথ অবস্থান সম্মান কিভাবে নীমাংসিত হবে তা নিরূপণের বিষয়।

ঘ. <u>ভাষা</u>

রাক্কাইনরা মারমা সংস্কৃতি ও ভাষার সাধারণ উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশে তাদের বসতি গড়ে তোলে। রাক্কাইন ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের চেতনা সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য এক উক্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে যে তা এতই অদম্য যে বাঙালীদের সাথে দীর্ঘ ঐতিহাসিককাল ব্যাপী সংস্পর্শ বজায় রেখেও রাখাইনরা স্বকীয়তা ও সুপরিচয় ('Identity') হারিয়ে ফেলেনি। বরং সাম্প্রতিককালে পার্শ্ববর্তী সম্প্রদায়ের ক্রমাগত চাপের মুখেও তাদের সাথে সন্নিবেশিত থেকেও রাখাইনরা নিজেদের সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও শিক্ষাগত দাবীর উত্থাপনে আগ্রহ, অভিনিবেশ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। [৯] ডিসট্রিকট্‌গেজেটিয়ারে বর্ণিত হয়েছেঃ তাঁরা ব্যাপকতঃই তাদের সনাতন জীবন ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত ভাষা (উপ-ভাষা) পোষাক, খাদ্য এবং বাসগৃহ নির্বাচনে সংরক্ষনশীল। [১০] মনিরুজ্জামান ও মউদুদ-র-সরকারের গবেষণায়ও প্রতিভাত হয়েছে সামাজিক-ভাষাগত তত্ত্বে ('Socio-linguistic theory') এ এক অপ্রত্যাশিত প্রপঞ্চ ('Phenomenon')যে দু'টি নৃগোষ্ঠী বছরের পর বছর পরস্পর সন্নিহিত থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাষাগত আচরণে কোন সম্মিলিনের ('Convergence') কোন উল্লেখযোগ্য চিহ্ন পরিস্ফুট হয়নি এবং বিষয়টি সাংস্কৃত্যায়ন বা বিক্ষেপণবাদে ('acculturation or diffusion') নাস্তিমূলক('antithetical') ব্যতিক্রমকে নির্দেশ করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোট ০'৫% কৌম জনসংখ্যার বৃহদাংশের প্রতিনিধিত্বকারী রাখাইনরা ৯৯'৫% বিশাল বাঙালী জনসংখ্যার অভ্যন্তরে বা প্রান্তে থেকেও সেভাবে প্রভাবিত হয়নি।

মনিরুজ্জামান ও সরকার উল্লেখ করেন, পটুয়াখালীতে আগমনের পর হতে রাখাইনরা তাদের নিজবাসভূমি-বার্মায় বসবাসরত রাখাইনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং ভাষাগত সংরক্ষণবাদিতা অনুসরণ করে মারমা প্রকৃতির ('in Marma character') লিখিত রাখাইন ভাষা তারা প্রায় বাধ্যতামূলক-ভাবে 'কিয়াং' ও গ্রামের 'টোলে' প্রবর্তন করেন। সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার্থেই শুধু বাংলাকে গ্রহণ করা হয় ঐচ্ছিক ভাষা রূপে। বয়স্ক রাখাইন বাঙালীদের মধ্যে ভাষাগত সংমিশ্রণ আলোচনা করতে গিয়ে মনিরুজ্জামান ও সরকার নির্দেশ করেন যে, রাখাইনরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে বরিশালের বাঙলা উপভাষা ভাংগা ভাংগা উচ্চারণে ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ তার প্রত্যুত্তরে বা নিজস্ব যোগাযোগে কখনোই রাখাইন ভাষা আয়ত্ত বা ব্যবহার করেন না। রাখাইন মায়েদের ভাষা পর্যালোচনা করে তাঁরা বলেন, রাখাইন মায়েরা বাঙালী সংস্পর্শে তেমন আসেন না এবং বাঙলা বুঝলেও তারা তা যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। ফলতঃ মায়ের ভাষা শিক্ষার ব্যর্থতার পরিণাম সন্তানকেও এই বিবেচনায় প্রভাবিত করতে পারে যে তাদের মধ্যে ঐ ভাষা শিক্ষার আগ্রহই সৃষ্ট হবে না। নতুন প্রজন্মের রাখাইনদের যে অল্প ক'জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষালাভের আনুকূল্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে বাঙলা ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ ও পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে সেই সাথে তাদের মধ্যে স্বজাত্যবোধের ধারণাও তীব্রতর হয়ে উঠেছে বলে তারা বাঙলা ভাষাকে নিজ সমাজে ব্যাপকতর করা থেকেও সরে আসবে বলে

Dhaka University Institutional Repository

আশংকা করা হয়েছে । রাকাইন-বাঙলা ভাষা পরিস্থিতির সম্পর্কে এই পূর্বাভাস ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে সনাতন সংরক্ষণবাদিতা এবং সুজাত্যবোধ প্রসূত নবজাগৃতি রাকাইন জনগোষ্ঠীকে ভাষাগতভাবে বাঙালীদের সাথে এই মুহূর্তেই একাত্ম করবেনা ।

ঙ. শিক্ষা

পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল একটি শিক্ষাবঞ্চিত জনপদ । সুযোগের অভাবে মূল ভূখন্ডের অপরিহার্য্য ভাষা বাংলা ও ইংরেজী তাদের জন্য সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে ।[১১] রাকাইনদের মধ্যে বাঙলা ব্যবহার বিস্তৃত না হওয়ার অন্যতম মুখ্য কারণ শিক্ষা সুবিধার অভাব । কিছু সৌভাগ্যবান রাকাইন বাখরগন্জের পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল অক্সফোর্ড ও ব্যাপটিষ্ট মিশনে লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু তা সাধারণ সত্য হয়নি— কারণ অর্থনৈতিক কারণে বাড়ী থেকে এতদূরে গিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব নয় । সাম্প্রতিককালে রাকাইন এলাকার আশে-পাশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কারণে সে সুযোগও ব্যাপকভাবে গ্রহণীয় হয়নি । শিক্ষা-বঞ্চনার এই প্রেক্ষাপটে অফিস, আদালতের ভাষা, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ করে দিয়েছে । এই পরিস্থিতিকে আব্দুল মামুদ খান পটুয়াখালীতে রাকাইন জনসংখ্যার দ্রুতপতনের অন্যতম কারণ স্বরূপ সনাক্ত করেছেন ।[১২]

চ. মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি

সংস্কৃতির বিমূর্ত উপাদান জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি যা মানুষের আচরণ শৈলীকে ('style of behaviour') প্রভাবিত করে । কোন জনগোষ্ঠীর বিকাশের ধারণায় মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি কখনো সহায়ক, আবার কখনো প্রতিবন্ধকরূপে প্রতিপন্ন হয় । গুণার মিরডাল, তাঁর 'Beyond the welfare State' গ্রন্থে নির্দেশ করেন, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত শহরের এলিট ও সনাতনপন্থী অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মধ্যেকার বিশাল ব্যবধান, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক অসাম্য উন্নয়নের গুরুতর প্রতিবন্ধক ।[১৩]

প্রধানতঃ কৃষিজীবি গ্রামীণ অশিক্ষিত রাকাইন জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সনাতনী মূল্যবোধ ('Traditionalism') ভাগ্যনির্ভরতা ('Fatalism'), সাংস্কৃতিক জাতিগত অনুঃকেন্দ্রিকতা('Cultural Ethnocentrism') জাতিগত অহংকার ও সম্ভ্রমবোধ ('Pride and dignity'),প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান যা জর্জফষ্টারের মতে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক। [১৪]

গ্রামীণ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের মতো এরাও ওঝার ঝাড়-ফুঁক, বাণ মারা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। এই ধরণের নিয়তিবাদ প্রাচীনকাল থেকেই বংশ পরম্পরায় এদের মাঝে চলে আসছে। নতুন কিছু মানেই পুরাতন কিছু থেকে সরে আসা, যাকে অনেক কৌম জনগোষ্ঠীর মত রাখাইনরাও মনে করে 'বিধ্বস' ('breakdown') । নতুন কোন পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান না করলেও তারা তা গ্রহণ করে সংশয়ের সাথে ('with skepticism') গ্রানাডা, ইতালী সিসিলির গ্রাম সমাজেও অনুরূপ সনাতনী মূল্যবোধের অনুবর্তিতার উল্লেখ করেছেন ফস্টার।

ইতালীর উপন্যাসিক জিওভানী ভেরগা ('Geovanni Verga ') এর '<u>The House by the Medlar Tree</u>' উপন্যাসে বর্ণিত একটি প্রবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ফস্টার :

> "বৃদ্ধেরা যা বলে গেছেন তার সবই সত্য ...
> তোমার পিতৃপুরুষ যা করেছেন তাতেই তুষ্ট থাকো,
> নয়তো তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।" [১৫]

পটুয়াখালীর রাখাইনদের প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করা যায়, বারংবার জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এবং জমির লবনাক্ততা বৃদ্ধির মত দুর্যোগের মুখে সনাতন উপজীবিকা কৃষিকে পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী বাঙালীরা যখন দিন মজুরী, ধীবরবৃত্তি ও ঠিকাদারীর মত পেশা গ্রহণ করে তখনও সঞ্চিত সমুদয় বিত্ত সম্পদ ব্যয় করেও রাখাইনরা পেশা পরিবর্তনে বিমুখতা প্রদর্শন করে।

ভাগ্য সম্পর্কেও রাখাইনদের অনুরূপ সনাতনী বিবেক ক্রিয়াশীল। অনেক সনাতন জনসমাজের মত শিশুর মৃত্যুতে তারাও মনে করে, "সে যে বেড়ে উঠবেনা এ ছিল তার ভাগ্যের লিখন।" আর যদি সে ভাল হয়ে উঠে তখন বলা হয়, "দেখ, চিকিৎসা ছাড়াই সে ভাল হয়ে উঠেছে, তার ভাগ্যে তা-ই ছিল।" তাদের জাতিগত ভাগ্য সম্পর্কে তাদের সমাজে একটি ঐতিহাসিক কুসংস্কার রয়েছে যে, "রাখাইন অধ্যুষিত অঞ্চলের চারদিকে বাঁধ বা বেড়ী নির্মিত হলে এবং নদীগুলি ভরাট হলে আর আরাকান ভূখন্ড থেকে এই অঞ্চলের আগমনের দুইশত বৎসর (১৭৮৫ - ১৯৮৫) পূর্ণ হলে এই এলাকায় বসবাস করা উচিত হবে না।" [১৬]

রাখাইন সংস্কৃতিতে নিহিত সুস্পষ্ট একটি অভিব্যক্তি এই যে, তাদের মধ্যে স্বজাতি-কেন্দ্রীকতা ('Ethnocentrism') প্রবল। তারা তাদের আচার-আচরণ ও জীবনশৈলী সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা, মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ পোষণ করে। বাঙালীদের মধ্যেও অগ্রসরতার দাবীসূচক অহমিকা পরিস্ফুট।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে ফষ্টারের মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় : " মার্কিনীদের মত অষ্ট্রেলীয় বুশম্যানরাও অন্যদের চেয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে উৎকৃষ্টতর মনে করবেন, কারণ নিজেদের উৎকৃষ্ট ভাবার এ ধারণা সার্বজনীন।"[১৭] এই প্রেক্ষাপটে রাকাইন-বাঙালী জাতিগত প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব বা অন্ততঃ মতভেদের অবকাশ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

ছ. রাকাইনদের পরিবার ও বিবাহ প্রথা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ধারা

" মানুষের জীবনে ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে সমাজ/গোষ্ঠী বা কৌম কর্তৃক স্বীকৃত নারী-পুরুষের বৈধ যৌন মিলন, সন্তান উৎপাদন, তাদের সামাজিকীকরণ, গোষ্ঠী রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে স্বামী স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করার জন্য যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়পত্র দেয় তাকে বিবাহ বলে।"[১৮] রাকাইনদের পরিবার ও বিবাহ প্রথা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বিবাহের এই সংজ্ঞার স্বীকার করে এর তত্ত্বগত প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। তবে আশু তথ্য এই যে পটুয়াখালীর রাকাইন জনগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে ক্রমশঃ পিতৃতান্ত্রিকতায় বিবর্তিত হচ্ছে।

মাতৃতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়, আদিম সমাজের বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর প্রাধান্য সূচক ভূমিকায় এ ছিল এক 'ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবারহীন' সাম্যাবস্থা। ওয়েষ্টারমার্ক তাঁর 'The History of Human Marriage' গ্রন্থে আদি থেকেই মানব সমাজে একক পরিবারের ধারণা এই মর্মে সমর্থন করেছিলেন যে, অবাধ যৌন মিলন জীবধর্ম বিরোধী এবং সন্তান জন্মদান ও লালনের প্রয়োজনেই প্রথম থেকেই অনুপরিবারের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু রুফল্ট তিন খন্ডে প্রকাশিত তাঁর 'The Mother' গ্রন্থে এই মর্মে ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্বকে পরিহার করেছেন যে সন্তানের জন্মদান বা লালন পালনের জন্যে নয়, প্রবৃত্তি বশেই মানুষ যৌন সংস্রবে উপনীত হতো। এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পুস্তিকায় বলেছেন বর্তমান বা অতীতের বিধি নিষেধগুলো তখন ছিলনা এবং মানুষের বিবর্তনের ঐ পর্যায়ে ঈর্ষার আবেগ তখনো বিকশিত হয়নি বলেই আদিতে নির্বিচার যৌনজীবন বিরাজমান ছিল। তাঁর ভাষায় :

> "অগম্যাগমনের ধারণা সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। প্রথমে শুধু যে ভাই-বোনই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতো তাই নয়, পরন্তু আজও পর্যন্ত অনেক জাতির মধ্যে মাতাপিতার সংগে সন্তান-সন্ততির যৌন সম্পর্ক প্রচলিত আছে।"[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

অধুনাতন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবিকাশেরই ফলশ্রুতি। মর্গান তাঁর বিখ্যাত 'Ancient Society' তে প্রদর্শন করেন, অবাধ যৌনাচার-ভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিম্নরূপ ক্রমবিবর্তনে আধুনিককালের একক বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয় ঘটে :

সমাজ বিকাশের পর্ব	পরিবারের প্রকৃতি	আত্মীয়তার ধরণ (Kinship pattern)	সম্পত্তির মালিকানা	স্থায়িত্বকাল
বন্যদশার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়	কনস্যানগুইন পরিবার-মাতৃতান্ত্রিক অবাধ যৌনমিলন রহিত, আপন জ্ঞাতি-ভাইদের যৌথ বিবাহ	শ্রেণী মূলক (Classificatory)	যৌথ মালিকানা	সমগ্র বন্যদশার সময়কাল, ষাট হাজার বছর।
বন্যদশার উচ্চ ও বর্বরদশার নিম্ন পর্যায়	পুনালুয়ান পরিবার-মাতৃতান্ত্রিক একদল বোন ও একদল পুরুষ অথবা একদল ভাই ও একদল মেয়ের দলগত বিবাহ।	শ্রেণীমূলক (Classificatory)	যৌথ মালিকানা	বর্বরদশার নিম্নপর্যায়, বিশ হাজার বছর।
বর্বরদশার নিম্ন ও মধ্য এমন কি উচ্চপর্যায়ের কিছু কাল	সিনবাসমিয়ান পরিবার-পিতৃ প্রধান-অস্থায়ী যুগল বিবাহ	শ্রেণীমূলক (Classificatory)	পারিবারিক মালিকানা এবং কিছু কিছু সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা	বর্বরদশার মধ্যও উচ্চপর্যায়, পনের হাজার বছর।
বর্বরদশার উচ্চ পর্যায় থেকে সভ্য দশা।	একক পরিবার পিতৃতান্ত্রিক স্থায়ী যুগল বিবাহ এক স্বামী এক স্ত্রী।	বর্ণনামূলক (Descriptive)	ব্যক্তিগত মালিকানা	পাঁচ হাজার বছর ধরে চলমান।

বন্যদশার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে যৌথ বিবাহ-ভিত্তিক 'কনস্যানগুইন পরিবার এবং বন্যদশার উচ্চ ও বর্বরদশার নিম্ন পর্যায়ে দলীয় বিবাহ ভিত্তিক পুনালুয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং তখন সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। যৌথ ও দলীয় বিবাহের ফলে সন্তান ও বংশধারা নির্দেশের জন্য বর্তমানের মত পিতাকে নির্দিষ্ট করা যেতো না। বরং মাতাই ছিলেন সন্তানের পরিচয়সূত্র। এ সময় কৌম জীবনের অর্থনীতির ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিকা ছিল নারী। পুরুষ পশু শিকার করতো, কিন্তু পশু শিকার জীবিকা নির্বাহের কোন নিশ্চিত বা নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল না। শস্য ক্ষেত্রে বীজ বপন, সন্তানপালন, গৃহ রক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ছিল নারীর উপর অর্পিত। পশু পালন জীবিকার উপায়ে পরিগণিত হওয়ার পর পরিবারে নারীর চেয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হতে থাকলো এবং অন্যদিকে তার শক্তিশালী সামাজিক অবস্থার বলে পুরুষ নিজ সন্তান-সন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা রূপান্তরের প্রেরণা সৃষ্টি করলো এবং কৌশলে এক নীরব অজ্ঞানিত বিপ্লবের অনুরালে (মার্কস যাকে 'মানবীয় কারচুপি' আখ্যা দিয়েছিল) মাতৃ অধিকারের বিলোপ ঘটালো। এঙ্গেল্‌স বলেন :

> " মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে—স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্ব ও দখল করলো, স্ত্রীলোক হ'ল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।" [২০]

ধীরে ধীরে উৎপাদনশক্তি হিসেবে পশুর বহর পালন এবং দাসদের খাটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে পিতা-পরিবারে আধিপত্য বিস্তার করলো। এভাবে সিনডাসমিয়ান পরিবারের বিবর্তনে একক অনুপরিবার ও পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হলো।

সম্ভবতঃ বিবাহ ও পরিবারের এই ক্রমবিবর্তন বাঙালী জনগোষ্ঠীকে এক স্বামী-এক স্ত্রী স্থায়ী যুগল ও একক অনুপরিবারের পর্যায়ে উপনীত করেছে। এ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারা তাদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয়। পক্ষান্তরে রাকাইন জনগোষ্ঠীতে বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিকতা প্রবল হয়ে উঠেছে বলে ধারণা হলেও মূলতঃ তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক এবং অনেক 'পশ্চাদপদ 'কৌম জনগোষ্ঠীর মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক ক্ষয়িত অবশেষে তাদের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। রাকাইনদের বংশ ধারা, নারীর অধিকারের ও পুরুষের অবস্থানের বর্তমান চিত্রে এর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যেমন :

১) রাকাইন সম্প্রদায়ের প্রথাগত আইনে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার পুরুষের সমান। পক্ষান্তরে বাঙালীদের জন্য প্রযোজ্য মুসলীম বা হিন্দু আইনে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সমান নয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাকাইন সম্প্রদায়ের পিতা বা মাতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ভাই যেটুকু অংশ পায় বোনের অংশও ততটুকুই।

২) রাকাইনদের মাঝে মেয়ের বাড়ী থাকার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিয়ের পর বর কনে তাদের সুবিধামত স্থানে, কনের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। তবে কনের

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে বসবাসের কারণে বাঙালী সমাজে ঘর জামাইদের মত তাদের অবস্থা অবমাননাকর বা নাজুকও নয়। বরং এ এক প্রথায় পরিণত হয়েছে যে, স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকারেই স্বামী এই ভাবে স্ত্রীর গৃহে সংস্থান করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী শ্বশুরালয়ে পৃথক ঘরে ও পৃথক অন্নে স্ত্রীকে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবন-যাপন করে।

৩) সপ্তদশ শতকে রাকাইনদের পটুয়াখালী আগমনের পর পরিলক্ষিত হয়ে যে, পিতৃ পরিচয়কেই তারা সন্তানের পরিচয় হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। ধারণা হয় এই ধারা তারা বার্মায় তাদের আদিবাসভূমি হতেই বয়ে এনেছিল, অর্থাৎ পরিবার প্রথার রূপান্তরের 'প্রক্রিয়াটি' আগেই সাধিত হয়েছে এবং সন্তর্পণে পুরুষ তার আধিপত্যের বেদীতলে উপবীত হয়েছে। কিন্তু পরিবারের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে এখনো নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে পরিলক্ষিত হয়, রাকাইন জনসমাজে এখনো নারী-অধিকার সেভাবে অবলুপ্ত হয়নি, এখনো নারীই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃত্বাসনে-যদিও এ কর্তৃত্ব অনেকটাই নমনীয়।

৪) মাতৃতান্ত্রিক সমাজের যুগে গৃহস্থালী ও কৃষিতে নারীর ভূমিকা ছিল মুখ্য। রাকাইনদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, কিছুকাল আগেও পটুয়াখালীর রাকাইন নারীদের গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও ক্ষেত-খামারের কাজে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেতো। বিশেষ করে আউশ-আমন মৌসুমে ক্ষেতের বীজ তোলা, বীজ বপন এমনকি হাল চাষেও তারা অংশ নিতেন। কোলে দুধের শিশু কাপড়ে ঝুলিয়ে অনেক রাকাইন নারীকেই হাল ধরতে দেখার দৃশ্য আগে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এ ছাড়াও রান্নাবান্না, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, কাপড় বোনা ও হাট-বাজার করার কাজও তারাই করতো। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাকাইন নারীর অংশ গ্রহণ ছিল ব্যাপক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে রাকাইন পুরুষেরা এ জাতীয় কাজে বরং কম সময় দিতো। তারা বন্য জন্তু ও পাখী এবং মৎস্য শিকার করে সময় কাটাতে ভালবাসতো। চাষাবাদে পুরুষেরা অংশ নিলেও এ কাজের চাইতে তন্তুবধানের কাজেই তাদের বেশী আগ্রহী দেখা যেতো।

বর্তমানে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মহিলারা নয়, বরং পুরুষেরাই এখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কর্ণধার। রাকাইন নারীদের ভূমিকা এক্ষেত্রে সীমিত হয়ে এসেছে বহিরাগত পরিবর্তনের (exogenous change) কারণে। ষাটের দশকের গোড়া থেকে যখন পটুয়াখালীর রাকাইন জনপদে বাঙালী মুসলমানেরা প্রবেশ করতে শুরু করে তখন থেকেই রাকাইন মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ ও স্বাধীনতা সীমিত হয়ে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী মুসলমান প্রধান বাঙালী পুরুষদের উন্নাসিক উপস্থিতি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীপ্রসূত পর্দা প্রথাই হয়তো প্রতিবেশী রাখাইন নারীদের গতিবিধি সীমিত করে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক শক্তিরূপে তাদের সক্রিয় ভূমিকাকে খর্ব করেছে ।

চ. অনুলেখ

পটুয়াখালীর রাখাইন জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন ও লোকাচার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি, বিবাহ, পরিবার ও উত্তরাধিকার প্রথা সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রপঞ্চে রাখাইন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিজড়িত ব্যক্তিসত্তার পুঞ্জীভূত স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাদের প্রত্যাশা এবং পরিবেশের বাধ্যবাধকতায় প্রতিহত উপলব্ধি, জীবন সম্পর্কে নিজস্ব ধর্মীয় ও আদর্শগত অনুভূতিবোধ এবং ব্যক্তিগত অনুধাবন ও আচরণের সমন্বয়ে সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশে প্রতিবেশী বাঙালী মুসলীম জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের পার্থক্য সুচিহ্নিত এবং এক্ষেত্রে অনুয় বা একাত্মীকরণের প্রশ্ন এখনো বিমূর্ত সম্ভাবনা মাত্র ।

৩. ৩ ভৌগলিক নৃতত্ত্ব

পটুয়াখালীতে রাখাইনদের অধিবাস—বাংলাদেশের সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বলয়ে ২১°৪৮'১৬" ও ২২°৩৬' ১০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫২'৩০" ও ৯০°৩৮'৫৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ।[২১] পটুয়াখালী ৪০৯৫ বর্গ কিলোমিটারের এলাকায় একটি বদ্বীপ ভূমি এবং সমুদ্র সমতল হতে ১০ ফিট উচ্চতায় এর অবস্থান । এ জেলার বিচিত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট রাখাইনদের দেহ ও মনের গড়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।[২২] গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও বিভিন্ন উপনদীর প্রবাহে উদ্ভূত পলল-গঠিত বদ্বীপ সমভূমি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অসংখ্য জলস্রোত ও নদী প্রবাহে খন্ড-বিখন্ডতা বরণ করেছে । "পটুয়াখালী বাংলাদেশের অতীব নদীমাতৃক একটি জেলা (' one of the most riverine districts ') এবং এমন একটি ভূখন্ড যেখানে বেগবতী নদীগুলো প্রতিনিয়ত গতিপরিবর্তন করছে এবং ঘূর্ণিবাত্যা উন্মুখ হয়ে আছে পুনরাবৃত্তির অপেক্ষায় ।"[২৩]

বর্ষায় পটুয়াখালীর পলিবাহিত বা বালুকনা গঠিত কাদামাটিতে গড়া ভূমিপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রগতি জলস্রোত ও এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিম হতে আগত বাত্যা-বাহিত জলপ্রবাহ জলোচ্ছ্বাস বয়ে আনে । ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুক্ত হয়েছে আবাদী জমিতে লবণাক্ততা ও অনাবৃষ্টির প্রকোপ । রাঙাবালী,

Dhaka University Institutional Repository

বড়বাইশদিয়া, খাপড়াভাংগা, লতাচাপলি, আইলা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পড়া নয়টি উপজিলার বাহান্নটি গ্রামে রাকাইনরা যে বর্ধিত জনসংখ্যা গড়ে তোলে তা অন্যান্য সমস্যার সাথে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমানুপাতে হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৭২, ১৯১১ সনের বৃটিশ ভারতীয় সেন্সাস, ১৯৫১ ও ১৯৬১ সনের পাকিস্তানী সেন্সাস এবং ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সনের বাংলাদেশী সেন্সাসে এই বৃদ্ধি ও হ্রাস পরিলক্ষিত হয়:

বৎসর	পুরুষ	মহিলা	মোট জনসংখ্যা
১৮৭২	২১৪০	১৯০৯	৪,০৪৯
১৯১১	-	-	৮,৬০০
১৯৫১	-	-	১৬,৩১৪
১৯৬১	৫৯৩৪	৬২৫৬	১২,১৯০
১৯৭৪	-	-	কোন উল্লেখ নাই
১৯৭৯	১৮৮১	১৮৩২	৩,৭১৩

সেন্সাস রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৮৭২ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৬১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই আঠারো বছর সময়কালে অস্বাভাবিক-ভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণস্বরূপ ১৯৬০, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সনের উপর্যুপরি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণহানিকে চিহ্নিত করা যায়।[২৪] এ ছাড়াও ১৯৫৫ - ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কৃষি উপযোগী জমিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানি ও অজন্মাজনিত সংকটকেও এর কারণস্বরূপ সনাক্ত করা হয়। এই সংকটের পরিণামে বহু বাঙালী সনাতন পেশা (যেমন, কৃষিকাজ) ছেড়ে নতুন পেশা (যেমন: দিনমজুরী, ধীবরবৃত্তি ও ঠিকাদারী) গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের প্রয়াসী হয়, কিন্তু রাকাইনরা কোন নতুন পেশা গ্রহণ না করে সঞ্চিত অর্থ, সোনা রুপা, জমি-জমা ও গরু ছাগল বিক্রী করে ঐ সমস্যার সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করে। ভাগ্য বিপর্যয়ে অনেক বিফল রাকাইন দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।[২৫] অন্যদের প্রকৃতির ক্রমাগত প্রতিকূলতার মুখে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে বাস্তববাদী না হয়ে তারা হয়ে উঠে 'রক্ষণশীল, ভাগ্য-নির্ভর এবং অনুভূতি বিড়ম্বিত'।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালীর দ্বীপপুঞ্জ হতে রাজধানী ঢাকা নগরীর দূরত্ব রাকাইনদের ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে সকল অর্থেই এ জনগোষ্ঠী মূল ভূখন্ডের মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতির রূঢ়তায় সাহায্য-বঞ্চিত ও অসহায়। পটুয়াখালী অসংখ্য জলস্রোতে বিচ্ছিন্ন বলেই যোগাযোগের বিকল্প উপায়—সড়ক ও রেলপথ এখানে গড়ে উঠেনি এবং ঔপনিবেশিক কাল থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে রাকাইনদের বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনকে নেতিবাচকভাবে তা আরো অনুরালবর্তী করেছে। মূল ভূখন্ডের ব্যাপক বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম পটুয়াখালীর বাঙালীরা এই ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা হয়তো অনেকাংশে অতিক্রম করেছে, কিন্তু রাকাইনদের জন্য বহির্জগৎ হয়েছে 'অনাত্মীয় অন্য পৃথিবী', কেননা বাংলাদেশের মূলভূখন্ডে রাকাইনদের প্রতিনিধিত্ব নেই, নেই আত্মীয়-পরিজন—আছে ভিন্ন দেশে, বার্মায়।

মানব প্রকৃতি, সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার উপর যে ভৌগলিক প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য, পটুয়াখালীর রাকাইনদের জীবনে তাই যেন পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নত ভৌগলিক পরিবেশে মিশর, মেসোপোটমিয়া, সিন্ধু ইত্যাদি অঞ্চলের নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশের উদাহরণ দিয়ে যখন সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, আদিম সমাজের জন্য যে জলবায়ু উপযোগী, শিল্প সমাজের জন্য তা অনুপযোগী। তখন মনে হয় রাকাইন জনগোষ্ঠী কি এমনিতরো কোন ভৌগলিক অনিবার্য্যতার সম্মুখীন ? এই সাথে অবশ্য 'Contemporary Sociological Theories'। এ সরোকিন (Sorokin) প্রদত্ত দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায়, যিনি যুক্তরাষ্ট্র ও রুশদেশের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, উন্নত প্রযুক্তি ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করতে পারে।[২৭]

রাকাইনদের পরিবহন প্রযুক্তি যখন সুন্দরী, গেওয়া প্রভৃতি কাঠের কোষা নৌকার অবলম্বনে গড়ে উঠেছিল তখন নদী বা খালের পাড় ঘেঁষে তারা পাড়া গড়ে তুলে, কয়েকটি পাড়া নিয়ে গড়ত হয় গ্রামের, আর গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠে জনপদ। ভৌগলিক নির্দেশনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন শুধুই নৌ-বাহন, তখন পৃথিবীর বহু বিস্তৃত অনেক জনপদের মতই নদীতীরেই রাকাইনরা গড়ে তুলে অধিবাস। ইতিহাসের বহু সভ্যজনপদ গড়ে উঠেছে এমনিভাবে নদী অববাহিকায়, অবশ্য নিশ্চয়ই প্রযুক্তিগত পরিবর্দ্ধিতে এবং ভৌগলিক অনুকূল্যে। অমিত সম্ভাবনা নিয়ে যে জনপদের সূচনা যুগযুগ প্রয়াসেই তার পরিণতি খুঁজতে হবে, তবেই হয়তো পদানত হবে প্রকৃতি, অবনত হবে প্রযুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১. Maniruzzman & Maudud R.Safdar: " Convergence of Language of Ethnic Minority: The Case of Rakhaines in Bangladesh " (A paper presented in the'National Seminer' on Tribal Languages: Contact & Convergence' (February 6-7, 1987) at the Centre of Advanced Study in Linguistics, Osmania University, Hyderabad, South India.

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: বাঙালীর ইতিহাস (ডঃ নীহার রঞ্জনরায় - এর বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব (সংক্ষিপ্ত) ঢাকা : মুক্তধারা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) পৃঃ ৭ ।

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১ - ৬ ।

৪. বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ বাঙালী হিন্দু সমাজের সাতটি জাতের (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত, রাজবংশীয় (পাদ ও বাগ্‌দী) নৃতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এইসব জাতের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে এবং বাঙলার বাইরের মানুষের সাথে এই বাঙালীদের সাদৃশ্যও তেমন ব্যাপ্ত নয় । এইচ, সি, চাকলাদার কলকাতার বেশ কিছু রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের নৃতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধানের পরও মহলানবিশের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন । এইসব গবেষণার ভিত্তিতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, বর্ণ ভেদে বিভক্ত হিন্দু সমাজ বা মুসলমান সমাজ নির্বিশেষে বাঙালীদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ প্রায় এক । এই সব সিদ্ধান্ত থেকে সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাঙালীরা তার নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ঐতিহাসিককালের প্রারম্ভেই । অতঃপর নানা জাতের মেলামেশায় এই বৈশিষ্ট্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি । আজো তা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে । দ্রষ্টব্য : অজয় রায় : বাঙলা ও বাঙালী (বাঙলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮৭) ।

৫. এবনে গোলাম সামাদ : নৃতত্ত্ব (বাঙলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৮২) পৃঃ ৬৩ ।

6. E.A.Hoebel: Anthropology: The Study of Man (New York: McGraw Hill Company, 1966) pp. 215 - 221.

7. Ibid. p. 13.

Dhaka University Institutional Repository

৮. সরদার ফজলুল করিম : দর্শন কোষ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) পৃঃ ১০১-১১০)।

৯. Maniruzzaman & Safdar : Op.cit.

১০. Goverment of Bangladesh : Bangladesh District Gazetteer : Patuakhali. (Dhaka : BG Press, 1982) p. 48 .

১১. আবদুল মাবুদ খান, 'পটুয়াখালীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়, '(CLIO; Journal of History Department Vol. I, 1983 (Dhaka : Jahangirnagar University) pp. 12-13.

১২. প্রাগুক্ত , পৃঃ ১২ - ১৩ ।

১৩. Gunner Myrdal : Beyond the Welfare State (New Haven : Yale University Press, 1960) p .207.

১৪. George M.Foster: Traditioal Societies and Technological Change (Bombay:Allied Publishers Pvt.Ltd., 1973) pp.82-91.

১৫. Ibid, p.84

১৬. যুবনেতা বাবু তাহান (সাধারণ সম্পাদক, বৌদ্ধ যুব সংস্থা পটুয়াখালী) এর সাথে সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ । এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য : আবদুল মাবুদ খান, 'পটুয়াখালীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়' (CLIO: Journal of History Department Vol.I, 1983.(Dhaka:Jahangirnagar University) p . 15.

১৭. George M.Foster : Op.cit.pp.86-87.

১৮. পশুপতিপ্রসাদমাহাতো : " আদিবাসী বিবাহ : বৈচিত্র ও জীবন দর্শন," দেশ , আগষ্ট, ১৯৮৮, কলিকাতা , পৃঃ ৫৮ ।

১৯. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : রচনা সংকলন - দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ (মস্কো : প্রগতি প্রকাশনা, ১৯৭২) পৃঃ ১১৪ ।

২০. প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৩ - ২১৪ ।

২১. Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali, Op.cit. p-1

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. Maniruzzaman & Safdar; Op.cit.

২৪. আবদুল মাবুদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ : ১০ ।

২৫. প্রাগুক্ত পৃ: ১০ - ১১ ।

২৬. Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali, Op.cit. p.48

২৭. P.Sorokin : Contemporary Sociological Theories (New York : 1920) pp. 101 - 102.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবর্তমান সমাজে প্রশাসনের ভূমিকা ঃ তত্ত্বগত বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট অতীত ('Particular Past') ও অনুমেয় ভবিষ্যতের ('Predictable future') মধ্যে পরিসরে যে সমাজ তার আঙ্গিকে, ক্রিয়াকলাপে, পর্যায়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রবহমান তাই পরিবর্তমান সমাজ। বাংলাদেশ একটি পরিবর্তমান সমাজ, কারণ এ সমাজ অতীতের সনাতন বৈশিষ্ট্য পরিহার করে 'আধুনিকায়ণ' প্রত্যাশী হয়েছে—যদিও এ যাত্রাপথ দীর্ঘ প্রলম্বিত।

পরিবর্তমান সমাজ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করবে তা বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছেন। ডব্লিউ, ডব্লিউ, রোস্টো (W.W.Rostow) তাঁর The Stages of Economic Growth গ্রন্থে, জে, বি, ওয়েস্টকট (Jay B. Westoott) তাঁর 'Governmental Organisation and Method in Developing Countries' নিবন্ধে[১] এবং ফিলিপ হাওসার (Philip M.Houser) তাঁর "Some Cultural & Personal Characteristics of the Less Developed Areas".[২] প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে সাম্প্রতিকালে পরিবর্তমান সমাজ ও এই সমাজে প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক ফ্রেড ডব্লিউ রিগস (Fred W.Riggs) তাঁর 'প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্বে' ('Theory of Prismatic Society ') রাকাইন প্রেক্ষাপটে প্রশাসনের ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্বের পর্যালোচনা প্রাসংগিক হতে পারে।

৬·১ প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্ব : পরিচয়[৩]

প্রিজমেটিক সমাজ অধ্যাপক ফ্রেড রিগস প্রদত্ত এমন একটি কাল্পনিক সমাজের ধারণা যা পরিবর্তমান সমাজের প্রশাসনিক সমস্যারউপর আলোকপাত করার জন্য মডেল স্বরূপ কল্পিত হয়েছিল। 'প্রিজমেটিক সমাজকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন গতানুগতিক 'ফিউজড সমাজ' ('Fused Society ') এবং আধুনিক 'ডিফ্র্যাকটেড সমাজের' ('Diffracted Society ') দুই মেরুর মধ্যবর্তী পরিবর্তমান সমাজরূপে। তিনি বলেন, যে সমাজে একই কাঠামো সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করে তাই হচ্ছে 'Fused Society', পক্ষান্তরে যে সমাজে প্রতিটি প্রত্যেকটি সকাজের জন্য নির্দিষ্ট বা সংলগ্ন কাঠামো ('Corresponding structures') রয়েছে এবং কাঠামোগুলো স্ব স্ব কাজের ক্ষেত্রে একই সাথে বিশেষায়িত ও সমন্বিত সে সমাজ হচ্ছে 'Diffracted Society '। রিগস এর মতে 'Prismatic Society' হচ্ছে Fused Society 'র অপৃথকীকৃত undifferentiated কাঠামো ও কাজ এবং 'Diffracted Society'র পৃথকীকৃত কাঠামো ও কাজের অসমন্বিত সংস্রবসূচক সমাজ বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

রিগ্‌সের মতে Fused Society 'র মডেলটি আদিম ও গতানুগতিক, Diffracted Sodiety 'আধুনিক'/'উন্নত' সমাজ এবং 'Prismatic Society ' পরিবর্তমান সমাজ নিরীক্ষণের জন্য প্রণীত হয়েছে। 'পরিবর্তমান' ('transitional') 'অনুন্নত' ('Underdeveloped') প্রভৃতি শব্দের বিক্ষিপ্ত অর্থবাচকতা পরিহার করে কয়েকটি বিশেষ অর্থ নির্দেশ করার জন্য রিগস 'Prismatic' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'প্রিজমেটিক' সমাজের উপরই রিগস তাঁর আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করেন, কারণ তাঁর অভীষ্ট হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা।

৬·২ সালা মডেল : প্রিজমেটিক প্রশাসনিক

রিগস্‌ প্রিজমেটিক সমাজের ভেতর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন কাঠামোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'সাব-মডেল' নির্দেশ করেন। রিগস্‌ প্রিজমেটিক সমাজের প্রশাসনিক সাব-মডেল বা আমলাতন্ত্রকে বলেন 'সালা' ('Sala')।[৪] এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 'শালা' বলতে কখনো বোঝায় 'দফতর', 'কার্যালয়' বা অফিসকে। তাই রিগস্‌ Diffracted প্রশাসন 'Office' এবং 'Fused' প্রশাসন 'Chamber' এর অনুবর্তী ও উভয় বৈশিষ্ট পরিচিহ্নিত প্রিজমেটিক প্রশাসনের নাম রেখেছেন 'সালা'।

৬·৩ প্রিজমেটিক সালা মডেল : মৌল বৈশিষ্ট্য সমূহ

রিগ্‌স বলেন, প্রিজমেটিক 'সালা' মডেলের সবচেয়ে প্রাঞ্জল বৈশিষ্ট্য তিনটি :

১. Hetrogeneity বা বিক্ষিপ্ততা
২. Formalism বা আনুষ্ঠানিকতা
৩. Overlapping বা অধিক্রমণ।

১. বিক্ষিপ্ততা (Hetrogeneity)

প্রিজমেটিক সমাজের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট উচ্চ মাত্রার 'বিক্ষিপ্ততা' বা 'Hetrogeneity'। রিগসের মতে, 'Hetrogeneity ' অর্থ সম্পূর্ণ বিসদৃশ বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থা, কাজ ও চিন্তাধারার যুগপৎ সহাবস্থান। ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, 'বিক্ষিপ্ততা' হচ্ছে একদিকে সনাতন বা গতানুগতিক 'Fused Society ' এবং অন্যদিকে 'আধুনিক' উন্নত বা Diffracted Society ' -র গুণাগুণ বা লক্ষণের বিক্ষিপ্ত সহাবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

২. আনুষ্ঠানিকতা (Formalism)

আমরা পূর্বতন বৈশিষ্ট্যে 'Sala Model ' এর পরিবেশগত একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি, তাহলে 'Sala Model'এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি ? প্রিজমেটিক মডেলের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য 'Formalism' এর আধিক্যের মধ্যে এই প্রশ্নের কিছু জবাব রয়েছে। 'Formalism' বলতে রিগ্‌স বোঝান আদর্শের সাথে বাস্তবের, সংবিধান, বিধিবিধান, আইন, সংগঠন-চার্ট, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাথে বাস্তব ও প্রকৃত তথ্য ও ঘটনা, আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার সাথে কার্যকরী ক্ষমতা—ইত্যাদির তারতম্য, প্রভেদ, অমিল বা বৈপরীত্য। 'Formalism ' (আনুষ্ঠানিকতা)' Realism ' (বাস্তবতার) বিপরীত শব্দ এবং কথিত পার্থক্য যতই বাড়ে ততই 'Realism' কমে এবং 'Formalism ' বাড়ে ।

'Sala Model'অনুসারে দেখা যায় আইনের বইয়ে যে সব বিধিবিধান রয়েছে প্রিজমেটিক সমাজের আমলা 'Sala men ' এর প্রকৃত আচরণ তা থেকে আলাদা । এক্ষেত্রে 'Sala men'. হয় কোন প্রকৃত বিবেচনা ছাড়াই অক্ষরিক অর্থে আইন প্রয়োগ করেন, কিংবা সে আইনকে গুরুত্বরূপে/ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন । 'Sala'কে বিভিন্ন কর্মসূচী নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে চালিত করার জন্য প্রিজমেটিক সমাজে যথোপযুক্ত জনমত—আগত সামাজিক শক্তি ('Social Power') থাকেনা বলেই, এক্ষেত্রে আমলারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ।

'পরিবর্তমান'দেশগুলোতে এক্ষেত্রে যা দেখা গেছে তা হচ্ছে প্রশাসকের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতার অপব্যবহার—দুর্নীতি । এই পর্যায়ে 'Sala men' আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য কিংবা আইন লংঘনকে উপেক্ষা বা দেখেও না দেখার জন্য গ্রাহক বা খদ্দেরের ('client') কাছ থেকে উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করতে পারে ।

প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও দেখা, 'Sala Model'এ নির্দেশিত ধারায়ই আইন-নির্ভর প্রশাসনিক সংস্কার বা পুর্ণগঠন পরিবর্তমান সমাজে বাস্তবে ফলপ্রসু হয়না, প্রশাসকদের আচরণে সেগুলো কোন বাস্তব প্রতিফলন রাখতে পারেনা। দেশের বিধিবিধান প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার কথা বললেও প্রশাসন থাকে দায়িত্বহীন এবং জনবিচ্ছিন্ন ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. অধিক্রমণ (Overlapping)

প্রিজমেটিক সমাজের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অধিক্রমণ বা ' Overlapping ', 'Sala ' বৈশিষ্ট্যের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত । ' Overlapping' বলতে বোঝায় ' diffracted ' ধরণে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথকীকৃত কাঠামোর ('formally differentiated structure ') এর সাথে 'Fused ' ধরণের অপৃথকীকৃত কাঠামোর ('undifferentiated structure ')-এর সহাবস্থান । পরিবর্তমান দেশগুলোতেও দেখা যায় সরকারী অফিস, জাতীয় পরিষদ নির্বাচন, বাজার স্কুল প্রভৃতি নিত্যনতুন কাঠামো উদ্ভূত হলেও প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি কার্যাবলী অনুতঃ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পাদিত হয় প্রাচীন, অপৃথকীকৃত ('undifferentiated ') কাঠামো যেমন : পরিবার, ধর্মীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রুপের দ্বারা । পৃথকীকৃত কাঠামোর নতুন আদর্শ বা মূল্যবোধকে এক্ষেত্রে মৌখিক স্বীকৃতি ('lip service ') দেয়া হলেও কার্যত অ-পৃথকীকৃত কাঠামোর মূল্যবোধ ও আদর্শই সমাজে প্রাধান্য বজায় রাখে ।

এ পর্যায়ে ' Overlapping ' বলতে বোঝায় আনুষ্ঠানিক বা সচেতন (' conscious ') আচরণ ধারা ও অনানুষ্ঠানিক অসচেতন আচরণ ধারার মধ্যকার দ্বন্দ্বজাত বিশেষ সামাজিক ব্যধিকে-যাকে Riggs বলেছেন' Social schizophrenia'। 'Schizophrenia ' হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে অসংগতিসূচক মানসিক ব্যাধি যা মানুষকে যা ভাবে তা নয়, অন্য কিছু করতে প্ররোচিত করে ।

'Diffracted Society 'তে আচরণধারা বাস্তবধর্মী বলে তা তাদের কথিত ও ঘোষিত কার্যাবলী প্রকাশ্যে সম্পাদন করে, যেহেতু এই সমাজে 'Overlapping' -এর প্রশ্ন ওঠে না। 'Fused Society 'তে একই কাঠামো সব কাজ সম্পাদন করে বলে অন্য কাঠামো কর্তৃক কোন কাঠামোর প্রভাবিত হওয়ার কারণই নেই ।

'Heterogeneity';'Overlapping';Formalism-'এই মৌল বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য আরো ক'টি ধারণা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যা Riggs উপস্থাপন করেছেন তাঁর তত্ত্বে ।

Dhaka University Institutional Repository

১. পক্ষপাত : 'Sala' ও পরিবার (Nepotism, Sala & Family)

'Sala Model' এর আরেকটি প্রশাসনিক ফলাফল হচ্ছে পক্ষপাত । 'Sala Model'এ নিয়োগের (recruitment) ব্যাপারেই দেখা যায় উত্তরাধিকারনীতি ('patrimonialism ') সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হলেও প্রকৃত পক্ষে অনেক সময় তাই অনুসৃত হয় । এই প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র প্রকাশ্যে সার্বজনীন অধিকারের সমতা এবং আইনের শাসনের কথা বললেও আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধুদের বেলায় তা শিথিল করে । পক্ষান্তরে অন্যান্যদের বেলায় তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় ।

২. বহু সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থগোষ্ঠী (Poly-Communalism "Clect")

গণযোগাযোগের অভাবের জন্য 'Fused Society' তে জনসমষ্টি অসমাবিষ্ট ('immobilised') অবস্থায় থাকে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রাম বা tribe হয় এক একটি ছোট 'Community ' যা হয় বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন । পক্ষান্তরে Mass Mobilization ' এর জন্য 'Diffracted Society 'তে সকলেই হয় 'Mobilised' তাদের মধ্যে থাকে নেতৃত্বকারী এলিটরা এবং এক্ষেত্রে সমাজ বহুবিভক্ত হয় না । কিন্তু প্রিজমেটিক সমাজে গণযোগাযোগের বিকিরণ সুযোগ পাওয়ার ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে 'Mobilized'ও হতে পারে না, আবার পুরোপুরি ' এলিটদের সাথে একাত্ম ও' (Assimilated ') হতে পারেনা—ফলে এই সমাজে উদ্ভূত হয় বহু সম্প্রদায় বা Community ।

Prismatic Society তে বহু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কারণে এই সমাজের প্রশাসক Sala men গণের প্রকৃত আনুগত্য বিভক্ত হয়ে যায় এবং ফলে তারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে । এক্ষেত্রে দেখা যায় সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায় থেকে একচ্ছত্রভাবে 'Sala'র বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ । লোক সংগ্রহ বা নিয়োগের বেলায় এক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় । এর ফলে আবার পরিদৃষ্ট হয় প্রশাসনের অভ্যন্তরে দলীয় ও অর্দ্ধদলীয় কোন্দল এবং সহজাত অসহযোগিতা ।

প্রিজমেটিক সমাজে বহু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে যে 'interest group' বা 'স্বার্থগোষ্ঠী' গঠিত হয় তা হয় এক সম্প্রদায়-ভিত্তিক—অন্য সম্প্রদায়ের কাউকে তা সদস্যপদ দেয় না । ফলে প্রশাসনের আচরণে পরিদৃষ্ট হয় বাছাইধর্মিতা ('selectivity ') এবং তা কার্যতঃ অসুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

Riggs একানু যে স্বার্থগোষ্ঠী 'Prismatic' তাকে বলেন 'Clect'। 'Clect' এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা আপেক্ষিকভাবে অর্ধগতানুগতিক ভিত্তিতে diffused কাজ সম্পাদন করে, যদিও তা সংগঠিত আধুনিক সমিতির ধারায়। প্রিজমেটিক সমাজের 'Sectatarian' বিরোধী দল ও 'বিপ্লবী' আন্দোলন গুলো 'Clect' এর উদাহরণ। 'Clect' প্রশাসনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপোষহীন এবং বৈরী (hostile)। আবার কখনো 'Sala' যদি 'Clect' এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয় কিংবা স্বয়ং 'Clect' এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, কিংবা কোন বিশেষ দফতর যদি কোন Clect দখল করে নেয় তবে তা সাধারণ জনস্বার্থ না দেখে কথিত আধিপত্যকারী Clect এরই স্বার্থ দেখবে। এই পরিস্থিতিতে 'Sala Official' 'রা সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে লাভ করে বিশেষ সুবিধাদি বা পারিতোষিক, অথবা ক্রড়িয়া সম্প্রদায়ের অবৈধ ব্যবসা–উদ্যোগীদের কাছে পায় "উৎকোচ" বা "ঘুষ"।

৩. বাজার ক্যান্টিন মডেল (Bazaar-Canteen Model)

প্রিজমেটিক সমাজের অর্থনৈতিক সাব-মডেল হচ্ছে "bazaar-Canteen 'Model'"। Bazaar Canteen 'Model' হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম (Market factors) এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রভাব ('Arena factors') উভয়ই মূল্য নিরূপণে ভূমিকা পালন করে এবং ফলে দেখা দেয় মূল্যনিরূপণে অস্থিরতা ('Price undeterminancy')। রিগ্স বলেন 'Bazaar-Canteen Model' - এর ধারণাদি অর্থ, ভূমি, সময় এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। 'Bazaar-Canteen Model' অনুসারে Sala Official' আধিপত্যকারী Clect কে সুলভ মূল্যে এবং সংখ্যালঘু বা দূর্বল Clect কে অধিক মূল্যে সরকারী সেবা ('Public service') সম্প্রসারণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমতাভিত্তিক মূল্য ঘোষিত হলেও গোপনে তার ব্যত্যয় হয়। পরিবর্তমান দেশের আমলারা এক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন রিগ্স কথিত টেবিলের তলার বোনাস ("under the table bonus") সরকার যে সব দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করেন তার সরকারী মূল্য পেতে হলেও বিক্রেতাদের 'Sala men' কে দিতে হয় বেসরকারী সেলামী ('Kick-back')।

সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের চাপে পড়ে যথেচ্ছভাবে লোক নিয়োগ করার পর দেখা যায় পদগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্মশূন্য ('sincures')। Sala য় ফ্রিঞ্জ বেনিফিট, পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি সবই নির্ভরশীল প্রভাব বা প্রতিপত্তির উপর ("influence" or "Pull") এভাবে 'দুর্নীতি' প্রথার মত Sala Model -এ বিস্তৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ক্ষমতা বন্টন : কর্তৃত্ব বনাম নিয়ন্ত্রণ (Distribution of power: Authority Versus Control)

প্রিজমেটিক সমাজের আমলাতন্ত্র 'Sala 'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতিরিক্ত মাত্রার কেন্দ্রিকতা ('Overcentralisation') কর্তৃত্ব হস্তান্তর এবং বিকেন্দ্রীকরণে অক্ষমতা (inability to delegate authority, to decentralize).

Riggs- এর মতে প্রিজমেটিক সমাজে ' Authority' ও 'Control'('Authority' বলতে বোঝায় আমলাদের সরকারীভাবে স্বীকৃত বা বৈধ ক্ষমতা এবং ' Control ' বলতে বোঝায় আমলাদের বাস্তব, কিন্তু সরকারী অনুমোদনহীন ও অবৈধ সমতা) এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক প্রভেদ ।

Sala র 'authority ' সমাজের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বা'Control Structure'(যা নির্ভর করে Poly-communalism, Clects এবং Poly-normativism প্রভৃতির উপর) অধিক্রম('Overlap') করে । এক্ষেত্রে Sala Official- দের ক্ষমতার মাত্রা রাজনৈতিকদের ক্ষমতা পরিসরকেও খর্ব করে । রিগ্‌স এ জন্য প্রিজমেটিক সমাজকে নির্দেশ করেন " ভারসাম্যহীন রাষ্ট্র ক্ষমতা " unbalanced polity " বলে এবং বলেন এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমলারা আধিপত্য করে । তিনি Sala Officialদের এই ক্ষমতাকে নির্দেশ করেন ।"heavvy weight of bureaucratic power - " বলে । নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমলাদের এই অতিরিক্ত ক্ষমতা তাদের জনগণের অভাব-অভিযোগ এবং আশা-আকাংখার প্রতি দায়িত্ব ও সংবেদনহীন করে তোলে । এই জন্য রিগ্‌স বলেন, পরিবর্তমান সমাজে লোক প্রশাসনের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা মানে রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিরোধ করা ।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব শক্তিশালী চালিকাশক্তিরূপে বাস্তবে কাজ করতে ব্যর্থ হলে প্রিজমেটিক আমলারা নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও বিকাশে মনোযোগী হয়ে পড়বে এবং নির্দেশনার অভাবে সে হবে কর্মহীন পদ-ধারী Sinecurist' , কিংবা নয়তো পরিণত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে আধিপত্যকারী উদ্ধত আমলায় ।

৬·৪ প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্ব : সমীক্ষা

অধ্যাপক ফ্রেড রিগ্‌সের প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্বকে কেউ বলেছেন মূল্যবোধ বিমুক্ত(Value-neutral)[৫] আবার কেউ এর মধ্যে সন্ধান করেছেন পাশ্চাত্যের প্রভাব ('Western bias ')[৬] রিগ্‌সের আদর্শিক(ideal typical) মডেল সমূহের উন্নয়ন সম্পর্কিত মূল্যবোধ-বিমুক্ত এবং প্রতিবেশ-নির্ভর ধারণা(value free & ecological conception) অনেক বাস্তব গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে ।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন মতাবলম্বীরা বলেছেন রিগ্‌স কতগুলো নেতিবাচক বৈশিষ্ট পরিবর্তমান সমাজের উপর আরোপ করেছেন। এবং এই আরোপন মূল্যবোধ-বিযুক্ত ('value laden ') বলা হয়েছে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন, ধর্মঘট, আইনের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসিন্য, উচ্চতর সরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি, শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক আইন লঙ্ঘন, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বৈষম্যমূলক আচরণ, বীমা ব্যবস্থার দৌর্বল্য, কর ফাঁকিদান, মাফিয়া সংগঠন, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসায়, সুবৃহৎ সামরিক বাজেট এবং শক্তিশালী আমলার অস্তিত্ব প্রভৃতি কর্ম-বিমুখীন (dysfunctional) বৈশিষ্ট্য' তিক্র্যাকটেড সমাজ ' বলে চিহ্নিত মার্কিন সমাজেও অস্তিত্বশীল। [৮] এ ক্ষেত্রে এই বিশেষ বা পরিহার্য্য লক্ষণগুলো দিয়ে কি কোন সমাজের বৈশিষ্ট্য বিচার করা সম্ভব ? এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, লক্ষণগুলো আলোচিত হয়েছে তা বাংলাদেশের মত পরিবর্তমান সমাজ ও তার প্রশাসনের ভূমিকায় কতকক্ষেত্রে কখনো কখনো পরিলক্ষিত হতে পারে, যদিও তা দিয়ে হয়তো এই সাধারণীকরণ সমর্থণ করা যাবে না যে সকল পরিবর্তমান সমাজ সর্বক্ষেত্রে এইসব লক্ষণাক্রান্ত হবে। বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যার প্রকৃত তাৎপর্য এবং এক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করবে তা পর্যালোচনার জন্য প্রিজমেটিক তত্ত্বকে শুধু একটি প্রচ্ছন্ন অনুধাবনরূপে বর্তমান গবেষণায় গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও এই তত্ত্বের চরম সাধারণীকরণকে স্বীকার করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

1. J.B.Westcott: "Governmental Organization and Method in Developing Countries " (Passim) in Irving Swerdlow (Edited) Development Administration: Concepts and Problems. (New York: Syracuse University Press, 1963).

2. Philip M.Houser: " Some Cultural and Personal Characteristics of Less Developed Areas " in Irving WSwerdlow (ed): Op.cit.

3. Fred Riggs: Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society (Boston: Hongton Mifflin Co., 1964). Passim.

4. Fred W.Riggs: " An Ecological Approach: The Sala Model ", in Heady nand Stockes (ed): Papers in Comparative Public Administration.

5. Shum Sun Nisa Ali: Eminent Administrative Thinkers (New Delhi: Publishing House, 1981) p. 101

6. Ramesh K. Arora: Comparative Public Administration- An Ecological Perspective (New Delhi: Associated Publishing House, 1979)p. 121

7. Ibid.

8. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকাঃ পূর্বানুমান

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালীর রাকাইনদের সম্পর্কে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে নিরূপিত 'গবেষণা সমস্যা' (Research Problem) এ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পরিলেখ, পটুয়াখালীর জেলা পরিসংখ্যান, সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রাসংগিক সাহিত্য পর্যালোচনা এবং পরিবর্তমান সমাজে প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাত তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত ধারণার বিশ্লেষণে বর্তমান গবেষণা প্রতিপাদ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ পূর্বানুমান উপস্থাপন করা যায় :

ক. পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা

১. রাকাইন সম্প্রদায় নিজস্ব জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন একটি জনগোষ্ঠী, কিন্তু পার্শ্ববর্তী প্রধান জনগোষ্ঠী–বাঙালীরা তাদের পৃথক জাতি সত্তার স্বীকৃতিদানে প্রস্তুত নয় ;

২. নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি বিচারে রাকাইনরা সংখ্যালঘু এবং দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালী মুসলীমদের সাথে তারা সন্নিবদ্ধ (assimilated) হয়নি ;

৩. রাজনৈতিকভাবে রাকাইনদের অবস্থান অবমাননাকর এবং তাদের পরিচয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের ;

৪. শিক্ষাগতভাবে রাকাইনরা পশ্চাদপদ ;

৫. প্রাধান্যকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভূমিগ্রাসের হীন তৎপরতায় রাকাইনরা প্রতারিত ও বঞ্চিতের গুরুতর পরিণতি বরণ করছে ;

৬. বিপর্যস্ত আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে রাকাইনরা নিতান্তই নিরুপায় ও নিরাপত্তাহীন ;

৭. প্রতিকারহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তিতে রাকাইনরা সহায়হীন,

Dhaka University Institutional Repository

৮. কৃষির সাথে ঐতিহ্যগত যোগের কারণে আপৎকালে রাকাইনরা পেশা পরিবর্তন করেনি, হয়েছে অনন্যোপায় ;

৯. রাকাইনরা উন্নয়ন বিমুখী নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং তাদের মনোভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবতা নেই ;

১০. তীব্র অর্থনৈতিক সংকট রাকাইনদের মধ্যে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য ব্যাপকতর করেছে ;

১১ ভৌগলিকভাবে পটুয়াখালীর রাকাইন জনপদ বিচ্ছিন্ন এবং তারা কার্যতর 'দূরদ্বীপবাসী', এবং

১২. সাংগঠনিক শক্তি সংহত করতে পারেনি বলেই পটুয়াখালীর রাকাইন জনপদে এখনো সশস্ত্র উত্থান দেখা দেয় নি তবু এখানে বিরাজ করছে এক নিষুপ্ত বিদ্রোহের নীরব উদ্বেগ ।

খ. প্রশাসনের ভূমিকা

১. প্রশাসন বিধিবদ্ধ নীতি-পদ্ধতির অনুসারী এবং সম্পূর্ণ বিসদৃশ বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থা কাঠামো ও চিন্তাধারা এর অবলম্বন ;

২. অতি আনুষ্ঠানিকতা বা আড়ম্বরধর্মী অবাস্তবতা প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ;

৩. প্রশাসনের কার্যধারা অন্যান্য কাঠামো, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রভাবিত ;

৪. প্রশাসন কাজে ধীর-গামী ও জটিলতার অনুসারী,

৫. সাম্প্রদায়িকভাবে প্রশাসনের সদস্যরা বাঙালী সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট এবং বাঙালী পরিচয়ে উল্লাসিক ,

Dhaka University Institutional Repository

৬. প্রশাসনের ক্ষমতা অতি কেন্দ্রীভূত এবং তা আধিপত্যবাদী,

৭. প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্থ,

৮. কর্ম-শৈথিল্য, নগর মুখিতা ও অনুপস্থিতি প্রশাসনের সভ্যদের মধ্যে ব্যাপক। এ প্রশাসন আত্মমুখী, নিষ্ক্রিয় এবং পরিবর্তন সূচনায় অংগীকারহীন,

৯. প্রশাসন অপেক্ষাকৃত অদক্ষ এবং এর প্রযুক্তিগত কৌশল ও পারদর্শিতা আয়ত্ত নেই,

১০. যোগাযোগের মাধ্যম রূপে বাঙলার ব্যাপক ব্যবহার প্রশাসনকে রাকাইনদের কাছ থেকে দূরবর্তী করেছে, এবং

১১. শ্রেণীগতভাবে প্রশাসনের সভ্যদের সাথে রাকাইনদের অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে এবং সেকারণেও প্রশাসন গণ-বিচ্ছিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গবেষণার লক্ষ্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে রচিত পূর্বানুমানের বিপরীতে বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নমালার উত্তর সন্ধান :

ক. রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা

১. রাকাইন সম্প্রদায়ের জাতিগত সচেতনতার স্বরূপ উদঘাটন এবং তার প্রেক্ষিতে পৃথক জাতিসত্তারূপে বাঙালীরা রাকাইনদের স্বীকৃতিদানে প্রস্তুত কিনা ;

২. নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি বিচারে রাকাইনরা যদি সংখ্যালঘু প্রতিপন্ন হয় তবে তারা সংখ্যাগুরু বাঙালী মুসলীমদের সাথে সন্নিবদ্ধ হতে পেরেছে কিনা ;

৩. রাজনৈতিকভাবে রাকাইনদের অবস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের অবমাননাবোধ রয়েছে কি না ;

৪. শিক্ষাগতভাবে রাকাইনরা পশ্চাদপদ কি না ;

৫. প্রাধান্যকারী বাঙালী জনগোষ্ঠীর ভূমিগ্রাসের তৎপরতায় রাকাইনরা প্রতারিত ও বঞ্চিতের পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে কি না ;

৬. রাকাইন অঞ্চলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত কি না এবং তা রাকাইনদের নিরাপত্তাহীন করে তুলছে কি না ;

৭. প্রতিকারহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তিতে রাকাইনরা সহায়হীন হয়ে পড়ছে কি না ;

৮. কৃষির সাথে ঐতিহ্যগত যোগের কারণে আপৎকালে রাকাইনরা পেশা পরিবর্তনে অসমর্থ হয় কিনা ;

Dhaka University Institutional Repository

৯. রাকাইনরা উন্নয়ন বিমুখী নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিনা বা তাদের মনোভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবতা রয়েছে কিনা ;

১০. ভৌগলিকভাবে পটুয়াখালীর রাকাইন জনপদের বিচ্ছিন্নতা তাদের জীবনধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কিনা ;

১১. অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় রাকাইনদের মধ্যে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ব্যাপকতর হচ্ছে কিনা , এবং

১২. সাংগঠনিক শক্তি সংহত করতে পারেনি বলেই কি রাকাইনরা এখনো সশস্ত্র উত্থানে লিপ্ত হয় নি বা সত্যিই রাকাইন এলাকায় নীরব বিদ্রোহাবস্থা বিরাজ করছে কি ।

খ. প্রশাসনের ভূমিকা

১. পটুয়াখালীর রাকাইনদের ব্যাপারে প্রশাসন বিধিবদ্ধ নীতি পদ্ধতির অনুসারী কি না এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিসদৃশ্য কিনা, ব্যবস্থা, কাজ ও চিন্তাধারায় তার অবলম্বনে নিরূপিত কিনা ।

২. উন্নয়নশীল দেশে অতি আনুষ্ঠানিকতা বা আড়ম্বরধর্মী অবাস্তবতা প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য, পটুয়াখালীর রাকাইনদের প্রেক্ষাপটে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান কিনা ।

৩. প্রশাসনের কার্যধারা অন্যান্য কাঠামো, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হয় পটুয়াখালীর রাকাইনদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আছে কি না ।

৪. উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের দেশে প্রশাসন কাজে ধীর গামী ও নানা জটিলতার অনুসারী । পটুয়াখালীর রাকাইনদের সমস্যার সমাধানে এই ধীরগামীতা ও জটিলতার অনুসারী কিনা ।

৫. প্রশাসন নৈর্ব্যক্তিক নয়, পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষণ, ব্যক্তি ও পারিবারিক সম্পর্ক সূত্রে ভিন্ন আচরণ করে । পটুয়াখালীর রাকাইনদের ব্যাপারে এই আচরণ কি রকম ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাম্প্রদায়িকভাবে প্রশাসনের সদস্যরা বাঙালী সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট এবং বাঙালী পরিচয়ে গঠিত ও উন্নাসিক। পটুয়াখালীর রাকাইনদের সাথে আচরণে উন্নাসিক কিনা ।

৭. প্রশাসনের ক্ষমতা অতি কেন্দ্রীভূত এবং তা আধিপত্যবাদী কিনা ।

৮. প্রায় ক্ষেত্রেই প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্থ । পটুয়াখালীর রাকাইনদের ব্যাপারেও প্রশাসন তার দুর্নীতির থাবা বিস্তার করেছে কিনা ।

৯. কর্মশৈথিল্য, নগর-মুখিতা ও অনুপস্থিতি প্রশাসনের সভ্যদের মাঝে ব্যাপক ও বিস্তৃত কিনা এবং এ প্রশাসন আত্মমুখী, নিষ্ক্রিয় ও পরিবর্তন সূচনায় অংগীকারহীন কিনা।

১০. এখানে প্রশাসন অপেক্ষাকৃত অদক্ষ কিনা এবং এর প্রযুক্তিগত কৌশল ও পারদর্শিতা আয়ত্ত আছে কিনা ।

১১. যোগাযোগের মাধ্যমে রূপে পাকিস্তান আমলে বিজাতীয় ভাষা ও বর্তমানে বাঙলার ব্যবহার ও বিজাতীয় ভাষার প্রশাসনকে রাকাইনদের কাছ থেকে দুরবর্তী করেছে কিনা ।

১২. জাতিগত ও শ্রেণীগতভাবে প্রশাসনের সভ্যদের সাথে রাকাইনদের অবস্থাগত পার্থক্য রয়েছে কিনা এবং সে কারণেও প্রশাসন গণবিচ্ছিন্ন কিনা ।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকাঃ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত

ক. প্রশ্নমালা জরীপ

খ. সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

৯.০ পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা ঃ

প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত

৯.১ প্রশ্নমালা জরীপ

ক. উত্তরদাতার পটভূমি

১)

বৃহৎ কৃষক	মধ্য কৃষক	প্রান্তিক কৃষক	ভূমিহীন	প্রসুতকরণ শিল্প	বেকার	ব্যবসায়	অন্যান্য
৬	১১	২০	৩৩	১	২০	৩	৬

২)

পুরুষ	স্ত্রী
৯০	১০

৩)

স্নাতক	মেট্রিক/এসএসসি	৮ম শ্রেণী পর্যন্ত	৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	অশিক্ষিত
৩	২০	২৫	৪০	১২

খ. প্রশ্নমালা

১) আপনি কি মনে করেন রাকাইনরা একটি পৃথক জাতি ?

হ্যাঁ	না
৯৪	৬

Dhaka University Institutional Repository

২) আপনি কি মনে করেন আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং পৃথক জাতি হিসেবে বাঙালীদের সাথে সংখ্যালঘু রাকাইনরা এক হতে পারেনি ?

হ্যাঁ	না
৯৪	৬

৩) আপনার কি এমন ধারণা হয় যে রাকাইনদের রাজনৈতিক অবস্থান এমন অসম্মানজনক যে তা তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৬৪	১৬	২০

৪) শিক্ষায় কি রাকাইনরা পিছিয়ে আছে ?

হ্যাঁ	না
১০০	X

৫) আপনি কি মনে করেন যে, আশে-পাশের প্রভাবশালী বাঙালীরা রাকাইনদের জমি জমা গ্রাসে লিপ্ত হয়েছে ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৭৭	৩	২০

৬) আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি কি রাকাইনদের নিতান্ত নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে ?

হ্যাঁ	না
৮৭	১৩

Dhaka University Institutional Repository

৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তিতে রাকাইনরা কি নিজেদের সহায়হীন মনে করে ?

হ্যাঁ	না
১০০	X

৮) দুর্যোগের কারণে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও রাকাইনরা পেশা পরিবর্তন করেনি, আপনি এই ধারণা সমর্থন করেন ?

হ্যাঁ	না
৬২	৩৮

৯) অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় রাকাইনদের মধ্যে দারিদ্র ও বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ছে ।

হ্যাঁ	না
১০০	X

১০) রাকাইনরা কি ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন ?

হ্যাঁ	না
৬৪	৩৬

১১) পটুয়াখালীর রাকাইনদের মধ্যে কি এমন অসন্তোষ বিরাজ করছে যে কেবল সাংগঠনিক শক্তির অভাবেই তারা সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়েনি ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
২১	৭	৭২

Dhaka University Institutional Repository

খ. পটুয়াখালীর রাখাইন অভিজ্ঞতা : প্রশাসনের ভূমিকা

১. আপনি কি মনে করেন প্রশাসনের চিন্তাভাবনা, রীতি-নীতি, কাজ কর্মের ধারা ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৫১	১৫	২৬

২. আপনার কি ধারণা হয় যে, প্রশাসনে কাজের চাইতে জাঁক-জমক বা আড়ম্বর খুব বেশী ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৮৭	৩	১০

৩. প্রশাসনের কাজ-কর্মে বাইরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রভাব কি আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৮৫	৪	১১

৪. প্রশাসন কি কাজে দীর্ঘ-সূত্রী, ধীর এবং জটিলতায় আক্রান্ত ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৯৬	১	৩

৫. প্রশাসন কি ব্যক্তি ও পরিবার বিশেষের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৮৫	৪	১১

Dhaka University Institutional Repository

৬.. বাঙালী প্রধান প্রশাসনের সদস্যদের কি নিজ সম্প্রদায়ের সাথে যোগের কারণে আপনি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতে দেখেছেন ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৬০	১৪	২৬

৭. প্রশাসন কি নিজেদের কেন্দ্রে আধিপত্যসূচক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৮৫	৫	১০

৮. সরকারী কর্মচারীদের কি আপনার দুর্নীতি পরায়ণ মনে হয় ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৯৭	X	৩

৯. " প্রশাসনের সদস্যরা কাজে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তারা গ্রামের চাইতে শহরেই থাকতে বেশী ভালবাসেন এবং আপনাদের এলাকা সফরে আসে না।" - আপনি কি এই উক্তিকে সত্য বলে ধারণা করেন ?

হ্যাঁ	না	নিরুত্তর
৯৭	X	৩

Dhaka University Institutional Repository

১০. অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারীতে বাঙলা বা অন্য ভাষা ব্যবহারের ফলে কি প্রশাসনের সাথে রাখাইনদের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে ?

হাঁ	না
১০০	X

৯.২. সাক্ষাৎকার

পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নমালায় সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে যথাযথভাবে অনুধাবন এবং উপাত্তসমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষণের লক্ষ্য বর্তমান জরীপে প্রশ্নমালার সমান্তরালে অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার জরীপও (Unstructured Interview Survey) পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় করা হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাৎকারগুলো সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের আংগিকে ও ভাষায় এখানে পরিবেশিত হল।

২.১. বাবু বাচিন তালুকদার

বাচিন তালুকদার। সাগরসৈকত কুয়াকাটার রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রবীণ ও তাদের মধ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব । কুয়াকাটা সাগর সৈকতে বেড়াতে আসা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময় বাচিন তালুকদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বাচিন তালুকদার বললেন যে, এ পর্যন্ত তার বাড়ী চারবার ডাকাতি হয়েছে । কিন্তু ডাকাতরা ধরা পড়েনি আর ডাকাতির মালামাল আজ পর্যন্ত উদ্ধারও হয়নি। এ ব্যাপারে থানা পুলিশ তাকে বিশেষ কোনো সহযোগিতা করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি কতিপয় বাঙালী প্রভাবশালী লোকের আনুকূল্যে কিছু মুখচেনা 'দাংগাবাজ' লোক নানা কূট-কৌশলে দখল করে নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলছে। একাত্তরের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবস্থায় আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল বলে এই কুকাজ কিছুটা কম ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার পর এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে এবং এ রকম নানা কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র দিন দিন বেড়ে চলছে।

তিনি বলেন, আমরা সংখ্যালঘুরা কোনো কিছু করতে এখন ভয় পাই। সাত-পাঁচ ভাবি। কেননা, স্থানীয় প্রশাসন আমাদের পক্ষে নয়। ফলে আমাদের মুখ বুজে বসে থাকা ছাড়া কোনো কিছুই আর করার থাকে না। আর এই নিরাপত্তাহীনতার কারনেই বলতে পারেন আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশ ছেড়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে বার্মা ও ভারতে। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়ও সংখ্যায় খুবই নগণ্য কিছু সংখ্যক লোক স্থায়ী আবাস গড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে শান্তি বাহিনীর তৎপরতা ও বাংলাদেশ সরকারের সঠিক কার্যক্রমে ব্যর্থতা সেখানে আস্তানা গড়ার প্রচেষ্টাও বিপদজনক হয়ে পড়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে বহুবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা রাঙ্গাইন সম্প্রদায়ই পটুয়াখালীর জঙ্গলাকীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে এই ভূমিকে চাষাবাদের উপযোগী করে তুলি। এ এলাকা ছিল বিপদসংকুল, জঙ্গলাকীর্ণ বিরাণ জনপদ। মানুষ্য বসবাসের উপযোগী ছিল না। আমরাই এই 'লোনা' ভূমিকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করে তুলি। আমাদের পূর্ব পুরুষদের যে অনুহীন পরিশ্রম ও প্রকৃতির সংগে লড়াই করে এই ভূমিকে আবাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছিল এ জন্য আমরা গর্বিত।

তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের সমস্যার শেষ নেই। আমাদের বেঁচে থাকার মূল উৎস আমাদের জমি নানা ষড়যন্ত্র আর মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমাদের জমি অন্যের নামে ভুয়া মিলাম, মিথ্যা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। অথচ জমি আমাদের নামেই রেকর্ডকৃত। এই সব আমরা জানতেও পারিনা। আবার ধরুণ আমাদের জমির পাশে কোনো খাস জমি রয়েছে। অনুমতিতে আমার নামেই দখলকৃত এবং রেকর্ডকৃত। এ জন্য মহামান্য সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

সেলামী ও নিয়মিত খাজনাও দেয়া হয় । দেখা গেল পাশের সেই খাস জমি সরকারের এক শ্রেণীর দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারী অন্যের নামে সেটেলমেন্ট দিয়েছে । আমরা জানতে পারলাম না ।

তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, সরকার এই সব ক্ষেত্রে কোনো জমি নিলাম দিলে তা দখলকৃত মালিককে আগে জানাবেন বলে একটি নিয়ম রয়েছে । কিন্তু আমাদের না জানিয়ে অতি গোপনে এসব জমি নিলাম করানো হয় ।

তিনি বলেন, এসব জমির মধ্যে রয়েছে ঘাসের জমি (Grass Land) বা হালট । ঘাসের জমি সাধারণত গরু মহিষের বিচরণ ক্ষেত্র বা পশু খাদ্যের জন্য অনাবাদী রাখা হয় । আর হালট দিয়ে গরু মহিষ মূল জমিতে নিয়ে যাওয়া হয় । আবার এ ছাড়াও কোথাও কোথাও পাশাপাশি পানি নিস্কাশনও এই হালট দিয়েই করানো হয় ।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এসব খাস জমি সরকারের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের সহায়তায় ভুয়া নিলাম ও বন্টনের মাধ্যমে এমন সব লোকের হাতে এসে পড়ছে যে আমরা এখন আর আমাদের জমিতেই গরু মহিষ নিয়ে যেতে পারছি না । আর গরু মহিষের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন, অর্থাৎ ঘাসের দরকার তাও সংগ্রহ করতে পারছি না । এসব ঘাসের জমি ও হালট প্রায় ক্ষেত্রেই সেটেলমেন্ট বা নিলাম হয়ে যাচ্ছে । আর অন্যদিকে যারা এসব জমির তথাকথিত মালিক হয়ে বসেছে তারা আমাদের মূল জমি নিয়েও টানাটানি শুরু করে । যেমন আল ঠেলে ইচ্ছামত আল তুলে আমাদের জমির উপরও ভোগ বসাচ্ছে ।

মিঃ বাচিন তালুকদার তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সরকার ভূমিহীনদের নামে যে জমি সেটেলমেন্ট দিচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে ভূমিহীনরা পাচ্ছে না । ভুয়া ভূমিহীন সেজে প্রভাবশালীরাই এ জমির মালিক হচ্ছে । পরবর্তীতে তারাই আবার তাদের আসল নামে এই জমি হস্তান্তরিত করছে । এই এলাকায় এরকম শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে । সবচেয়ে মজার ব্যাপার আজ পর্যন্ত কোনো রাকাইন জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন কৃষক কোনো জমি পায়নি । তিনি বলেন যে, আরো বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের মূল ভিটের জমি কিংবা চাষের নাল জমির ভুয়া নিলাম । তিনি বলেন, বরিশাল সেটেলমেন্ট অফিসকে বলা হয় 'ভুয়া রেকর্ডের কারখানা' । এই অফিসের কতিপয় দুর্নীতিবাজ

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারী/কর্মকর্তার সহায়তায় স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী লোক আমাদের জমি গোপনে মিথ্যা নিলাম করিয়ে নিচ্ছে । এ সব ক্ষেত্রে তখন আমাদের মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। আর এই মামলা মোকদ্দমা করে আমরা একদিকে সর্বশান্ত হচ্ছি, অন্যদিকে নানা হুমকির মুখে নিরাপত্তাহীন উদ্বিগ্ন জীবন-যাপন করছি ।

তিনি বলেন, ধরুন মামলায় আমরা জয়ী হলাম। কিন্তু জমির দখল আর তখন আমাদের হাতে নেই। আবার দেখা গেল, এক মামলায় জিতলেও ঐ সব লোকেরাই আবার ঐ জমির আর একটা ভুঁয়া নিলাম অন্য একজনের নামে দাঁড়া করিয়েছে । ফলে নতুন করে আবার আমাদের মামলা করতে হয় । আর এই মামলা মোকদ্দমার চক্রজালে জড়াতে জড়াতে হালের মোষ, গরু, ঘরের টিন, যৎ সামান্য গয়না-গাটি বিক্রী করে যেমন সর্বসান্ত হচ্ছি, তেমনি এইসব ক্ষেত্রে এক সময় হতাশ হয়ে অনেকেই দেশান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে ।

সত্যি বলতে কি, আমাদের না আছে লোকবল না আছে সরকারী মহলের সহযোগিতা। তিনি প্রশ্ন করেন, এ অবস্থায় আমরা এখন কি করবো ? কি পথ খোলা আছে আমাদের জন্য ? ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যে জোর যার মল্লুক তার। এটা কি মগের মল্লুক পেয়েছো'— এই ঐতিহাসিক প্রবাদ বাক্য এখানে এখন উল্টো হয়ে গেছে !

২.২. বাবু সুন অং-জাঁ

বাবু সুন অং - জাঁ (Tun-Aung-Zax)বর্তমানে খেঁপুপাড়া উপজেলা শহরে থাকেন । একজন সমাজ সেবক এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব । চুয়াত্তর বয়সের এই বৃদ্ধ বয়সের ভারে নুব্জ্য। নানা অভিজ্ঞতার অধিকারী। দেশ ভাগের পূর্বে তিনি রেংগুনে সংবাদ পত্রে চাকরী করতেন । তারপর তার দীর্ঘ জীবনে তালতলী স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। মূলতঃ তিনি ইংরাজী ও আরবী ভাষার শিক্ষক ।

বাবু সুন অং জাঁ অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। আন্তর্জাতিক-ভাবে যখন মস্কো ও পিকিং এর সম্পর্কের ফাটল ধরে এবং এদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিও ভাগ হয়ে যায়, তখন থেকেই তিনি আর কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত নেই । এ ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন ধরেই তিনি নিরবতা পালন করে আসছেন । বর্তমানে তিনি অসুস্থ ও অবসর জীবন-যাপন করছেন ।

বাবু সুন অং খাঁ পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দুরাবস্থার কথা তার দীর্ঘ বর্ণনায় ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন যে,আমাদের রাখাইন সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি সংক্রান্ত সমস্যার শেষ নেই । এত সমস্যা যে তা 'আরব্য রজনীর ' গল্পের মত বলে শেষ করা যাবে না ।

তিনি বলেন, নানা ছল চাতুরীর মধ্য দিয়ে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক সহজ সরল রাখাইন সম্প্রদায়ের জায়গা জমি হাত করছে । ভুয়া নিলাম, জাল দলিল, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা সাক্ষী ইত্যাকার নানা শয়তানি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিরীহ রাখাইন সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি-সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে এ সব প্রবঞ্চকরা ।

তিনি বলেন, বাঙালী দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও প্রভাবশালীদের এইসব বানোয়াট কাগজপত্র জাল-জালিয়াতির বিরুদ্ধে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা মামলা মোকদ্দমা করেও তার সুবিচার পায়না । জমির দখল দিনের পর দিন হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে । অন্যদিকে সিভিল কোর্টে বছরের পর বছর এইসব কেস ঝুলতে থাকে । আর এ দিকে নিজের ক্ষেতের ফসল থেকে বঞ্চিত হয় দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ট রাখাইন সম্প্রদায় । প্রভাবশালী দাংগাবাজ লোকের জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না ।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের এমন কোনো পরিবার নেই, যে পরিবারের জায়গা জমি সংক্রান্ত কোনো না কোনো সমস্যা কিংবা মামলা মোকদ্দমা নেই । প্রতিটি পরিবার এ সংক্রান্ত নানা সমস্যায় জর্জরিত ।

তিনিও বরিশাল সেটেলমেন্ট অফিসকে 'ভুয়া নিলামের কারখানা' হিসাবে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, জমি হাতছাড়া হওয়া ও তা ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন নানা রকম অসহযোগিতা ও বিমাতাসুলভ আচরণ করেন । আমাদের সম্প্রদায়ের বহু জায়গা জমি হাতছাড়া হয়েছে শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসনের নিরব ভূমিকা ও বিমাতা সুলভ আচরণের কারণেই ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এ ব্যাপারে বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে, '৭৬ সালে আমি তখন মোটামুটি হাঁটতে চলতে পারি। এখনকার মত এতটা অসুস্থ নই। সময় ডিসেম্বর মাস, আমন ধান কাটার মৌসুম শুরু হয়েছে। থেঁগুপাড়া উপজেলার মুলু-খেইন পাড়ায় রাকাইন সম্প্রদায়ের দুই ভাই চন্দন তালুকদার ও চয় মং তালুকদারের সাড়ে ২৬ একর জমি ৯৬ ধারার পরিপন্থী ভূয়া দলিল হয়। এই মিথ্যা দলিলের বিরুদ্ধে পটুয়াখালীর সিভিল কোর্টে কেস হয়। আদালত আসামীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এবং বলা হয় কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাদীরা জমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তারা সে কথা শুনতে রাজী নয়। তখন আমি নিজে বাদীর পক্ষ হয়ে থানায় এক, আই, আর করি। এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের ইংজাংশন রয়েছে।

থানার পুলিশ উৎকোচ নিয়ে কেস ফাইল করে এবং একজন দারোগা ওয়ার্নিং নোটিশ জারী করবেন বলে জানানো হলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমাদের পক্ষে ইংজাংশন থাকা সত্ত্বেও এবং পুলিশ আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয়া সত্ত্বেও ওদের ধানকাটার সুযোগ করে দিল।

ঠিক একই সময় বিভিন্ন মৌজায় ১২টি স্থান থেকে আরও এ ধরনের খবর আসে। আর পুলিশ টাকা খেয়ে ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রতিবারই প্রতিপক্ষকে ধান কাটার সুযোগ করে দেয়। অথচ সেই ধান ফলিয়েছিল বাদী রাকাইন সম্প্রদায়ের কেউ। এ সব ঘটনার পর শেষে আমি বাধ্য হয়ে ডিসি ও এসপি'কে টেলিগ্রাফ করি এবং স্পেশাল অফিসার প্রেরণ করার জন্য বলি। তারা টেলিগ্রাফ পেয়ে এসডিও এবং ওসিকে জানালেন। ওসি এসে উল্টো আমাদের শাসানো শুরু করে। এবং কোনো ব্যবস্থা না নিয়েই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পাঠায়। আর সকল ফোর্স উইথড্রো করে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, ঠিক এর দু'দিন বাদে তালতলীতে অগ্রণী ব্যাংকের শাখা খোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসি এসপি এলেন আমিও সেখানে এলাকার একজন গণ্যমান্য অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হই। এবং তাদেরকে পূর্বাপর ঘটনা বলি। তারা উল্টো আমাদের দোষারূপ করতে থাকেন। আর 'ক্রাইম জিরো জোন' (?) হিসাবে অনুর্ভুক্ত করেন। যা ছিল সত্যিই হাস্যকর ও দুঃখজনক। পরবর্তীতে আমাদের বিরুদ্ধেই গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। বরগুণাতে মামলা চলে। আমরা

Dhaka University Institutional Repository

মামলা চলাকালীন সময় কোর্টে আত্মসমর্পন করি। তিনি বলেন, এসব ব্যাপারে পরবর্তীকালে আমরা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কানে তুলি এবং তিনি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানের তিন ধারায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে। বর্তমানে পাশাপাশি ইংরেজী ভাষারও ব্যবহার চলছে। কিন্তু এ দু'টোর কোনোটাই আমাদের ভাষা নয়। আমাদের ভাষার কোনো স্বীকৃতি নেই। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমরা পিছিয়ে আছি এবং তা থাকাটাই স্বাভাবিক।

মিঃ সুন অং জাঁ বলেন, আমাদের এসব অন্তহীন সমস্যার কোনো শেষ নেই, অথচ সমস্যার সমাধান হওয়া একান্ত দরকার। আর এ সব সমস্যার সমাধান একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই হওয়া সম্ভব।

২.৩ বাবু তাহান

রাখাইন সম্প্রদায়ের যুবনেতা বাবু তাহান পটুয়াখালী বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক এবং তালতলী পাড়াস্থ বৌদ্ধ কালচারাল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক।

একজন রাজনৈতিক সচেতন সমাজকর্মী বাবু তাহান পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের নানা সমস্যা সমাধানকল্পে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তিনি তার আলোচনার নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাখাইনদের গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নানাভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পূর্বেও যেমন আমাদের উপর পীড়ণ হয়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও আমাদের উপর নেমে আসে নানা উৎপীড়ণ লাঞ্ছনাও নির্যাতন। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুক্তিযুদ্ধের নামধারী কতিপয় মুখচেনা দুস্কৃতিকারী আমাদের পাড়াগুলো লুঠ করে টাকা পয়সা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382804

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় মেয়েদের উপরও অত্যাচার চলে । এসব ব্যাপারে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা দারুণ 'সেনসেটিভ' । সে সময় তারা অংকুজান পাড়া, কবিরাজ পাড়া ও সাতনপাড়া সর্বস্ব লুঠ করে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে যায় । আবার একাত্তুরের নয় মাসের মধ্যে রাজাকার, আল-বদররা আমাদের সবগুলো পাড়া লুঠ করে ও নির্মম অত্যাচার চালায় ।

অথচ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের সম্প্রদায়ের তরুণরা যেমন সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেয়, তমনি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও খাদ্য সরবরাহ করে । এ ছাড়াও শত শত হিন্দু নারী পুরুষকে আমাদের পাড়াগুলোতে আশ্রয় দেয়া হয় এবং তাদেরকে বড় বড় জেলে নৌকায় আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সমুদ্র ও সুন্দরবনের গহীন জঙ্গালের ভেতর দিয়ে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয় সে ইতিহাস কোনোদিনও লেখা হবে না ।

বাবু তাহান বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর আবারও তথাকথিত 'বাহিনী'র লোকেরা আমাদের পাড়াগুলো লুঠ করার চেষ্টা করে । তখন আমরা যুবকরা রাতের পর রাত বন্দুক হাতে পাড়া পাহারা দিয়ে শক্ত হাতে এসব মোকাবেলা করেছি । অবশ্য এখনো যে পাড়া পাহারা দিতে হয় না তা কিন্তু নয় ।

তিনি বলেন, সত্যি বলতে কি একাত্তুরের পর থেকেই আমাদের নিরাপত্তাহীনতার 'রোগ' বাসা বেঁধেছে । এর আগে পয়ষট্টির প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়, সত্তর সালের জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে আমরা যেমন বিপর্যস্ত তেমনি একের পর এক স্থানীয় টাউট বদমায়েশদের অত্যাচার পীড়ণ চলছে । যেমন মিথ্যা মামলা, জাল দলিল, ভুয়া নিলাম, প্রবঞ্চনা ও নানাবিধ চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের জায়গা জমি হাতছাড়া করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা পীড়ন করে এদেশ থেকে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের বিতাড়িত ও উৎখাত করতে চাইছে এবং অনেকে ইতিমধ্যে এদের ফাঁদে পড়ে সবকিছু খুইয়ে দেশান্তরী হয়েছে ।

বাবু তাহান তার দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, জায়গা জমি সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা ছাড়াও আমাদের উপর চলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পীড়ণ । এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন কখনো নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আবার কখনো প্রতিপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, আমরা মনে করি এসব সমস্যার সমাধান হতে হলে তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এর একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি বলেন, যদিও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে মনে হতে পারে যে, দেশে সংখ্যালঘুদের কোনো সমস্যা নেই এবং বহির্বিশ্বে এমন একটি চিত্র ও ধারণাই তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে যে, সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। অন্ততঃ পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে এই সমস্যাটি যেন হিমালয়ের চেয়েও ভারী।

তিনি উল্লেখ করেন যে, আমাদের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এখন আর সেই ছি'চল্লিশ সাতচল্লিশ সালের মতো খুন-জখম দাংগা-হাংগামা কিংবা দলবেঁধে ঘরে আগুন দেয়া বা লুঠতরাজের মতো স্থূল আকারে বা ক্রুড ফর্মে নেই। কিন্তু এখন অন্যভাবে নানা কর্মে সূক্ষ্ম-কৌশল আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ও আমাদেরকে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে। সব হারিয়ে আমরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছি।

তিনি বলেন, প্রভাবশালী বাঙালীরা আমাদের সত্য মানুষ বলে মনে করেন না। তারা আমাদের খুবই হেয় চোখে দেখেন। রাগ করলে তারা তাদের ছেলেমেয়ে কিংবা কোনো প্রতিপক্ষকে 'মগের বাচ্চা'* বলে গালি দিতে পছন্দ করেন।

এছাড়াও স্থানীয় বাঙালীদের ভাষায় এরা 'জংলী' বলে বিবেচিত। অথচ এই রাখাইন সম্প্রদায় জংগলের অধিবাসী নয়, সমতল ভূমির লোক। তিনি প্রশ্ন করেন এ রকম অবস্থা কতদিন চলবে? বাবু তাহান উল্লেখ করেন যে, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উল্লেখিত সমস্যার সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার জীবনাবসান হয়।

---

* ব্যক্তিগতভাবে এই গবেষক যখন আগাঠাকুর পাড়ায় যাচ্ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, পথেকোনো এক বাঙালী চাষী ক্ষেতের কাজ ঠিকমত করতে না পাড়ায় সে তার ছেলেকে 'মগের বাচ্চা মগ' বলে গালাগালি করতে থাকেন। হাটে-মাঠে এ দৃশ্য অহরহই ঘটে থাকে বলে প্রতীয়মাণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ বাবু অংকুজান (Babu Aungkyaw Zan)

বাবু অংকুজানের বয়স সত্তুর বছর। তালতলী এলাকার রাকাইন সম্প্রদায়ের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বড়বগী ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। সে সময় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

বাবু অংকুজান বলেন, আমতলী উপজেলার এই বড়বগী ইউনিয়ন ১৯৬১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের আগে ১৪ হাজার ভোটার ছিল, ৪৮টি রাকাইন পাড়া ছিল, আর আজ মাত্র গোটা কয়েক হাতেগোনা নাম মাত্র পাড়া আছে। আর লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'হাজারে।

তিনি বলেন, বড় বগীতে আগে মাত্র দু'ঘর মুসলমান ছিল, এটা পাক-ভারত ভাগ হবার ঠিক আগে ৪৭ সনের কথা বলছি। আর সবাই ছিল রাকাইন সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাবু অংকুজান বলেন, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজনের দেশত্যাগ শুরু হয়েছে ৫৭-৫৮ সাল থেকে। সে সময় ধান হয় নাই, আক্রমণ আর আকালের ভয়ে দলে দলে দেশত্যাগ শুরু করে। এরপর ৬১ সালে ও ৬৫ সালে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর মানুষ মারা যায়। তখন ওয়াপদার ভেরী বাঁধ ছিল না। জলোচ্ছ্বাসে ঘর-বাড়ী গরু-মহিষ মানুষজন সব সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে বীজ ধান ও গরু-মহিষের অভাবে জমি-জমা চাষ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে পরবর্তীতে আবার দুর্ভিক্ষের ভয়ে মানুষজন দলে দলে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এ ছাড়া সত্তুর সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কথা নাইবা বললাম।

তিনি বলেন, পঞ্চাশ-ষাট দশকে বার বার ঘূর্ণিঝড়ের কবলে আমরা সমুদ্র উপকূলীয় রাকাইন সম্প্রদায় যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তা ছাড়াও নানা জায়গা থেকে মতলব বাজ লোকজন নানা অসৎ উদ্দেশ্যে এই এলাকায় জড়ো হতে শুরু করে ষাট ও

Dhaka University Institutional Repository

সত্তুর দশকের দিকে। আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় এটাই মনে হয়েছে যে, এরা আসে জায়গা জমির সন্ধানে। কিভাবে সহজ সরল ভিন্ন ভাষাভাষী রাকাইনদের জমি হাতছাড়া করা যায়— উদ্দেশ্য তাদের এটাই ।

বাবু অংকুজান বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের সম্প্রদায় সে কি গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে তা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন । অথচ যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে ও যুদ্ধকালীন সময় আমাদের পাড়াগুলো ব্যাপকহারে লুঠ করে আমাদেরকে সর্বসান্ত করেছে ।

তিনি বলেন, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন নানা কারণে আজ দেশ ছাড়া হচ্ছে। তার প্রধান কারণগুলো আমার যা মনে হয়েছে তাহলো: জায়গা জমি ও বিষয় সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা, স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অসহযোগিতা ও বিচার বিভাগে ন্যায্য বিচার না পাওয়া, ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পীড়ণ ও রাজনৈতিকভাবে সচেতনতার অভাব ও এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতা । আর এসব কারণেই আজ অনেকে দেশ ছেড়ে বার্মায় চলে যাচ্ছে ।

বাবু অংকুজানের কাছে দেশ ত্যাগের কোনো ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার পিতৃ পুরুষের তিটেমাটি ছেড়ে আমি যাই কেমন করে ?

বাবু অংকুজানের ৪ ছেলে ২ মেয়ে । মেজ ছেলে ডাক্তার এবং সেনাবাহিনীর মেজর । এক ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে আছে । বড় ছেলে মেট্রিক পাশ করে গৃহস্থালীর কাজ করে । ছোট ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে । মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন । দু'মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে । বাবু অংকুজান বলেন, আমরা নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত । বিশেষ করে রাকাইন সম্প্রদায় বলে স্থানীয় প্রশাসন আমাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতা করেনা ।

তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসন প্রভাবশালী বাঙালীদের অনুকূলে এবং তারা নানাভাবে দুর্নীতি-গ্রস্থ । যেমন ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগকালে সরকারের দেয় বীজ কেনার টাকা, রিলিফ এসব এরা আত্ম-সাৎ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, নবনজনিত এলাকা বিধায় ইউনিসেফের সহযোগিতায় সরকার থেকে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য কম মূল্যে গভীর নলকূপ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু রাখাইন এলাকায় এগুলো খুবই কমই সরবরাহ করা হয়েছে। সার্বজনীনভাবে এগুলো সরবরাহ না করে প্রভাবশালীদের বাড়ীতে এগুলো সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি ঋণ, তাঁত ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে রাখাইনরা নানাভাবে অবহেলিত এবং এসব ব্যাপারে প্রশাসনের দারস্থ হলে ঘুষ দিতে হয়।

তা ছাড়াও স্থানীয় আইনশৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে বিমাতা সুলভ আচরণ করে। যেমন থানায় কোন কেস দিতে গেলে তারা কেস নেয় না। তিনি উল্লেখ করেন, নানা ক্ষেত্রে নানারকম দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও কর্মকর্তারা কাজে কর্মে টাকা চায়। আর দুর্গম এলাকা বলে আমতলী উপজেলাকে দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও কর্মকর্তারা 'সোনার খনি' নামে অভিহিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ হান নাক্ট সেইন

ডাঃ হান নাক্ট সেইন রাক্ষাইন সমাজে একমাত্র উচ্চ শিক্ষিত মহিলা হিসাবে পরিচিত। তিনি বর্তমানে পি জি হাসপাতালে তাঁর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী সমাপ্ত করছেন। বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি তাঁর এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ হাননাক্ট সেইন এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

প্রশ্ন : আপনি রাক্ষাইন সমাজে একজন অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা বলে পরিচিত। আপনি কি মনে করেন ভবিষ্যতে পটুয়াখালীর রাক্ষাইন মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব ?

ডাঃ হানঃ রাক্ষাইন সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। বর্মী/রাক্ষাইন ভাষায় প্রত্যেকটি রাক্ষাইন লিখতে ও পড়তে পারে। আমরা আমাদের নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে তেমন সাহায্য করবে না। তবুও যেহেতু সমাজে শিক্ষার ভিত্তিটা আছে, সেহেতু শিক্ষার উৎকর্ষতা সেখানে বৃদ্ধি করা খুবই সম্ভব। উচ্চতর শিক্ষা ছাড়া রাক্ষাইন সমাজে ব্যবসা শেখার সুযোগ মিলছে না। এর খুব চাহিদাও আছে। যাইহোক, শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা করার জন্য বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন।

আমি সুপারিশ করবো রাক্ষাইন ভাষাকে সরকার যাতে স্কুল পর্যায়ে স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা করে। এটি সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে রাক্ষাইনদের খুবই সাহায্য করবে।

এ কথাও সত্যি যে, রাক্ষাইন ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণও সম্ভব নয়। তবে স্কুলে দু'টি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা চালু করলে শিশুরা রাক্ষাইন সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবে। এর ফলে, রাক্ষাইন শিশুরা একদিকে তেমন শিক্ষার ভিত্তি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারবে অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও তারা পারদর্শী হতে পারবে।

প্রশ্ন : জমির মালিকানা বর্তমানে রাক্ষাইন সমাজের একটি বড় সমস্যা। এ ছাড়া অন্য আর কোন সমস্যা আছে কি ?

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ হানঃ আমাদের এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ । যার ফলে দেশ ও জাতির সংগে একটা বিচ্ছিন্নতা থেকে যাচ্ছে । আর দেশও রাকাইনদের সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে ।

ব্যবসা শেখারও তেমন সুযোগ নেই । যদিও এর চাহিদা দেশে ও বিদেশ রয়েছে । ব্যবসা শিখতে পারলে রাকাইনদের জমির ওপর নির্ভরতা অনেকাংশে কমে যাবে । এ ছাড়া শিক্ষার সমস্যাতো আছেই । খুব ভালো হয় যদি স্থানীয় এলাকায় ব্যবসা শেখার জন্য একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলা যায় ।

কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও রাকাইন সমাজ পিছিয়ে আছে । আমাদের দেশে মধ্য ষাটের দশকে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলেও দু'দশক পরেও রাকাইন সমাজ পুরনো পদ্ধতির ওপরই নির্ভরশীল । সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে রাকাইনদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যত তৈরী সম্ভব ?

ডাঃ হানঃ জ্বী, সম্ভব ।

প্রশ্ন : সরকার রাকাইনদের অবস্থা পরিবর্তনে কি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন ?

ডাঃ হানঃ আমরা অপরাপর বাংলাদেশীদের মধ্য হতে আলাদা কিছু নই । অন্যান্যদের মতো অনিশ্চয়তার প্রশ্ন আমাদেরও আছে । সরকার একটি গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার পাওয়ারযোগ্য বিভিন্ন খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারে । সবকিছু নিয়ে চিন্তা করে তালগোল না পাকিয়ে এভাবে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করাই শ্রেয় বলে মনে করি । এ ব্যাপারে আমাদের সমাজ সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত ।

প্রশ্ন : অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কি রাকাইনদের সাহায্য করতে পারে ?

ডাঃ হানঃ স্ব-নির্ভরতা সব সময়ই আমাদের জীবনের একমাত্র পাথেয় ছিল । তবুও কেউ যদি সাহায্য করতে চায় আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাবো । আমরা বহিরাগতদের ব্যাপারে কখনোই শত্রুভাবাপন্ন নই ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন : রাকাইন মহিলাদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায় বলে মনে করেন ?

ডাঃ হানঃ আমাদের জীবনযাত্রা প্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণের মতোই উদার । নারী ও পুরুষকে রাকাইনরা আলাদা চোখে দেখে না । মোদ্দা কথা হলো, সমাজের সঠিক অবস্থার যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদেরও পরিবর্তন সাধন হবে ।

প্রশ্ন : আপনি কি সমাজে ফিরে গিয়ে, আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে রাকাইনদের সেবা করার কথা ভাবছেন ?

ডাঃ হানঃ রাকাইনদের সেবা করা আমার আজীবনের ইচ্ছা । যদিও বর্তমানে কিছু সমস্যার কারণে আপাততঃ আমাদের সমাজে গিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তবুও একদিন আমি সমাজে গিয়ে আমার ইচ্ছা ও স্বপ্ন পূরণ করবো । আমি আমার প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ এবং এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ

পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের ভূমি সমস্যা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা- বিষয় সমীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশে ভূমিই অস্তিত্বের প্রথম শর্ত',[১] কেননা, ভূমিকে ঘিরেই আবর্তিত এ দেশের ভূমিনির্ভর মানুষের উপজীবিকার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক বিকাশ, সামাজিক সাম্য এবং নির্বিরোধ জীবনযাত্রার প্রসংগ ও অনুষঙ্গ। 'ভূমি-ক্ষুধা' ('Land hungry') বাংলাদেশে 'ভূমি-মনুষ্য অনুপাতের' ('man-land ratio') মাত্রাগত তারতম্যের কারণেই ভূমির অভাবের তীব্রতা অনুভূত। অপরিবর্তিত ভূমির উপর অতিদ্রুত প্রবল হয়ে ওঠা জনসংখ্যার চাপের দরুণ জনসংখ্যাকে ভূখন্ডের সর্বত্র আনুপাতিকভাবে বন্টন করে দেবার অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সমানুপাতে ক্রমবর্ধমান ভূমি মূল্যের প্রেক্ষাপটে সমাজের শক্তিধর মানুষেরা ভূমি গ্রাসের তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। ভূমি গ্রাসের জন্যেই উদ্ভূত হয়েছে ভূমি বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির বিপর্যয়, ভূমিহীনতা, দারিদ্র, শ্রেণীগত অসন্তোষ প্রভৃতি অসংখ্য সমস্যার প্রকোপ।

ভূমি ব্যবস্থার এই প্রেক্ষিতে পটুয়াখালীতে রাকাইন সম্প্রদায় প্রবল সমস্যার মুখোমুখি। ভূমির স্বত্ত্বে-স্বার্থে-আয়ে ভূমির হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার অনিবার্য প্রভাব রয়েছে বলে রাকাইনদের ভূমি সমস্যা তাদের বহু সামাজিক সমস্যার মূল কারণ।

ক. রাকাইনদের বসতিস্থাপন ও ভূমি-অধিকার

রাকাইনরা পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের প্রথম নিবাস গড়ে তুলে বলে তারা দাবী করেন।[২] তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে দু'টি স্রোতে রাকাইনরা পটুয়াখালীতে বসতি স্থাপন করে :

(১) রাকাইন কিংবদন্তী মতে ১৮ শতকের শেষপাদে (রাকাইন যুব নেতা তাহাদের ধারণায় ১৭৮৪ সালে) আরাকানের মেঘাবতী হতে পালিয়ে আসা ১৫০টি রাকাইন পরিবার প্রথম বসতি গড়ে তুলেছিল রাঙাবালী দ্বীপে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ঐতিহাসিক ইউলিয়াম হান্টার ও জি ই হার্তের সমসাময়িক তথ্যেও পরিদৃষ্ট হয় ১৮ শতকের শেষপাদে (হান্টার) ১৭৮৯ সালে (হার্তে) বৃটিশ সরকার জঙ্গল পরিস্কার ও ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে রাকাইনদের সুন্দরবন অঞ্চলে পুর্নবাসিত করেন ।

পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বনভূমিকে আবাদযোগ্য করে ভূমির স্বত্বাধিকার অর্জন করেছে যে রাকাইনরা, এ ভূমিতে তাদের প্রথম অধিকার । কারণ তাঁদের শ্রমেই উৎপাদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে এ ভূখন্ড ।

ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত হয়েছে, 'যে খেঁপুপাড়া-কলাপাড়ায় অধিকাংশ রাকাইন অধিবাস তা ঐতিহাসিকভাবেই তাঁদের সাথে সম্পর্কিত । কলাপাড়া মূলতঃ সুন্দরবনে আবৃত ছিল এবং এ বনাঞ্চল বর্তমান কলাপাড়া থানা ও এর দক্ষিণাংশ বড়বগী ও করই-বাড়িয়া ইউনিয়নসমূহে বিস্তৃত ছিল । কলাপাড়া মগ প্রধান কলামাতব্বর এবং খেঁপুপাড়া অন্য একজন মগপ্রধান খেঁপুর নামে পরিচিত হয় ।'[৩]

পটুয়াখালীর বর্তমান রাকাইন অঞ্চল কলাপাড়া, আমতলী, গলাচিপা, বরগুণায় এভাবে ধীরে ধীরে ও অপমৃত বনভূমিতে উপকূলীয় পলিসঞ্চিত ভূমিতে রাকাইনরা তাদের বসতি বিস্তৃত করে । রাকাইনদের দিয়ে সূচিত জঙ্গল-উদ্ধার ও পত্তিতাবাদ বৃটিশ সরকার আরো ব্যাপকতর করতে প্রয়াসী হন । ভূমির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ করযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বৃটিশ সরকারকে চট্টগ্রাম হতে ২৪ পরগনা পর্যন্ত পত্তিতাবাদ বিস্তৃতকরণে উৎসাহিত করে ।[৪] কিন্তু পত্তিতাবাদ অত্যন্ত ব্যয় বহুল, কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ এবং সময়-সাপেক্ষ ছিল বলে এই কাজকে উৎসাহিত করার জন্যে সরকারকে ভূমিতে আবাদকারদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হয় ।[৫] কিন্তু পত্তিতাবাদের ব্যয়ের বাহুল্য ও সময়-সাপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী রাজস্ব আদায়ে সুর্যাস্ত আইনের (বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন, ১৮৫৯) কবল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবাদকার জমিদারদের সৃষ্টি করতে হয় পত্তনী তালুক ।[৬] ঝুঁকি লাঘব করা বা পুঁজির যোগানদান অথবা উভয় কারণেই আবাদকার তালুকদার সৃষ্টি করে উসত বা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ডিগ্রীর তালুকদার । উপত তালুকদারেরা সৃষ্টি করে নিম উপত বা তৃতীয় ডিগ্রীর তালুকদার ।

তালুকদারী স্বত্বের পর সৃষ্টি হয় হাওলাদার, হাওলাদার সৃষ্টি করে নিম হাওলা এবং তারপর সৃষ্ট হয় উপত নিম হাওলা । এভাবে বহুস্তরে বিন্যস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীরা সুন্দরবনে আবাদকে সম্ভব করে ।

ঝেঁপুপাড়ার রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডে দেখা যায়, ১৯০৭ সনে কলাপাড়া-ঝেঁপুপাড়া অঞ্চলে উপনিবেশ ('colonisation') সূচিত হয় । দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বনভূমি উদ্ধার করে বসতিস্থাপনকারী রাকাইনদের এই উপনিবেশনের শুরুতে অন্যত্র অপসারণ করা হয় ।[৭] উপনিবেশনের সূচনায় ১৯০৭ সনে ভূমির উপর কোন খাজনা ছিল না । প্রথম সি এস জরীপের পর (ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে) ভূমির উপর কর আরোপিত হয় । চকমারিয়া ও লালুয়া ইউনিয়নগুলো ছিল মহেন্দ্রনাথ শাহ ও অন্যান্য এবং লালুয়া ছিল দত্তদের খাজনা আদায়কারী স্বার্থভুক্ত । এই খাজনা আদায়কারীদের স্বার্থ ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে অধিগৃহীত ('acquired') হয় । কলাপাড়া উপজিলার অন্যান্য অঞ্চল ছিল খাস মহালভুক্ত এবং জনসাধারণ সরকারের বরাবরে খাজনা আদায় করতো ।

১৯৪৫ - ১৯৫০ সন পর্যন্ত পরিচালিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট অপারেশনে দেখা যায় এ অঞ্চলে ৮৫% রায়ত (tenure holder) দের অধীন এবং জেলার দক্ষিণাঞ্চলেই আবাদকারীরা ('tenure holder') অধিক বিদ্যমান ছিল । উদ্ধারকৃত ভূমিতে tenure holder-দের অনুপস্থিতি বহুস্তরে বিশিষ্ট মধ্য-স্বত্বাধিকারের জন্ম দেয় । ১৮৭১ সালে এই স্তর ছিল ৪টি, ১৯১১ সালে ২০টি এবং ১৯৫০ সনে তা ৫০টিতেও বেড়ে থাকবে ।[৮]

১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে পটুয়াখালীর রাকাইনদের বাংলাদেশের 'মগ' অভিধায় আদিবাসী ('aboriginal') রূপে স্বীকার করে ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষায় নিম্নবর্ণিত ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

" ৯৭ (১) সরকার সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধান নিম্নবর্ণিত আদিবাসী গোত্র বা উপজাতির ক্ষেত্রে এ ঘোষণার নির্দেশমতে প্রযোজ্য হবে এবং এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে ঐরূপ গোত্র বা উপজাতি আদিবাসীরূপে গণ্য হবেন এবং ঐরূপ বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হবে যে এই অনুচ্ছেদের ধারা এই গোত্র বা উপজাতির ক্ষেত্রে যথাযথরূপে প্রযোজ্য হয়েছে । যথা :

সাঁওতাল, বানিয়া, ভুঁইয়া, ভূমিজ, ডালু, গারো, গন্ড, হাদী, হাজং, হস, খারিয়া, খারওয়ার, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোরা, মগ (বাঘের-গন্ড জেলা), মাল ও সৌরিয়া, পাহাড়িয়া, মাচ, মুকা, মুন্ডাই, ওরাঁও ও তুরী ।

(২) এই অনুচ্ছেদের বর্ণিত বিধান ব্যতিরেকে কোন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তার জোত বা তার অংশ বিশেষ হস্তান্তর বৈধ হবে না, যদি না তা বাংলাদেশে নিবেশিত বা স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্য আদিবাসীর নিকট হস্তান্তর করা হয় যাকে ৯০ ধারা মতে ঐ জোত বা জোতের অংশ বিশেষ হস্তান্তর করা যেতে পারে ।

(৩) যদি কোন আদিবাসী রায়ত কোন জোত বা তার অংশ বিশেষ বিক্রয়, দান বা উইলের মাধ্যমে আদিবাসী-ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে ইচ্ছা ঘোষণ করেন, তিনি রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট সেই মর্মে অনুমতির জন্য আবেদন করবেন, এবং রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ আবেদনের উপর ৮৮ ও ৯০ ধারা অনুসরণ সাপেক্ষে তিনি যেরূপ সঠিক বিবেচনা করবেন সেরূপ আদেশদান করবেন ।"

উপরে বর্ণিত ৯৭ ধারায় জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আরো ক'টি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে :

(১) ৯৭ (৩) ধারায় বর্ণিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দলিল রেজিষ্ট্রীকৃত হবে এবং দলিল রেজিষ্ট্রী করণের পূর্বে দলিলের শর্ত সম্পর্কে রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি প্রয়োজন হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) আদিবাসী রায়তের জমি বন্ধকদানের ক্ষমতা শুধু 'খাই খালাসী বন্ধকে' (complet usufrvctuary mortgage) সীমিত থাকবে। তবে বি,কে,বি, বি,এ,ডি,সি ও সমবায় সমিতি হতে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে এই শর্ত কোন বাধা হবে না।

(৩) কোন আদিবাসী বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা নিবেশিত অন্য আদিবাসীর নিকট রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল মূলে ৭ বছর পর্যন্ত খাই খালাসী বন্ধক প্রদান করতে পারবেন।

(৪) কোন আদিবাসী কর্তৃক এই আইনের সাথে সংগতিহীন কোন হস্তান্তর বৈধ হবে না। এরূপ হস্তান্তর করা হলে রাজস্ব কর্মকর্তা লিখিত আদেশে কারণ দর্শানোর সুযোগদান সাপেক্ষে গ্রহিতাকে (transfere) উচ্ছেদ করতে পারবেন। উচ্ছেদকৃত ভূমি তিনি জমি হস্তান্তরকারী আদিবাসী বা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন, কিংবা তাদের ব্যর্থতায় ঐ জমি সরকারে অর্পিত ঘোষণা করতে পারবেন।

(৫) সার্টিফিকেট নিলাম-ভিন্ন কোন আদালত আদিবাসীদের জমি নিলাম বিক্রীর আদেশ দিবেন না।[৯]

রাকাইনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং 'রাকাইনদের স্বার্থে জারীকৃত' বলে বিঘোষিত উল্লেখিত আইনের ধারাগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ পর্যালোচনা করলে রাকাইনদের ভূমি সম্পর্কিত সমস্যার একটি দিক উদ্ভাসিত হবে। রাকাইনদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার মূলে এ ভূমি সমস্যা নিহিত বলে বর্তমান গবেষণায় এর আলোকে অন্যান্য সমস্যা পর্যবেক্ষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ - এর উল্লেখিত ধারায় ভূমি কেবল রাকাইনদের কাছে হস্তান্তর করা এবং অন্যথায় এ হস্তান্তরকে রাজস্ব প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষ করার ফলাফল নেতিবাচক হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। কেননা একেত্রে রাকাইনদের ভূমির বাজার কেবল

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন সম্প্রদায়ে সীমিত এবং সাধারণভাবে একই আর্থিক পর্যায়ে বিদ্যমান রাকাইনদের পক্ষে মূল্যের বিনিময়ে ঐ ভূমি গ্রহণের ক্ষমতা নেই বলে এর কার্যকারিতা হারিয়েছে । বরং এই আইনের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাকাইনদের ভূমি হস্তান্তরকে তাদের খেয়ালখুশী এবং সন্তুষ্টির শর্তে শর্তাধীন করে তুলেছে । কার্যক্ষেত্রে প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন ভুঁয়া দলিলপত্রও তৈরী করে পার্শ্ববর্তী প্রতিপত্তিশীলী বাঙালীরা রাকাইনদের জমি আত্মসাতের সুযোগ পেয়েছে । রাকাইনরা এর মোকাবেলা করতে পারেননি, কারণ আইন ব্যবস্থা ('Legal system') এর সম্পর্কে তারা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এমনকি সাধারণ দরখাস্ত লিখবার শিক্ষাও তাদের অনেকের মধ্যে নেই ।[১০] অধিকন্তু মামলা মোকদ্দমা চালানোর ব্যয়ভার বহনের আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই । তাদের সমস্যা প্রকাশের জন্য সরকারী দফতরের ভাষাও তাদের জানা নেই ।

রাকাইনদের ভূমি আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে ভুয়া ও জাল 'হস্তান্তর ও দখলগ্রহণের সার্টিফিকেট' ('certificates of delivery and possession') প্রণয়ন । পটুয়াখালীর একটি অধঃস্তন জজ আদালতের রায়ে (৩০শে জুলাই, ১৯৭১) বলা হয়েছে :

> " বয়নামা ও দখলনামা ভুয়া এবং বাদী জাল কাগজপত্র দিয়ে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করেছে । বিনা শাস্তিতে এ ধরনের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়া উচিৎ হবে না ।"

একই আদালতের আরেকটি মামলায় (টাইটেল স্যুট নং-১৬৮/৭৩) বলা হয়েছে :

> " বাদী বয়নামা ও অন্যান্য কাগজপত্র জাল করেছে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য । যে ব্যক্তিরা এই জাল সার্টিফিকেট নং ৮৪৪৯ K/৫৫ তৈরী করেছে তারা দুষ্ট প্রকৃতির এবং এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পাওয়া সমীচীন নয় ।"

উল্লেখ্য যে, এই মামলায় পরাজিত বাদী পক্ষ আদালত অবমাননার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে । এ পর্যায়ে রাকাইনদের ভূমি সমস্যা অনুধাবনের জন্য কিছু মামলা সম্পর্কে বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষা ('Case study') গ্রহণ করা যায়। এই বিষয়-সমীক্ষা থেকে রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যাক্লিষ্ট জীবনধারার একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যেতে পারে, কারণ একজন ভূতপূর্ব প্রগতিশীল রাকাইন নেতা ও স্থানীয় শিক্ষক খন জাং জাঁর ভাষায় : "প্রায় প্রতিটি রাকাইন পরিবার ভূমি সম্পর্কিত বিবাদে জড়িত যা তাদের সময় ও অর্থ উভয়ই বিনাশ করছে।"[১১] সাংবাদিকদের গূঢ় নিবন্ধ দৃষ্টিতে বিষয়গুলোকে প্রত্যক্ষ করলে তার সমস্যাকে প্রাঞ্জল করে, তাই বিষয়-সমীক্ষাগুলোকে প্রতিবেদনের ভাষায় ও আংগিকে পরিবেশন করা হলো।

খ. মামলা পর্যালোচনা

বিষয় - ১

আমতলী উপজেলার বড়বগী ইউনিয়ন। বড়বগী ইউনিয়নের কার্যালয় তালতলী বন্দর। তালতলী বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগর দেখা যায়। তয়াল পায়রা নদীর মোহনায় বন্দর অবস্থিত। এ মোহনার দু'দিকের দুই দ্বীপে লালদিয়া জঙ্গল ও কাতরার জঙ্গল। এ জঙ্গল দু'টি সুন্দরবনের অংশ বিশেষরূপে পরিচিত।

তালতলী বন্দর থেকে মাত্র দু'মাইল পূর্বে আগা ঠাকুর পাড়া। ছোট খাল দিয়ে নৌকা কিংবা বালু মাটির কাঁচা রাস্তা দিয়ে ভেতরে এগুলেই এই পাড়া চোখে পড়বে। আগে এ পাড়ার আশে পাশে আরও অনেক রাকাইন পাড়া ছিল। এখন সে সব পাড়া 'ছাড়া ভিটে'য় পরিণত হয়েছে। ভাংগা মন্দির পুকুর আর জঙ্গলাকীর্ণ এসব পাড়ায় জনমানবশূণ্য।

এই আগা ঠাকুর পাড়ার একজন আদি অধিবাসী চাথয় চি মগ। পিতা চাথয় হ্লু মগ। পড়ালেখা খুব বেশী করেননি। মেট্রিক পাশ করেছেন মাত্র। ঘর সংসারীই তার কাজ। এই চাথয় চি মগ জাল সার্টিফিকেট ও ভূয়া দলিলের পাল্লায় পড়ে তার ৩৭ একর ৭১ শতাংশ জমি হারিয়ে এখন সর্বশান্ত। মামলা-মোকদ্দমার ঘূর্ণিপাকে পড়ে চাথয় চি এখন অথৈ সাগরে হাবু ডুবু খাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

চাখয় চি'র এই জমি সংক্রান্ত মামলার বিবাদীরা হলেন যথাক্রমে মহেদ আলী আকন, পিতা মৃত- আরশেদ আলী আকন, ইসহাক আলী আকন, পিতা- মহেদ আলী আকন, আজহার আলী আকন, পিতা মহেদ আলী আকন, আতাহার আলী আকন, পিতা-আদেল উদ্দিন আকন এবং অন্যান্য আরও বারজন। বিবাদীরা কেউই স্থানীয় অধিবাসী নন। বরিশালের মঠবাড়িয়া এলাকা থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে এরা তালতলী এলাকায় এসে ঘর বাড়ী তোলে। প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বসূরীদের সূত্র ধরেই জমি-জমার সন্ধানে এসে এরা নানাভাবে জমির স্বত্বাধিকারী হয়েছে।

চাখয় চি'র এ জমি হাতছাড়া হবার ব্যাপারে কাগজপত্র ঘেটে দেখা যায় যে, নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত এই মামলা গড়ায় এবং প্রতিবারই চাখয় চি মগের পক্ষে মামলার রায় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে চাখয় চি মগ আজ পর্যন্ত তার জমির দখলী স্বত্ব ফিরে পায়নি। বিবাদীদের জমিতে না ঢোকার ইনজাংশ থাকা সত্ত্বেও চাখয় চি মগের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বোনা জমির পাকা ধান গেছে বিবাদীর গোলায়। স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনীর লোকেরা টাকা খেয়ে চাখয় চি'র কষ্টের ফসল রাতের অন্ধকারে তুলে দিয়েছে বিবাদীদের হাতে।

পটুয়াখালীর নিম্নতম আদালতে এই মামলার রায়ে বলা হয়েছিল যে,

". . . the sale by case No. 893K/61-62 cannot be told as false in view of subsequent event and in view of elaborate discussion about the plffs certificate case No.8449K/55, I opine that it is forged. The plffs have created the sale certificate along with other papers in order to grab this property. The person who has created this forged certificate case no. 8449 K/55 can be called as notorious and such a notorious man should not be alowed to go unpunished". . .

Dhaka University Institutional Repository

এই রায়ের পর বিবাদী মহেদ আলী আকন সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল করেন । মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন, যশোর বেঞ্চের বিচারপতি এ, টি, এম, মাসুদ ও বিচারপতি মো: আলতাফ হোসেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সালে যে রায় দেন তা হলো :

F.A.Case No. 118 of 1981

Appeal preferred against the judgment dated 30.7.79 passed by subordinate Judge, Patuakhali and the decree having been sealed and signed on 6.8.79 in title suit No. 168/73. And the matter of :

Md. Mahed Ali Akon and others . . . . . .

Plaintiff - Appellants - Versus - Chanciful Mog and Others. . .

defendent respondents.

Mr. Md.A.Khalique . . . . for appelant.

ORDER

16.2.82 Two months time granted to comply with office report. In default, the appeal shall stand dismissed.

A.T.M. Masud
M.A. Hossain

Office Note dated 13.1. 83

Appeal stands dismissed vide court's order dated 16.2.82

Sd/- Illegible.

Dhaka University Institutional Repository

এই মামলার এক পর্যায়ে জমির ফসল ঘরে তোলা এবং জমিতে দখল ফিরে পাবার জন্য বাদী চায়থি চি মগ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে ব্যর্থ হয়। চাথয় চি পরে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক সমীপে আবেদন করেন। আবেদনকারী চাথয় চি উল্লেখ করেন যে,

"আমতলী থানাধীন বড়বগী মৌজা ও কিসমতে এস,এ ৩৪৬ এবং ৩৪৭ নং খতিয়ান, ২৪ একর ৮১ শতাংশ ও ১২ একর ১০ শতাংশ মোট ৩৭ একর ৭১ শতাংশ ভূমি নিলাম সূত্রে খরিদ করিয়া আমি প্রায় ১৯ বৎসর যাবৎ চাষাবাদ পূর্বক তাহাতে ফসলাদি জন্মাইয়া মালিক দখলকার নিযুক্ত আছি। উক্ত ভূমিতে দরখাস্তে উল্লেখিত বিবাদীগণের কোনো স্বত্ব নাই। বিবাদীরা আমাকে নিরীহ মগ সম্প্রদায়ের লোক পাইয়া আমার স্বত্ব দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ করার মানসে উঠিয়া পরিয়া লাগিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক বটে। তাহারা না পারে এমন কোনো কুকার্য নাই। তাহারা মগ সম্প্রদায়ের নিরীহ সহজ সরল লোক পাইয়া নানা রকম নির্যাতন ও অন্যায় হয়রানি করিতেছে। আমাদের জমি চাষ করার জন্য নিযুক্ত হালিয়াদের এবং মহিষ রাখার জন্য সাময়িকভাবে তৈরী যে বাথান আছে তাহারা তাহার মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসার মতই অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এখন তাহারা বড় বড় ঘর তৈয়ার করিতেছে। এই সকল ঘর-বাড়ী তৈরী করা সম্পূর্ণ অবৈধ, তাহারা আমাদের রোপিত ফসলাদি বিনষ্ট করে এবং পাকা ধান জোর পূর্বক কাটিয়া নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা মূলতঃ বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়া এবং তুষখালির লোক। সেখান হইতে আসিয়া আমাদের জমিতে জোর পূর্বক অবস্থান করিয়া আমাদের উপর জোর জুলুম ও অত্যাচার চালাইতেছে। তাহাদের ভয়ে আমরা আমাদের স্বত্ব দখলীয় জমিতে যাইতে পারি না। আমরা জমিতে ফসল কাটিতে গেলে খুন করিয়া ফেলিবে, ঘরে আগুন লাগাইবে এবং গরু মহিষ জোর পূর্বক নিয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখায়। বিবাদীগণ জাল জালিয়াতি ভুক্ত নিলামের কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া মিথ্যা খরিদ্দার সাজিয়া আমাদের বিরুদ্ধে পটুয়াখালী জেলার মাননীয় জজ সাহেবের আদালতে অতি গোপনে এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। আমরা উক্ত মোকদ্দমার বিষয় জানিতে পারিয়া উক্ত ডিক্রী রোধের জন্য মামলা করি। পরবর্তীকালে পটুয়াখালীর সাব জজ আদালতে বিবাদীদের সাথে মূল মোকদ্দমাটি টি এস নং-১৭০/৭৩ ন • দীর্ঘদিন সুবিচারান্তে আমাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন।"

Dhaka University Institutional Repository

চাথয় চি মগ - এর পক্ষের রায়ের কথা এই অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। চাথয় চি তার আবেদনে আরও বলেন যে,

"... বিবাদীগণ ১২নং বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেকান্দার আলী জমাদ্দার সাহেবের ছত্র ছায়ায় দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহার সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়া উপরোল্লিখিত বেআইনী কার্যকলাপ অবাধে চালাইয়া যাইতেছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, আমরা বিবাদীগণের সাথে একে একে সাতটি বিভিন্ন কোর্টের মোকদ্দমার রায় আমাদের পক্ষে হাসিল করিয়াছি।

এই মর্মে বিবাদীগণ উপায় অন্তর না দেখিয়া পূর্ণভুক্তি ও জাল কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া মঠবাড়িয়া থানার জনৈক রতন খাঁ ও নুরুল ইসলাম গং এর নামে একই নতুন জমির বিনাম খরিদ্দার সাজিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া (নং-৩১৬/৮১-৮২) মাননীয় সাব জজ আদালতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতঃ নানা অজুহাতে অযথা বিলম্বিত করাইয়া আমাদের হয়রানির একশেষ করিয়াছে ও করিতেছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আবেদনে উল্লেখিত ১,২,৩ ও ৪ নং বিবাদীগণ আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার জাল-জালিয়াতি কাগজপত্র ও মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা করিয়া বার বার হারিয়া যাওয়ায় বিবাদীগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া দলভুক্ত করে এমন কি স্থানীয় ১২নং বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান সেকান্দার আলী জমাদ্দার ও তাহার আত্মীয়গণকে প্রলোভনে বস করিয়া নিয়াছে। ইতিমধ্যে বিবাদীগণ আমাদের সত্ব দখলীয় বিবাদীদের সাথে মামলা মোকদ্দমা বহির্ভূত বড়বগী মৌজার ৬২৫ ও ২৪৩ নং খতিয়ানের মোট ৫ একর ৪০ শতাংশ জমির মধ্যে হালে বিবাদীরা গন্ডগোল করার প্রয়াস পাইতেছে।

শেষে হুজুরের সমীপে প্রার্থনা যে, উল্লেখিত বিষয় তদন্ত করিয়া বিবাদীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অন্যান্য অত্যাচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তাহাদিগকে আমাদের জমি হইতে বেআইনী ও জবর দখল হইতে উচ্ছেদ করতঃ আমাদের জমি-জমার ধান্যাদি যাহাতে কাটিয়া না দিতে পারে এবং আমাদের অন্যায়ভাবে হয়রানি ও লুট তরাজ না করিতে পারে তাহার বিহিত

Dhaka University Institutional Repository

বিধান করার ব্যবস্থা গ্রহণে তাহারা যাহাতে জাল জালিয়াতির কাগজের দ্বারা আমাদেরকে হয়রানি করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মর্জি হয় ।

- চায় খি চি "

এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক আমতলী থানার ও, সি 'কে ২৪-১০-'৮২ তারিখে যে নির্দেশ দেন তা'হলো :

Produce both the party including Chairman Sakander Ali Zamader with ducuments and দলিল on 24.10.82 to DMLA's office. It is also instruct you* to issue order not to harvest from applicant's field by the accouds. All accuseds be present (19) alongwith application.

এই আলোকে জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে উপস্থিত হয়ে চেয়ারম্যানসহ বিবাদীরা যে অংগীকারনামা করেন তা নিম্নরূপ :

" আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অংগীকার করিলাম যে, চাথয় চি মগের সাথে খতিয়ান নং ৩৪৬, ৩৪৭, ৬২৫, ২৪৩ এর জমি লইয়া আমাদের সাথে যে বিরোধ চলিতেছে উহার জর্জকোর্টের রায় চাথয় চি মগের নামে হইয়াছে । হাইকোর্টে আমরা মামলা করিয়াছি । হাই কোর্টের রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ঐ জমি ভোগ দখল করিতে যাইব না বা কোনো প্রকার জোরজুলুমও চাথয় চি মগের সাথে করিব না । আমাদের যে সকল ঘর-বাড়ী এই খতিয়ানভুক্ত জমির উপর আছে উহা আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে আমরা নিজ নিজ খরচে ভাংগিয়া লইয়া যাইব । ইহা কোনরূপ ব্যতিক্রম করলে আমরা সামরিক আইনের যে কোনো শাস্তি মানিয়া লইব । বর্তমান বৎসরের ধান চাষ বর্গা হিসাবে আমরা যাহা চাষ করিয়াছি তাহার ধানের অর্ধেক পাইব । "

---

* ভাষা বিভ্রম জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের নিজস্ব । সম্ভবতঃ শুদ্ধরূপ হতে পারতো 'you are also instructed to . . . (.)

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে চেয়ারম্যান উল্টো চাষয় চি'কে এক নোটিশ জারি করে বসেন । চেয়ারম্যান নোটিশে উল্লেখ করেন যে,

" আপনাদিগকে অবগতি করানো যাইতেছে যে, আপনারা আমাকে বিরোধীয় সম্পত্তির মোটা ধান্য কাটিয়া দেওয়ার জন্য বার বার বলিতেছেন । কিন্তু বিরোধীয় সম্পত্তির গত ৬-১১-৮২ তারিখের রাজাসাইল ধান্য কাটিয়া নিয়া পটুয়াখালীর দ্বিতীয় সাব জজ কোর্টে নুরুল ইসলাম বাদী হইয়া আমাকে বিবাদী করিয়া এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন । উক্ত কোর্ট হইতে আমাকে সোকজ করিয়াছেন । কাজেই উক্ত সোকজের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আমি বিরোধীয় সম্পত্তির মোটা ধান্য কোনো প্রকারেই কাটিতে আদেশ দিতে পারিব না । আমার কেস নং ২১০/৮২ । "

এরপরের ঘটনা খুবই সোজা । চেয়ারম্যানের নেপথ্য অঙ্গুলি নির্দেশে এবং আইন শৃংখলা বাহিনীর পরোক্ষ সহযোগিতায় বিবাদীরা সকল ধান রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যায় । চাষয় চি জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরে দৌড়-ঝাঁপ করেও কোনো সুরাহা করতে পারেনি । তাছাড়াও চাষয় চি'র জমির উপর বিবাদীরা মসজিদ তোলে এবং লাশ ভাড়া করে এনে জমিতে করব দেয় । খোলা মাঠের মধ্যে এ মসজিদ, যেখানে কেউ নামাজ পড়ে না ।

এই প্রতিবেদনে একটি বিষয় পরিস্কার যে, দেশে আইন আছে, আইন শৃংখলা বাহিনীও আছে । কিন্তু আইনের কোনো প্রয়োগ নেই । ফলে এই এলাকার সংখ্যালঘিষ্টদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে ।

চাষয় চি মগ এক মামলায় সর্বোচ্চ আদালতে রায় পেয়েও আবার ঐ জমিরই আর এক ভূঁয়া নিলামের ফাঁদে পড়েছে সে । আবার নতুন করে তাকে মামলা করতে হচ্ছে । আর এই মামলার চক্রজালের খরচ চালাতে চালাতে চাষয় চি আজ সর্বহারা হয়েছে । ঘরের টিন, গরু-মহিষ, বৌ-ঝি দের অলংকার সব কিছুই বিক্রী করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে । এই অবস্থায় তাকে যদি প্রভাবশালী বাঙালীদের চাপে পড়ে দেশ ত্যাগ করতে হয় তাহলে তা কি অবাস্তব কিছু হবে ?

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় - ২

পটুয়াখালীর সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি কুঁয়াকাটা সাগরসৈকত । এই সৈকত কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত । যেতে হয় লঞ্চে কলাপাড়া হয়ে মহিপুর বন্দর এবং এখান থেকে দেড় মাইল পায়ে হাঁটা পথ কিংবা ইট বিছানো পথে রিকসায় । এই কুয়াকাটা এবং মহিপুর এলাকায় এক সময় রাকাইনরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্তু কালের প্রবাহে আজ রাকাইনরা সংখ্যালগিষ্ঠ গৃহহারা, নিজ বাসভূমে বন্দী ও দেশত্যাগী ।

মহিপুর বাজারের খালের অপর পাড়েও বাজার গড়ে উঠেছে । এই বাজারের পাশ ঘেষেঁই কালাচান পাড়া । রাকাইনদের আবাসস্থল । এই পাড়ার জমি নিয়ে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালীদের সাথে রয়েছে দীর্ঘদিনের বিরোধ । পাড়ায় রয়েছে শশ্মানঘাট, পুকুর, মন্দির । এগুলো রাকাইনদের খুবই পবিত্র স্থান । পুকুরে সাধারণত কেউ নামে না । পাড়ে পানি উঠিয়ে সকল কাজ করতো হয় । আর এটাই রাকাইনদের প্রচলিত নিয়ম । রাকাইনদের পক্ষে কালাচান মাতব্বর পাড়ার সকলের পক্ষে জমির মালিক । আর এ কারণে পাড়ার জমির উপর সকলের সমান অধিকার । তিটের এই জমি সমভোগের মাধ্যমে তারা দীর্ঘকাল ধরে ভোগ দখল করে আসছে । ফলে এই জমি কেউ বিক্রী করতে পারে না । কিন্তু মধ্য থেকে সম্ব মগ, পিতা-খেচাও মাতব্বর, পাড়ার কিছু জমি স্থানীয় বাঙালীদের কাছে মৌখিকভাবে বিক্রী করে দেশ থেকে সরে পড়ে । যারা এই পাড়ার জমি ক্রয় করে তারা পাড়ার একটি অংশ রাতারাতি দখল করে সেখানে দোকানপাট তোলে । আর এই নিয়ে পাড়ার রাকাইনদের সাথে রয়েছে বিরোধ । অথচ আইন অনুযায়ী সম্ব মগ এই জমি বিক্রীর অধিকার রাখেনা । এবং এটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি । ফলে রাকাইনদের পক্ষে চিংলাফ্রু মাষ্টার (Chinglafru Master) পিতা মৃত লা'সে মাতব্বর মামলা দায়ের করে । মামলার এক পর্যায়ে কলাপাড়া উপজেলার মেজিষ্ট্রেট কালাচাঁন পাড়ায় গড়ে তোলা দোকানপাট বাড়ি ঘর সরানোর নির্দেশ দেয় । কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের আনুকূল্যে দখলদাররা সে নির্দেশ অমান্য করে দখল ছাড়ছে না । বরং নানা রকম ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে এবং তাদের নামে পাড়া লিখে দিয়ে দেশ ত্যাগের পরামর্শ

Dhaka University Institutional Repository

দিচ্ছে । ফলে অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠ রাকাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তেমনি রাকাইনদের ধর্মীয় স্থানগুলোর পবিত্রতাও নষ্ট হচ্ছে এবং গোড়া ধর্মাবলম্বী রাকাইনদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে বলেও তারা অভিযোগ করছে। এতে রাকাইনদের মনে বিরাজ করছে এক চরম ক্ষোভ উত্তেজনা ।

এই কালাচান পাড়ার রেকর্ডকৃত ভূমির পরিচিতি হলো : মৌজা লতাচাপলী, খতিয়ান নম্বর ২৮১,জে,এল নং ৩৪, রেকর্ড নম্বর ২২১ । পাড়ার মোট জমি ৬ একর ৮০ শতাংশ । এর মধ্যে দাগ নং ৮৭৭ বসত বাড়ী, জমি ৩ একর ৭৭ শতাংশ, দাগ নং ৮৮০, নাল জমি ১০ শতাংশ, দাগ নং ৮৮১ নাল জমি ২ একর ২১ শতাংশ, দাগ নং ৮৮৪ ভেরী ·০৬ শতাংশ, দাগ নং ৮৮৫ ·১১ শতাংশ এবং দাগ নং ৮৮৭ নাল জমি ৪১ শতাংশ ।

বিষয় - ৩

অন্যদিকে এই কালাচান পাড়ায়ই লা চাউ মগনী নামে অপর এক দরিদ্র মহিলা আর এক অসহায়ত্বের মধ্যে দিন যাপন করছে । তার যৎ-সামান্য জমি জমা ছিল তা এক প্রভাবশালী বাঙালী দখল করে ভোগ করছে । তার জমির খতিয়ান নং-২৮০, দাগ নম্বর ৯০৯, মোট জমির পরিমাণ ১ একর ৬০ শতাংশ, ওয়ারিশ হচ্ছে কালাচান মাতব্বরের নাতনী লা চাউ মগনী, পিতামৃত লেবু মগ ।

দখলকারীর দাবী হচ্ছে : লা চাউ মগনীর বাবা, মৃত লেবু মগের ভাই মৃত নো তয় মগ এই জমি মুখে মুখে বিক্রী করেছিল । যদিও এর কোনো রেকর্ডপত্র নেই, কোনো দলিলও হয়নি । আদৌ মুখে মুখে বিক্রী করেছে কিনা, না বিষয়টি পুরো বানানো এ ব্যাপারেও অনেকের সন্দেহ রয়েছে । দরিদ্র এই মহিলা জমির দখলও পাচ্ছেনা এবং মামলা করার মতও অর্থবল, লোকবল ও সেই বুদ্ধিমত্তাও তার নেই ।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় - ৪

কুঁয়াকাটার খোয়াঞ্চ পাড়াটি রাকাইনদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি । আমরা জানি যে, ওয়াকফা সম্পত্তি কেউ বিক্রী করতে পারে না । রাকাইনদের পক্ষে খোয়াঞ্চ মগের নামে রেকর্ডভূত এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে যারা এই পাড়ার অধিবাসী তারাই ভোগ দখল করবে ।

খোয়াঞ্চ মগ, তার পিতা জিলেন অংখই মগ । তারা উভয়েই অনেক আগে মারা গেছেন । জানা যায় তাদেরই একজন উত্তরাধিকারী খইল্যা মাতব্বর মুখে মুখে এই জমি বিক্রী করে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করে । ফলে পাড়া বাসী এখন আছে মহা অসুবিধায় ।

যারা মৌখিকভাবে এই জমি ক্রয় করেছে তারা পাড়ার একটি অংশ ইতিমধ্যে দখল করে নিয়ে ঘর বাড়ী তুলেছে এবং মসজিদ তৈরী করে এক বিতর্কের সৃষ্টি করছে । আর এ নিয়ে নৈমিত্তিক বিরোধ লেগেই আছে । মাঝে মাঝে তা দাংগা হাংগামায় রূপ নিচ্ছে । দখলকারীদের ধারনা,নানা অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে যদি পাড়াবাসী দেশ ত্যাগ করে তাহলে হয়তোবা এই জমি পুরোই একদিন তাদের ভোগ দখলে আসবে । অবশ্য দখলকারীরা একটি জাল দলিলও দাঁড়া করিয়েছে ।

নিয়মিত বিরোধের এক পর্যায়ে ইতিপূর্বে গাছকাটা নিয়ে একদিন তুমুল ঝগড়া বাধলে দখলকারীরা নিরীহ এক রাকাইন মহিলার উপর চড়াও হয়ে তাকে বেদম মারপিঠ করে তার একটি হাতই ভেংগে দেয় । এ নিয়ে মামলা করার চেষ্টা করতে চাইলে প্রভাবশালী মহল নানা হুমকী দেয় । এমনকি থানাও কেস নিতে অস্বীকার করে ।

এই পাড়ার মোট জমির পরিমান ৭ একর ৫৯ শতাংশ । আর তাহলো দাগ নং ৩২৭২ তপী ২ একর ০২ শতাংশ, দাগ নং ৩২৭৪ বাড়ী ২ একর ১০ শতাংশ,দাগ নং ৫৮০১ তপী ২একর ৫৬ শতাংশ,দাগ নং ৫৮০৪ লাঙল ৮৮ শতাংশ, দাগ নং ৫৮০৫ নাল ০৩ শতাংশ ।

Dhaka University Institutional Repository

মগ গণ পক্ষে ওয়াকফা সম্পত্তি । জেলা বান্দরবান, মৌজা লতা চাপলী, থানা কলাপাড়া, জে, এল নং- ৩৪ ।

এই জমি নিয়েও মামলা চলছে ।

বিষয় - ৫

কলাপাড়া উপজেলার রাখাইন সম্প্রদায়ের আর এক অধিবাসী চিং লা ক্রু মগ ও অন্যান্যদের এমনি একটি বড় মাপের জমি ভূয়া নিলামে ক্রয় করে ইসমাইল । মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৫ একর ৯১ শতাংশ ।

চিংলা ক্রু'র দাবী অনুযায়ী জানা যায় যে, পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শতবর্ষের ভোগ দখলকৃত এই জমি মিথ্যা জাল দলিলের মাধ্যমে এবং গায়ের জোরে ইসমাইল ও তার দলবল হস্তগত করেছে । ভূয়া এই নিলামের বিরুদ্ধে চিংলা ক্রু মগ ও অংকুজা মগ জজ কোর্টে তাদের পক্ষে রায় পেয়েছে । হাইকোর্ট পুনরায় শুনানীর জন্য জজকোর্টে পাঠালে জজ কোর্ট আগের রায়ই বহাল রাখে ।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস চিংলা ক্রু জমির দখল ফিরে পায়নি আজো । যদিও ধান রোপার মৌসুমে চিংলা ক্রু ধান রোপন করতে পারে সত্য, কিন্তু ধান কাটার মৌসুম এলে সে আর ক্ষেতের ধারে ঘেঁষতে পারেনা । কেননা, আগে ভাগেই ক্ষমতাধর ইসমাইল ও তার দলবল জবরদস্তি জমির দখল নিয়ে নেয় । আর তাকে সহযোগিতা করে প্রভাবশালী মহল ও স্থানীয় প্রশাসন । বিশেষ করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী । এই বাহিনী ধান কাটার মৌসুম এলেই ধান পাহারা দেবার নাম করে বিশেষ'নজরানা' নিয়ে রাতের অন্ধকারে ইসমাইলের হাতে চিংলা ক্রু'র শ্রমের ফসল তুলে দিচ্ছে ।

এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনসহ পটুয়াখালীর উর্ধতন প্রশাসনকে চিংলা ক্রু বহুবার বলেছে জমিতে তার দখলীসত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য । কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন নানা অজুহাত

Dhaka University Institutional Repository

তুলে কালক্ষেপন করছে। সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে সে কিছুই করতে পারছে না। কেননা, তার না আছে লোকবল না আছে তেমন অর্থবল, তার পক্ষে না আছে স্থানীয় প্রশাসন। বরং স্থানীয় প্রশাসনকে সে এখন ভয় পাচ্ছে এ কারণে যে, যদি সে বেশী বাড়াবাড়ি করে তাহলে তার বাড়ী ডাকাতি হবে, এমনকি রাতের অন্ধকারে বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়াও হতে পারে। এমনকি একটি মারাত্মক খুন-খারাপিও হতে পারে। আর তার ফল হবে ভয়াবহ ও নির্মম। কথিত আছে যে, ইসমাইল ও তার দলবল এলাকায় মারাত্মক দাংগাবাজ লোক বলে খ্যাত।

এই জমির মৌজা লতা চাপলী, জিলা-বাখরগঞ্জ, থানা-কলাপাড়া, খতিয়ান নং-৩৫, জেল এল নং-৩৪, দাগ নং ৬৩৫১, জংগল পরিমাণ ১ একর ৭ শতাংশ, দাগ নং-৬৩৫২ নাল, ১৮ একর ১৪ শতাংশ, দাগ নং-৬৩৫৪ নাল ৮২ শতাংশ, দাগ নং ৬৩৬৮ বাগান, ১৪ শতাংশ, দাগ নং-৬৩৬৯ বাগান ২ একর ৩৮ শতাংশ, দাগ নং ৬৩৭০ কুয়া ০৪ শতাংশ, দাগ নং - ৬৩৭১ নাল ৩ একর ৬৪ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

1. Golam Mustafa & Abdur Rahman Khan : Patuakhali's Rakhains: Exiles in Their Own Kingdom : Bangladesh Today (Dhaka: Today Publications) Vol. II issue 48, p.8

2. Ibid p. 9

3. Bangladesh District Gazetteers: Patuakhali (Dhaka: B.G.Press, 1982) p.248

4. সিরাজুল ইসলাম : ভূমি সংস্কার ও সমাজ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ: ৪৮।

5. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১

6. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০

7. Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali. Op. cit p. 248

8. Ibid p. 258

9. Ministry of Law and Land Reforms, Law & Parliamentary Affairs Division: The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act XXVIII of 1951) (Dhaka: B.G.Press 1948) PP.101-103.

10. Mustafa & Khan : Op. cit. p.8

11. 'Eyes Old and Young' : In Mustafa & Khan, Op. cit, p.13.

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ

পর্যবেক্ষণ ও পুনরীক্ষণ

ক. প্রশ্নমালা
খ. সাক্ষাৎকার
গ. বিষয় সমীক্ষা
ঘ. অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

ক. পূর্বলেখ

আদিম মানবের একটি মাত্র ধারা থেকে উদ্ভূত মানুষের জাতিসমূহ যথাযথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জৈবিকভাবে একই উপপ্রজাতির বিভাগ মাত্র । বিবর্তন প্রসংগে কোন জাতিই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশে অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নততর বা নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত নয় । জাতিসমূহের মূলগত অভিন্নতার প্রশ্নাতীত কারণ এক উৎস হতে তাদের উদ্ভব এবং শুধুমাত্র তাদের মানুষী দেহ-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যেই নয় আরো গভীরতর পর্যায়েও তা প্রতিফলিত ।[১]

মানুষের এই অভিন্ন পরিচয়ের আত্মিক সূত্র বিস্তৃতির অচলে নিমজ্জমান বলেই এ প্রশ্ন অদ্যাবধি প্রাসংগিক যে মানুষ আদৌ এক উৎসজাত কিনা । জাতি বৈষম্যবাদ বিরোধী মতাদর্শে হয়তো এই জিজ্ঞাসা অবান্তর, তবু যখন মানুষেরই অভিন্ন সমাজে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ভেদ, জাতিতে জাতিতে মত পার্থক্য, একই রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে এক জাতির উপস্থিতিতে অন্য জাতির সংকোচন আজকের দিনে এক অপরিহার্য সংপ্রশ্ন (Challenge) তখন ভাবতে হয় পুনর্বার । ভাবতে হয় কেন বিশ্বস্বীকৃত কোন দলিলের প্রচ্ছদপটে একটি সর্পিল রেখা পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণে'র ধনগত বৈষম্যের সীমা রেখা টেনে দেয়,[২] কেনইবা আমরা শুনি একই রাষ্ট্র-পরিসীমায় 'অভ্যন্তরীন উপনিবেশিকতা '(Internal Colanialism')[৩] 'কেন্দ্র-প্রান্ত' ও ''পোষক-আশ্রিতের সম্পর্কের'('Centre-Periphery and Client-Patron Relat--ionship') কথা ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাঙালী ও রাকাইন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অবস্থানের নিরিখে রাকাইনদের সমস্যা অনুধাবন ও এই প্রেক্ষাপটে প্রশাসনের প্রত্যাশিত ও প্রতিপালিত ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন এই গবেষণার প্রতিপাদ্য । গবেষণায় প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, প্রশ্নমালা জরীপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মত পরিবর্তমান সমাজে গবেষণাপ্রতিপ্রাদ্যের তাৎপর্য বিবেচনায় গবেষণা সমস্যাটির উন্মোচনে প্রয়াস নেয়া হয়েছে ।

খ. পরিবর্তমান সমাজ : তত্ত্বগত বিন্যাস

পরিবর্তমান সমাজে প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে তত্ত্বগত বিন্যাস অনুসরণ করতে গিয়ে প্রাসংগিক সাহিত্যের একটি ' একাডেমিক প্রোফাইল ' সন্ধান করা হয়েছে, যদিও সীমাংসিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি যে ঐ তত্ত্বগত কাঠামোই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি একক অনুসন্ধান-কৌশল (Heuristic device) বস্তুতঃ 'উন্নয়নের' রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিনা প্রশ্নে নির্দিষ্ট কোন পরিক্ষেপ (matrise) বা 'পরিকল্প' (paradigm) এ যাবত উদ্ভাবিত হয়নি। ম্যাকসওয়েবার ('Max Weber') বলেছিলেন, মধ্যযুগের শেষ পাদে স্বায়ত্তশাসিত নগর রাষ্ট্রগুলো, মধ্যযুগের বাণিজ্যিক বিকাশ এবং সর্বোপরি 'প্রোটেষ্ট্যান্ট রিফর্মেশন' পাশ্চাত্যে আধুনিকায়ন সূচনা করেছিল।[৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর-কালে আধুনিকায়নের তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত হয়, কিন্তু তাতে পরিব্যক্ত হয় মানুষ ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই হতাশাকে অতিক্রম করে ঘোষিত হয় 'আশাবাদের' সম্ভাবনাসূচক উচ্চাভিলাষ। এফ, এক্স, সাটন এ পর্যায়ে কৃষি প্রধান সমাজকে 'সনাতন' এবং শিল্প প্রধান সমাজকে 'আধুনিক' আখ্যাদান করেন কতিপয় পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে। তাঁর ধারণায় কৃষি-ভিত্তিক ও শিল্প-ভিত্তিক সমাজের পার্থক্য নিম্নরূপ :[৫]

১. কৃষিভিত্তিক সমাজে আরোপিত মর্যাদার প্রাধান্য, ব্যক্তিকেন্দ্রীক দৃষ্টিভংগি ও পরিব্যপ্ত ভূমিকার বিকাশ দৃশ্যমান। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও অর্জিত মর্যাদার প্রাধান্য।

২. কৃষিভিত্তিক সমাজে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল সংঘের আধিক্য ও সমাজে সীমিত গতিশীলতা, পক্ষান্তরে শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিদৃষ্ট হয় উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক গতিশীলতা।

৩. কৃষিভিত্তিক সমাজে তুলনামূলকভাবে সহজ ও স্থিতিশীল পেশাগত বিভাজন পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু শিল্প ভিত্তিক সমাজে প্রত্যক্ষ করা যায় উন্নত পেশা ভিত্তিক সংঘের আধিক্য।

৪. সমাজে পরিব্যাপ্ত ও রক্ষণশীল সুর বিন্যাস কৃষি সমাজে মূলগত, কিন্তু শিল্পসমাজে বিদ্যমান পেশাগত কৃতিত্বের ভিত্তিতে সমান সুযোগ ভোগকারী শ্রেণী ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সংঘ ও সমিতির উপস্থিতি।

সাটনের এই পার্থক্য সূচক বিভাজনের আদর্শিকতা ('idealistic presentation') বস্তুগ্রাহ্য নয়, কারণ প্রতিটি সমাজই সনাতন ও আধুনিকের সংমিশ্রণ, তবে পার্থক্য শুধু মাত্রাগত। হান্টিংটন

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া হচ্ছে আধুনিক ও সনাতন সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ।"[৬] অর্থাৎ, সনাতন সমাজ হতে আধুনিক সমাজে উত্তরণের ঐতিহাসিক পরিণতিই হচ্ছে আধুনিকীকরণ। যে পরিণতি বা লক্ষণগুলো এই আধুনিকায়নের স্রোতে সমাজকে বাহিত করে সেগুলো হচ্ছে : শিল্পায়ন, নগরায়ন, সামাজিক গতিশীলতা, পৃথকীকরণ, গণমাধ্যমসমূহের বিকাশ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের প্রসার। অন্যভাবে বলতে গেলে, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপকে আধুনিকায়ন হচ্ছে একটি গুণগত অবস্থান্তর। পরিবেশের উপর মানুষের জ্ঞানের অসাধারণ নিয়ন্ত্রণসূচক পরিব্যাপ্তি এবং দীর্ঘ প্রত্যাশিত জীবনে অধিক পেশাগত ও ভৌগলিক গতিশীলতায় আধুনিকায়নের প্রকাশ।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাঁচটি পর্যায়ে জনসমাজের চরম উপভোগের সুরে সমাজের উন্নয়ন সাধিত হয় বলে রস্টো ধারণা করেন।[৭] পাশ্চাত্যের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বর্ণিত তত্ত্বগুলো সম্পর্কে গুনার মিরডাল, পল সামুয়েলসন প্রমুখ পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদই বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। মিরডালের মতে 'উন্নয়ন' হচ্ছে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধনের একটি আলোড়ন। অর্থাৎ, শুধু উৎপাদন নয়, উৎপাদিত পণ্যের বন্টনের প্রশ্নও এর সাথে জড়িত।[৮] ষাটের দশকে রাউল প্রেবিশ,[৯] আরঘিরি ইমানুয়েল,[১০] আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক,[১১] সামীর আমিন,[১২] ইমানুয়েল ওয়েলারস্টেইন,[১৩] প্রমুখ নব্য মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক আধুনিকীকরণের তত্ত্বকে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের গবেষণামূলক সমীক্ষা থেকে প্রতিভাত হয়, পাশ্চাত্যের পুঁজি ও প্রযুক্তির অনুপ্রবাহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের সু-নির্ধারিত উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে এবং অর্থনীতিকে অনুন্নয়নের প্রান্তে উপনীত করেছে। নব্য মার্কসবাদীদের মতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে বিদ্যমান নির্ভরতাসূচক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলাফলরূপে প্রান্ত (অনুন্নত বিশ্ব) হতে কেন্দ্র (উন্নত বিশ্বে) উদ্বৃত্ত মূল্যের স্থানান্তর হচ্ছে। অর্থাৎ নির্ভরশীলতার কাঠামোর বিদ্যমানতায় পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যের শোষণ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় আপ্ত তথ্য-সমন্বয় হিসেবে বাংলাদেশের পরিবর্তমান সমাজের তত্ত্বগত বিন্যাস পর্যালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে প্রিজমেটিক তত্ত্বকে। ফ্রেড ডব্লিউ রিগ্‌সের প্রিজমেটিক তত্ত্ব কার্যতর এক একা সাটনের (F.X.Sutton) সনাতন ও আধুনিক সমাজের তত্ত্বেরই একটি প্রক্ষেপণ এবং সমাজের একই ধরনের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশে তা চিহ্নিত। পাশ্চাত্য-গর্বী তাত্ত্বিকদের ধারণাগত কাঠামোতে উন্নয়ন বলতে কতগুলো নির্দিষ্ট পাশ্চাত্যধর্মী ('Westernized ') বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

এবং অনুন্নয়ন বলতে তারই বিপরীতাবস্থাকে বোঝায়, যদিও পাশ্চত্য সমাজে অনুন্নয়নসূচক দুর্লক্ষণগুলোর বিদ্যমানতাও বুদ্ধিজীবিরা সনাক্ত করেছেন।[১৪] বাংলাদেশের পরিবর্তমান সমাজে রাখাইনদের অবস্থান রিগসের 'বিভিন্নতার' ('heterogeneity') ধারনায় প্রণিধানযোগ্য। কেননা পাশাপাশি বাঙালী মন-মানসিকতা, ধর্ম ও ভাষার উপস্থিতিতে রাখাইন মন-মানসিকতা, ধর্ম বা ভাষা সংমিশ্রণের ফলে একীভূত হয়নি বলে ধারণা হয়। রিগসের তত্ত্বগত প্রত্যয়ে ('concept ') গণযোগাযোগের অভাবে 'অসমাবিষ্ট' বা 'অসন্নিবদ্ধ' ('immobilized ') রাখাইন সম্প্রদায়ের অবস্থা বহু সম্প্রদায়িক('Poly-Communalism ')) বহু মতাদর্শ এ আদর্শহীনতা ও মতানৈক্য (Poly-Normativism,Normlessness and Leck of Consensus) সুপরিস্ফুট। আনুষ্ঠানিকতা ('Formalism '), পক্ষপাত, প্রভাবিত আচরণ, ভারসাম্যহীন ক্ষমতা-বিন্যাস, মর্যাদা ও চুক্তির যৌথ স্থিতি, সমন্বয়হীন পৃথকীকরণ ('uncordinated diffraction') প্রভৃতিও এ সমাজে লক্ষণীয়। এই প্রেক্ষাপটে তাহলে কি নির্ণীত হবে বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য এই লক্ষণগুলো অপসারিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায় এই প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকার করা হয়েছে, তবে এর গভীর মূলীয় কারণ এই পাশ্চত্য-প্রচারিত তত্ত্ব হতে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়নি। কেননা একথা স্বীকার্য নয় যে পাশ্চাত্যকরণ ('Westrnization ') মানেই 'উন্নয়ন'। বস্তুতঃ উন্নয়ন সম্পর্কে সাহিত্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বহু ভিন্নধর্মী মডেলের বিদ্যমানতায় এ সম্পর্কে, অনেক বিভ্রান্তি রয়ে গেছে।[১৫] সমীকরণ করলে দেখা যায়, উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন বলতে বোঝায় পাশ্চত্য সমাজে বিদ্যমান নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগতও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে এবং এই মতও নির্দেশ করা হয় যে আধুনিকায়ণ হচ্ছে একক, এক সূত্রীয় ও চূড়ান্ত কোন বিষয় (a single, unilinear and final state of affairs)। অনুরূপ মত পোষণ করেন ' Eisenstalt ' ।[১৬] মিল্টন ইসম্যান (Milton Esman ') কৃষি ও পশুচারণ সমাজ থেকে শিল্প সমাজে উত্তরণকে উন্নয়নের সমতুল্য বিবেচনা করেন।[১৭] অগুস্ত কোঁতের মতে (Auguste Comte ')[১৮] বাস্তববাদিতা/যুক্তির ভিত্তির প্রসারণে, তথা ধর্মতত্ত্ব থেকে অধিবিদ্যা এবং চূড়ান্তভাবে দৃষ্টবাদে উত্তরণেই নিহিত বিকাশ। ম্যাক্সওয়েভার বলেছিলেন যুক্তিবাদিতার ('Rationality ') প্রসারণেই উন্নয়নের সম্ভাব্যতা। দুর্খেইম[১৯] দেখিয়েছিলেন, 'যান্ত্রিক সংহতি' ('Mechanical solidarity ') থেকে সাংগঠনিক সংহতি

Dhaka University Institutional Repository

(' Organic soliderity') তে উত্তরণই হচ্ছে উন্নতি। ফার্ডিন্যান্ড টনিস তাঁরও পূর্বে বলেছিলেন সম্প্রদায়তুল্য 'Gemeinschaft ' এবং সংস্থাতুল্য ' Gessellschaft ' এর কথা। উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা শুধু এইসব পরিমাপকে নয়, আরো বিভিন্ন পরিমাপকে আলোচিত হয়েছে। যেমন, ট্যালকট পার্সন্স (Talcott Parsons) উন্নত ও অনুন্নত সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন আরোপণ বনাম অর্জন, ('ascription versus achievement') নির্দিষ্টতা বনাম সার্বজনীনতা ('particularism versus universalism ') এবং সম্মিলন বনাম স্বাতন্ত্র্যের (diffuseness versus specificity ')[২০] আঙ্গিকে। রিগ্স্ও এর অনুসৃতিতে সমাজের বিভাজন নির্দেশ করেন। কিন্তু আরো নিরূপক রয়েছে যা দিয়ে উন্নয়ন কে ব্যাখ্যা করা হয়। ম্যারিয়ন লেভী বলেন, কোন সমাজের আধুনিকতা নির্ভর করবে সে সমাজের সভ্যদের জড়শক্তির উৎস ('inanimate sources of power ') এবং তাদের সাধনার ফলকে বহুগুণান্বিত করার হাতিয়ারের (tools) ব্যবহারে।[২১]

কিন্তু উল্লিখিত অসংখ্য পরিমাপকের যোগফলও উন্নয়নের ব্যাখ্যাকে একসূত্রীয় করে দিতে পারে, কেননা পাশ্চাত্য সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংস্কৃতিগত বিচ্ছিন্নতা, সংহতির অভাব, আধ্যাত্মিক শূণ্যতা এবং শিষ্টাচার ও নীতিবোধে ভাংগন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের পরিচয় দেয় না। সোয়েদ্জাত মাকো (Saedjat moko ')[২২] বলেন :

> " শিল্পায়িত ও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক সংকট- যে ভাবাদর্শই তারা অনুসরণ করুন না কেন- তাঁদের আধ্যাত্মিক হিংসা এবং উচ্চ প্রতিবেশগত মূল্যদান কি এই প্রশ্নকে উচ্চকিত করে না যে এশীয় উন্নয়নের জন্য মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ, মানুষ ও প্রযুক্তি এবং মানুষ ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যে ভিন্নধর্মী ভারসাম্যের নিরিখে ভিন্ন পথনির্দেশ সন্ধান করা সমীচীন ?"

১৯৭৯ সনে লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টম অষ্টেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ইকনমিস্ট কনফারেন্সে উপস্থাপিত "অনুন্নত দেশের মার্কবাদী ভাষ্যে" ও প্রিয়তোষ মৈত্রেয় বিকল্প সন্ধানের কথা বলেন। কার্ল মার্কসের পুনরুজ্জীবনের (regeneration) তত্ত্বের সূত্রে আলোচনা উন্মোচন করে লেনিন, পল ব্যারান, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, আরঘিরি ইমানুয়েল, সামির আমিন এবং জিত্তকে কে'র বক্তব্যের বিশ্লেষণে তিনি নিম্নরূপ সাধারণীকরণে উপনীত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১. মার্কসবাদীদের মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো হতে উদ্বৃত্ত অপসারণ ও উন্নত বিশ্বের সাথে এদেশ গুলোর অসম বিনিময়-ব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দারিদ্র্যের জন্যই সংঘটিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে ধনী ও দরিদ্র দেশের ধনী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে। এই সিদ্ধান্তের সারার্থ হচ্ছে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে এই দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উন্নত সমাজতান্ত্রিক/ধনতান্ত্রিক দেশগুলো হতে অধিকতর উৎপাদনশীল যন্ত্রকৌশল আমদানীর সাহায্যে উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। কেননা এই ব্যবস্থায় শোষণ অনস্তিত্বশীল।

২. কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূল ধন গড়ে উঠে তখন যখন মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে আয়ত্তে এনে নিজেকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করে তুলে। অর্থাৎ শ্রম ও তার পরিবেশের পারস্পরিক বিনিময়ে জীবনযাত্রাকে সহজতর করতে গিয়ে যে নিজস্ব উৎপাদন-কৌশল উদ্ভাবিত হয় তাই ঐ দেশের সকল মানবিক সম্পদের যথার্থ্য ব্যবহারের কৌশল।

৩. এক্ষেত্রে বিদেশ হতে ভিন্ন ইতিহাসে ভিন্ন উপকরণ-সংগঠনে বিকশিত যন্ত্রকৌশল উপযোগী প্রতিপন্ন হতে পারে না।

৪. এই পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত অভিমত হচ্ছে যে, কেবল রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রই অনুন্নত দেশের সমস্যার সমাধান নয়, প্রয়োজন অর্থনৈতিক উৎপাদন সংগঠন ও সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে শ্রম সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের সাহায্যে নিজস্ব যন্ত্র কৌশল উদ্ভাবন করা।

এ পর্যায়ে বলা যায়, কোন জনসমষ্টির উন্নয়নে কোন সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ থাকতে পারে না, দেশের বস্তুগত অবস্তুগত ('Material and Non-material') অবস্থার নিরিখে যথাযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের সমানুরালে অভ্যন্তরীণ অসম-সমাজ বিন্যাস এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসম প্রগতির বিরুদ্ধ-স্রোতে জনসম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের অভিপ্রেত নিয়েই উন্নয়ন-নিরিখ নির্বাচন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর বাঙালীদের পাশাপাশি রাকাইন নৃগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের অনুভাবনায় প্রফেসর আলবার্টো গুয়েরেইরো র‍্যামসের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি বলেন :

> "ইতিহাস সব সময়ই আমাদের সামনে উপস্থাপন করে অনেক সম্ভাবনার মুক্ত দিগন্ত... , সমাজ বিজ্ঞানের কাজের নির্দেশ হচ্ছে ইতিহাস বিনির্মাণে মানুষের অংশগ্রহণের দিগন্তকে উদ্ভাসিত করা এবং সমসাময়িক সমাজের সচেতন রূপান্তর সাধিত করা।" [২৩]

গ. পরিবর্তমান সমাজে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা : তত্ত্বগত বিন্যাস

সমাজের সচেতন রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, কেননা তাই সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৌশল। সমাজ পরিবর্তনে প্রশাসনের কি ভূমিকা হবে তা বহু বিতর্কিত বিষয়, তবে একথা সর্বস্বীকৃত যে অন্তত: রাজনৈতিক ক্ষমতার নির্দেশনায় প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র নীতি কার্যকরকরণে ভূমিকা পালন করবে। পটুয়াখালীর রাকাইন প্রেক্ষাপটে প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করছে বা কি-ইবা তার করণীয়—তা পর্যালোচনার জন্য তত্ত্বগত বিন্যাস অনুসরণ করা যায়। প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রের তত্ত্বের পুরোধা চিন্তানায়ক ম্যাক্স ওয়েবার ('Max Weber, 1864-1920') জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় আমলাতন্ত্রের রাজনীতি নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা বলেছিলেন। তিনি যে আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা তা যুক্তি-গ্রাহ্য কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ কর্তৃত্ব আবার আইন নির্ভর, অর্থাৎ এ কর্তৃত্ব যুক্তিগ্রাহ্য-আইনানুগ ('Legal-Rationa ')। এর আইন নৈর্ব্যক্তিক সংবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী নয়, আইনের অনুসৃতিতে আমলা তাঁর যুক্তিসম্মত ভূমিকা পালন করেন। নৈর্ব্যক্তিক বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক ('trustee') বলেই তিনি ইচ্ছানুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। ওয়েবার আমলাতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন নিম্নরূপ : [২৪]

১. আইন-কানুন অনুবর্তিতা,

২. বিশেষায়ণ,

Dhaka University Institutional Repository

৩. পদক্রম ('Hierachy') এবং

৪. নৈর্ব্যক্তিকতা ।

এই বৈশিষ্ট্যরাজির সমন্বয়ে কারিগরি দৃষ্টকোনে আমলাতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্র ও সংস্থার জন্য অপরিহার্য্য– ওয়েবার এই ধারণা পোষন করেন এবং বলেন :

> " আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বিকাশের মৌল কারণ হচ্ছে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় এর অবিমিশ্র কারিগরি শ্রেষ্ঠত্ব । "[২৫]

পরবর্তীতে পিটার ব্লাও ওয়েবারেরই মতের অনুকরণে আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ করেন একটি হাতিয়াররূপে ('as an instrument') । ব্লাও এর মতে :

> " আমলাতন্ত্রগুলো সেই ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান যা হয় শুভ, নয় অশুভ সাধনের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে কার্যকর গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়, কেননা বৃহদায়তন প্রেক্ষিতে তা যৌক্তিক প্রশাসনের নিরপেক্ষ হাতিয়ার ।" [২৬]

হার্বার্ট সাইমন (Herbert A.Simon) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রণয়নতত্ত্বে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার প্রত্যয়কে অস্বীকার করেন এই মর্মে যে, যে তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নীতি প্রণীত হয় তা, অর্থাৎ 'Decision Premise ' উপস্থাপনে মুখ্য ভূমিকা আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনের ।[২৭] আমলাতন্ত্রের ভূমিকার পর্যালোচনায় অত্যন্ত প্রাসংগিক এর বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা । ম্যাক্স ওয়েবার যে আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন রবার্ট কে মার্টন (Robert K.Merton), ফিলিপ সেলজনিক (Philp Selznick), এলভিন গৌডনার (Alvin W.Gouldner), মাইকেল ক্রোজিয়ার (Michel Crozier) প্রমুখ সে আমলাতন্ত্রেরই ভূমিকায়, উদ্দেশ্য বিমুখতা, অযৌক্তিকতা, সংশয়, উদ্বেগ, কার্য-ব্যত্যয় (diysfunctions) প্রত্যক্ষ করেন ।[২৮]

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে ওয়েবারের আদর্শগত মডেল বিভিন্ন সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য কিনা সে সম্পর্কে অনেক বুদ্ধিজীবী দ্বিধা পোষণ করেন এবং এই প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশ-নির্ভর ('ecological ') উন্নয়ন প্রশাসনের প্রয়োজন অনুভূত হয় । জন রেহফ্রাস (John Rehfruss)

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য হবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নাগরিকদের একই "জাতিগত বোধে" ('into a sense of "nationness"') একীভূত করা।[২১] পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনায় প্রশাসনের তাত্ত্বিকদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ফ্রেড ডব্লিউ রিগ্‌স্ তাঁর প্রতিবেশগত তত্ত্ব 'প্রিজমেটিক সমাজের তত্ত্ব' উত্থাপন করেন।

বর্তমান গবেষণায় প্রশাসনের ভূমিকার উপরিতলীয় পরিচয় উদঘাটনের জন্য এই তত্ত্বকে তথ্য সূচকরূপে ('as indices of information') গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজ পর্যালোচনায় এ তত্ত্বের বৈশিষ্ট যাই হউক, প্রশাসনের আঙ্গিকে বৈশিষ্ট এবং চরিত্রের একটি পার্শ্বদৃশ্য এ থেকে পরিস্ফুট হবে বলে ধারণা করা যায়।

ঘ. প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার ও বিষয়-সমীক্ষা : বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যবেক্ষণ

প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, বিষয় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ('Anthropological Observation Method') মাধ্যমে বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ ও পুণরীক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের মর্মীকরণে বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার (বর্তমান পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলা) রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে নীচে প্রসংগনিচয় উপস্থাপিত হল।

১'০ রাখাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা

১'(১) রাকাইন সম্প্রদায়ের জাতিসত্তার স্বীকৃতি

প্রশ্নমালা জরীপে দেখা যায়, রাকাইনরা যে একটি পৃথক জাতিসত্তা যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত ('Concensus') রয়েছে। উত্তরদাতাদের ৯৪% মনে করেন যে, রাকাইনরা একটি আলাদা জাতি। সাক্ষাৎকার প্রদানকালে একজন রাকাইন যুবনেতা তাহান পটুয়াখালীর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত সেমিনারে পঠিত

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশের উপজাতি : রাকাইন' শীর্ষক তাঁর এক মুদ্রিত প্রবন্ধ গবেষককে হস্তানুর করেন।[৩০] প্রবন্ধে আবেগপূর্ণ ভাষায় রাকাইনদের পৃথক জাতীয়তা ও সংস্কৃতির গৌরবজনক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ম্যানরিকের (Manrique) দিনপঞ্জীর ভিত্তিতে লেখা গ্রন্থ (Mowrice Collis 'The land of Great Image ') বইয়ে ১৬৮ ও ২৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিয়ে আরাকানে রাকাইনদের ঐশ্বর্যপূর্ণ সভ্যতা, আদর্শ ও চরিত্র সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এক পর্যায়ে বলা হয়েছে : রাকাইন জাতি খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পালি বা দেবনাগরী ভাষা ব্যবহার করতো এবং পর্যায়েক্রমে রূপান্তর ঘটিয়ে বেসালী (Wesali) যুগের বর্তমান রাকাইন ভাষা পূর্বরূপ ধারণ করেছে প্রায় খৃষ্টপূর্ব একশত বৎসর পূর্বে। সে যুগে প্রায় খৃঃ ২০ সালে (Tbu-Wana-devi) সুয়ানা দেবী তাঁর প্রবাসী স্বামী উপরাজ সিংগা রাজার (Thin-ga-Raza) নিকট লিখিত প্রেমমূলক তিনটি উচ্চাংগ কাব্য রচনা বর্তমান বার্মিজ ভাষায় এক অমূল্য সম্পদ। খৃষ্ট জন্মের আদিকাল হতে রাকাইন জাতি এশিয়ার বুকে এক শক্তিশালী ও সভ্যজাতি হিসাবে ভারত, চীন, বার্মা এবং শ্যামের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে এসেছিল। তাই রাকাইন সভ্যতার মাঝে শোভা পাচ্ছে এক উন্নত সংস্কৃতিররূপ। পরবর্তীকালে রাকাইন বসতি শুধু এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সংগে নয় ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলো, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকের বিশ্ব ইতিহাসে রাকাইন জাতির ইতিহাসের স্থান কোথায়? তাহাদের বক্তব্যের সার সত্য যাই হোক না কেন, এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাকাইনদের মধ্যে তাদের জাতিসত্তা সম্পর্কে প্রখর অনুভূতিবোধ রয়েছে এবং তা বিলোপনের প্রশ্ন তাদের কাছে অভাবিত বিষয়।

নৃগোষ্ঠী বিবেচনায় নিষাদ-ভেদ্দিড, মঙ্গোলীয়, আর্য, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা শঙ্কর বাঙালী জাতি মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের রাকাইনদের চাইতে আলাদা এবং সে অর্থেও তারা বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও বাঙালীদের চাইতে পৃথক। কোম জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার (acculturation Process) ব্যাপকীকরণে একটি নৃগোষ্ঠী অন্য নৃগোষ্ঠীর সাথে সাংস্কৃতিকভাবে একাত্ম (integrated) হয় এবং অখন্ড জাতিগঠন ('nation building') সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এলকিন (Elkin) ১৯৩৬-৩৭ সনে এবং রিড (Read) ১৯৫৫ সনে [৩১] পরিচালিত গবেষণায় দেখেছেন যে, কয়েকটি পর্যায়ে সাধিত সাংস্কৃত্যায়ন প্রক্রিয়া আদিবাসী সমাজকে ইউরোপীয় শিক্ষায় দীক্ষাদানের মাধ্যমে একক জাতিগঠনে প্রণোদিত করে। এক্ষেত্রে পর্যায়গুলো নিহিত ছিল জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে–ভাষা, খাদ্য গ্রহণ, পোষাক পরিচ্ছেদ, লোকাচার, প্রত্নতত্ত্ব, হাস্য কৌতুক, প্রভৃতিতে।

রাকাইনদের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের গৃহায়ন, লোকাচার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি, পরিবার ও বিবাহ এবং উত্তরাধিকার প্রথা এখনো বাঙালীদের সংস্পর্শে বা তাদের সংস্কৃতির বিক্ষেপণে ('diffusion') এমন কোন গুণগত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেনি যাতে বাঙালীদের সাথে রাকাইনরা সমাবিষ্ট ('assimilated') হতে পারে। বরং তারা নিজেদের সমাজ গোষ্ঠীতে অর্ন্তমিশ্রণের মাধ্যমে নিজস্ব সুকীয়তা ও জাতিসত্তা অক্ষুন্ন রাখায় অনড় এবং সামগ্রিকভাবে সংরক্ষণশীল।

১'(২) নৃগোষ্ঠীগত, ধর্মীয়, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সংখ্যালঘুতার প্রেক্ষিতে রাকাইনদের সমস্যা।

ব্যাপক সংখ্যক উত্তরদাতা, ৯৪% মনে করেন যে আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী, ভিন্ন ভাষা-ভাষী এবং পৃথক জাতি হিসেবে সংখ্যালঘু রাকাইনরা একাত্ম হতে পারেনি। সরেজমিন পরিদর্শন এবং আলাপ চারিতায় প্রতিভাত হয় যে, সংখ্যালঘুত্বের অনুভূতিও রাকাইনদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। রাকাইন যুবনেতা তাহান তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, "আমাদের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এখন আর '৪৬-'৪৭ সালের মত খুন, জখম, দাংগা-হাংগামা, কিংবা দল বেঁধে ঘরে আগুন দেওয়া বা লুঠতরাজের মত স্থূল আকারে বা 'crude form'-এ নেই। কিন্তু এখন অন্যভাবে নানা form-এ সূক্ষ্ম কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ও আমাদের সর্বসান্ত করা হচ্ছে। সব হারিয়ে আমরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছি।"

Dhaka University Institutional Repository

১.(৩) রাজনৈতিক অবমাননা : দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক পরিচয়

উত্তর দাতাগনদের ৬৪ শতাংশ মনে করেন যে, রাকাইনদের রাজনৈতিক অবস্থান এমন অসম্মানজনক যে, তা তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। অপর পক্ষে ২০% উত্তরদাতা প্রশ্নটির কোন উত্তরদানে বিরত থেকেছেন। ১৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, এই ধারণা ঠিক নয়। সাক্ষাৎকারদাতা সং অং ক্যাঁ, যিনি স্থানীয় স্কুলের ইংরেজী ও আরবী ভাষার একজন প্রাক্তন শিক্ষক এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য, তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ ধারায় কেবল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চিহ্নিতকরণ উপেক্ষার একটি নগণ্য উদাহরণ হলেও একদা শুধু বাঙালী বলে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয় ঘোষণা এবং বর্তমানে ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা সবল বাঙালী মুসলীম জাতি কর্তৃক রাকাইনদের মত অন্যান্য উপজাতিকে অবমাননা করার ঘটনার সমতুল। বলা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ক্ষমতাসীনদের এ আচরণ তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মর্যাদায় অবনত করেছে।

১.(৪) শিক্ষাগত পশ্চাদপদতা

উত্তরদাতাদের ১০০ শতাংশই মনে করেন যে, শিক্ষাগতভাবে রাকাইনরা পশ্চাদপদ। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয় শিক্ষা সম্পর্কে রাকাইনদের আগ্রহ প্রবল, কিন্তু ভাল স্কুল ও শিক্ষকের অভাবে তারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। রাকাইনদের মধ্যে অন্যতম উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ডঃ নান নেইন সেইন তাঁর সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিক্রমীভাবে বলেন যে, প্রত্যেক রাকাইন রাকাইন/বর্মীভাষা লিখতে ও পড়তে পারেন এবং বর্তমানে বিদ্যমান রাকাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক হবে। তবে সমস্যা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, কেননা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে লব্ধ শিক্ষা তাদের ভিন্ন ভাষা মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে না। উচ্চতর শিক্ষা ব্যতীত, ভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে রাকাইনরা বিশেষ উপকৃত হবে।

এ প্রসংগে দৈনিক সংবাদে ৮-১২-৮৭, দৈনিক খবরে ৮-১২-৮৭ এবং দৈনিক জনতায় ৯-১২-৮৭ তারিখে পাঠকের পাতায় মংহলা প্রু-রাকাইং (পিন্টু) এর লেখা

Dhaka University Institutional Repository

রাকাইন সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত পত্রের বক্তব্য লক্ষণীয় ।"

" বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রাকাইনরা শিক্ষার দিক দিয়ে একদম অনগ্রসর । শিক্ষার হার খুবই নগণ্য বিধায় রাকাইনরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে । ফলে বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে এদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত এবং বর্তমানে বৃহত্তর বাঙালী সমাজ থেকে এরা প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করছে । শিক্ষার পশ্চাদপদতার ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা একটি অন্যতম সমস্যা । ' বাংলা ' রাকাইনদের মাতৃভাষা নয় । ভাষার ক্ষেত্রে মিল না থাকার ফলে রাকাইন ছেলে-মেয়েদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন করতে হচ্ছে । তাই বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল লাভে বঞ্চিত হতে হয় । ফলে এরা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না ।

রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপ-জাতীয় (১৩টি গোত্র) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে আসন সংরক্ষিত রয়েছে । যার ফলে তাদেরকে জেনারেল কমপিটিশনে যেতে হয় না । সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও তাদের জন্যে আসন সংরক্ষণসহ বয়সীমা ৫ - ১০ বছর শিথিলযোগ্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাও একধাপ কমানো হয়েছে যেমন মাষ্টার্স ডিগ্রীর ক্ষেত্রে গ্রেজুয়েশন, ব্যাচেলর ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েট ইত্যাদি । তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উপজাতীয় গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য (বৃত্তি) প্রদান করা হয় ।

কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় বসবাসকারী রাকাইনরা উপজাতি নয় বিধায় এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত । এক্ষেত্রে অনুন্নত পশ্চাদপদ সম্প্রদায় হিসেবে রাকাইনদের জন্যে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ও চাকুরীর ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ (কোটা সিস্টেম) -এর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে, রাকাইন সম্প্রদায়ের একজন ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে রাকাইন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে 'আসন সংরক্ষণ' -এর ব্যবস্থা করা হোক। সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রেও রাকাইন সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংরক্ষণসহ বয়সীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রইল।

- মং হলা-প্রু রাখাইং (পিন্টু)
৬, ডি সি রোড
পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম-৪০০০।

১০(৫) ভূমি গ্রাসের কূটচক্র : প্রতারণা ও বঞ্চনা

একথা সার্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে, ভূমি সব সময়ই উপজাতিদের সমস্যা ও সংকটের মূল কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সাধারণত অন্যান্য উপজাতিদের মাঝে লক্ষণীয় যে, আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত মালিকানার আইনগত স্বীকৃতি নেই। কিন্তু পটুয়াখালীর রাকাইনদের অনেক ক্ষেত্রেই ভূমি সংক্রান্ত মালিকানার আইনগত স্বীকৃতি আছে, কিন্তু অধিকার নেই। ষড়যন্ত্র, কূট-কৌশল ও জোর জবরদস্তির মাধ্যমে তাদের ভূমি-ভোগের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সভ্য সমাজে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত মালিকানার আইনগত স্বীকৃতি ও নীতিমালা তাদের কাছে আজও বোধগম্য নয়। সম্ভবতঃ বিজাতীয় ভাষার কারনেই। এর ফলে তাদের দিন দিন এক অসহায় অবস্থার মধ্যে হাবু ডুবু খেতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের ৭৭ শতাংশ মনে করেন যে প্রতিবেশী প্রভাবশালী বাঙালীরা রাকাইনদের জমি-জমা আত্মসাতে লিপ্ত হয়েছে। ১০ম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত বিষয় সমীক্ষার (Case study) ফলাফলে দেখা যায়, জবরদখল, ভুয়া নিলাম ও জাল

Dhaka University Institutional Repository

বয়নামা-দখলনামা সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী কতিপয় কুচক্রী বাঙালী রাকাইনদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-ভূমি গ্রাসে তৎপর হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আদালত অবমাননায়ও এই বাঙালীরা কুন্ঠিত হয়নি । কখনো কখনো মামলায়রাকাইনরা নিম্ন আদালতে জয়লাভ করলে শক্তিধর বাঙালীরা উচ্চতর আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে, রাকাইনদের পক্ষে একটি নিষ্পত্তি হলে অন্য বিষয়ে বাঙালীরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে । এভাবে ক্রমাগত মামলার দুষ্ট চক্রের আবর্তে অর্থ, বিত্ত, সম্পদ হারিয়ে রাকাইনরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো বাধ্য হয়ে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে বা অন্যায়ের শিকার হয় ।

রাকাইন নেতা বাচিন তালুকদার তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন," আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি কতিপয় প্রভাবশালী বাঙালীর আনুকূল্যে কিছু মুখচেনা দাংগাবাজ লোক নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দখল করে নিচ্ছে । " তাঁর মতে, স্বাধীনতার পূর্বকালে রাকাইনরা সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে ইত্যাকার ষড়যন্ত্র কম পরিলক্ষিত হোত । বাচিন তালুকদার তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে পটুয়াখালীর রাকাইনদের ভূমি সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে বরিশাল সেটেলমেন্ট অফিসকে 'ভূয়া রেকর্ডের কারখানা 'রূপে আখ্যা দান করেন । তিনি আলোচ্য সমস্যার নিম্নবর্ণিত কয়েকটি দিক তুলে ধরেন :

১. রাকাইনদের ভূমি ভূয়া নিলাম ও মিথ্যা রেকর্ডের মাধ্যমে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে ।

২. রাকাইনদের দখলাধীন খাস জমি তাদের না জানিয়ে বাঙালীদের বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে ।

৩. রাকাইন এলাকার ঘাসী জমি, হালট, নালা প্রভৃতি গণ ব্যবহার্য্য জমি বাঙালীরা জবরদখল করছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজসে বন্দোবস্ত গ্রহণ করছে । ফলতঃ রাকাইনরা নিজ জমিতে গমনাগমন, পশুচারণ এবং পানি নিস্কাশনের মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ভূমিহীনদের খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিহীন রাকাইনরা কোনরূপ পূণর্বাসন লাভ করছে না। বরং প্রভাবশালী বাঙালীরা বেনামে নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে মিথ্যেভাবে খাস জমি গ্রহণ করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একজন বাঙালী বহু খাস জমি একত্রে লাভ করেছে ও ভোগ দখল করছে ।

এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায়ও একটি অত্যন্ত বিসদৃশ বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, যে ক্ষেত্রে বাঙালীদের এক সময় রাকাইন অঞ্চলে কোন ভূমিই ছিলনা সেখানে নামে-বেনামে কোন কোন অত্যন্ত প্রভাবশালী বাঙালীর ৬০ থেকে ১৬০ বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে । আরো একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, পটুয়াখালীর অন্যান্য উপকূল ও রাকাইন অঞ্চলে প্রশাসনের প্রতিনিধি-স্থানীয় আমলা ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনের নামেও বিপুল পরিমাণ ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে— যাদের অনেকে মৌখিকভাবে ঐ জমি একসনা বন্দোবস্ত বা বর্গা প্রদান করে ।

পর্যবেক্ষণে পরিদৃষ্ট হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তের মামলায় পরাজিত রাকাইনদের আপীলের সময় তামাদী (time barred) হয়ে যাওয়ার পূর্বে আপীলের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ নামা/রায়/ডিক্রী মুন্সেফ অজানিত কারণে প্রার্থনা সত্ত্বেও সরবরাহ করেননি ।

আরেকটি উদাহরণে পরিলক্ষিত হয়, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাতস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এ রাকাইনসহ অন্যান্য কতিপয় আদিবাসীর ভূমি হস্তান্তর কেবল আদিবাসীর মধ্যে সীমিতকরণ, অন্যথায় এইরূপ হস্তান্তর রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে করায় রাজস্ব প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার সুযোগে উৎকোচ ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণ করে ।

পটুয়াখালীর রাকাইনদের ভূমি হস্তান্তর সমস্যার সামগ্রিক পরিস্থিতির গুরুত্বর চিত্র লক্ষ্য করা যায় রাকাইন যুবনেতা তাহানের এক সাক্ষাৎকারে :

> " বারংবার ডাকাতি, রাকাইন নারীর উপর হামলা এবং সর্বোপরি, জাল মিথ্যা দলিল সৃষ্টি এমনকি নগ্ন বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

জবরদখলের প্রক্রিয়া এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ জাগিয়ে তুলেছে।"[৩২]

১°(৬) <u>আইন শৃংখলার বিপর্যয় : নিরাপত্তাহীনতা</u>

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রাকাইনদের নিতান্তই নিরাপত্তাহীন করে তুলছে কিনা সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ৮৭% ই হ্যাঁ সূচক জবাবদান করেন। রাকাইনদের ভূমি সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়েও প্রতিভাত হয়েছে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এখানে অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে । রাকাইন যুবনেতা তাহান ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পূর্ব কথিত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন," রাকাইনদের সম্পত্তি ও তাদের নারীরা স্থানীয় দুস্কৃতিকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।"[৩৩] বর্তমান গবেষণার নবম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রাকাইন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এই অবনতিশীল পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিউনিস্ট নেতা সুন অং খাঁ তাঁর সাক্ষাৎকারে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ সত্ত্বেও আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিদ্যমানতায় স্থানীয় দুষ্ট প্রকৃতির বাঙালীদের দ্বারা রাকাইনদের ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার বর্ণনা করেছেন । ১৯৭৬ সনে তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক জারীকৃত বিশেষ হুশিয়ারী পত্র বিমানযোগে রাকাইন অঞ্চলে বিতরণ করা হয়। এই পত্রে বর্ণিত হয় :

> "পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে, অত্র জেলায় সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত খেঁপুপাড়া ও আমতলী থানায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত ও নিজ চাষকৃত জমির ফসল কতিপয় দুস্কৃতিকারী অনুপ্রবেশ করিয়া জোর পূর্বক ও অবৈধভাবে কাটিয়া নিয়া উপজাতীয়দেরকে অর্থনৈতিকভাবে পংগু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে।
>
> জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমি এই দুস্কৃতিকারীদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতে এহেন কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে ।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত এলাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন তাহারা যেন দুস্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে ধরিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করেন।" •

১৯৭৭ সনের ২২শে অক্টোবরের এক ঘটনায় ২৫জন লাঠিয়ালসহ থানখুপাড়ার জনৈক দুর্ধর্ষ আবদুল কাদের বেপারী ও সামসুল আলম ওরফে চান্দু কর্তৃক রাকাইন প্রধান খো মাতক্করের জমি হতে ধান কেটে নেয়ার ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৪] এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রাকাইন অঞ্চলে পরবর্তী প্রতিটি বছরেই লক্ষ্য করা গেছে বলে আলাপ-চারিতায় জানা গেছে।

এই দুদর্শাসূচক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অন্যতম কারণ কারুর কারুন মতে থানা হেড কোয়ার্টারের দূরবর্তী অবস্থান[৩৫] এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অসহযোগিতা।

১০(৭) <u>প্রতিকারহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ : অসহায় জীবন</u>

উত্তরদাতাদের ১০০ শতাংশই মনে করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তিতে রাকাইন--দের অবস্থা সহায়হীন। পটুয়াখালী জেলা পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায়, আমতলী উপজিলার ২৭% এবং গলাচিপা উপজিলার ৫% জমি বন্যা সংকুলন, আমতলী উপজিলার ৩০%, বরগুণা উপজিলার ৪০%, গলাচিপা উপজিলার ৮০% এবং কলাপাড়া উপজিলার ৯৫% জমি জলোচ্ছ্বাস-প্রবণ এবং গলাচিপা উপজিলার ১০% জমি লবণাক্ততা-প্রবণ। আমতলী ও কলাপাড়ায় ও লবণাক্ততা রয়েছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে আমতলীতে ১০টি, বরগুণায় ৮টি, গলাচিপায় ৩১টি এবং কলাপাড়ায় অবস্থিত ১৯টি ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র এবং খেঁপুপাড়ায় অবস্থিত একটি রাডার ষ্টেশন নিয়ে পটুয়াখালীর রাকাইন জনগণ সর্বগ্রাসী বন্যা ও করাল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি। এ ক্ষেত্রে জেলার ত্রাণ কার্যক্রমকেও অপরিব্যাপ্ত বলে ধারণা করা যায়।

• বিশেষ হুশিয়ারী : দ্রষ্টব্য : সংলগ্নী।

Dhaka University Institutional Repository

১.(৮) কৃষি নির্ভরতা : পেশাগত দুর্যোগ : অনড়তা

উত্তরদাতাদের ৬২ শতাংশ মনে করেন কৃষি কাজের সাথে ঐতিহ্যগত যোগের কারণে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও রাখাইনরা পেশা পরিবর্তন করেনি। উত্তরদাতাদের ৩৮ শতাংশ নেতিবাচক উত্তর দেন। এ ক্ষেত্রে অন্যতম উচ্চ শিক্ষিতা রাখাইন মহিলা ডঃ সেইন এক সাক্ষাৎকারে বলেন," দেশে বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন বৃত্তি ('trade ') শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ এখানে নেই। অন্য বৃত্তি শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকলে রাখাইনরা ভূমির উপর তাদের সামগ্রিক নির্ভরতা পরিহার করতে পারতো। সম্প্রদায়ের বর্তমান শিক্ষাগত ভিত্তিই একই বিষয় নির্দেশ করে। এ অঞ্চলে কারিগরি ইনসটিটিউট স্থাপন করা হলে রাখাইনদের জন্য তা সুফলদায়ক হোত।" [৩৬] ডঃ সেইন তাঁর সাক্ষাৎকারে আরো বলেন :

> " রাখাইনরা কৃষি প্রযুক্তির পশ্চাদপদতায়ও ভুগছে। দেশে ষাটের দশকের মধ্যভাগে আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও দুই দশক পরেও, আমাদের সম্প্রদায় সনাতন কৃষি-কৌশলের উপর নির্ভরশীল। সরকারের উচিৎ এ অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন করা।" [৩৭]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কৃষির সামগ্রিক চিত্রের সাথে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিফলনও রাখাইন অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। কৃষি-নির্ভরতা এদেশের মানুষের জন্য একারণেই সমস্যাদায়ক যে এই নির্ভরতার সাথে জড়িয়ে আছে উৎপাদনের নিম্নহার, আদিম পদ্ধতির চাষাবাদ, মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরতা, খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ে ফসলহানি। অপর পক্ষে লক্ষ্য করা যায়, অকৃষিখাতে গ্রামীণ জনগণ তাদের বৃত্তিকে প্রসারিত করেননি। এছাড়াও গ্রামীণ আর্থিক বাজার ('Rural Financial Market ') কে সক্রিয়করণের ব্যাপক উদ্যোগও অনুপস্থিত। Rural Fianance Experimental Project, 1978 -এর 'Baseline Survey' তে পরিদৃষ্ট হয় বিভিন্ন উৎস হতে গ্রামীণ ঋণের চাহিদা নিম্নরূপ :[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

	ঋণের উৎস	চাহিদা (%)
ক.	বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন	২০
খ.	বৃহৎ ভূস্বামী	৪০-৫০
গ.	স্বর্ণ ও রৌপ্যকার	২০-৩০
ঘ.	ব্যবসায়ী	৫
ঙ.	প্রতিষ্ঠানিক উৎস, ব্যাংক, সমবায় প্রভৃতি	১০-১৫

এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিদৃশ্যমান নিরংকুশ দারিদ্র, ভূমিহীনতা এবং সম্পদের অসমবণ্টনের ক্রমপ্রসারমান গতি-প্রকৃতি।[৩৯]

১'(৯) উন্নয়ন বিমুখ মনোবৃত্তি : কুসংস্কার

প্রশ্নমালায় রাকাইনদের উন্নয়নবিমুখ মনোবৃত্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে তাদের বিব্রত করা হয়নি। তবে প্রাসংগিক সাহিত্যের পর্যালোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পরিদৃষ্ট হয়, রাকাইনরা সনাতনী মূল্যবোধে আক্রান্ত, ভাগ্য-নির্ভরতা বা নিয়তিবাদ, জাতিগত অন্তঃকেন্দ্রীকতা এবং জাতিগত অহংকার ও সম্ভ্রমবোধের কারণেই পার্শ্ববর্তী বাঙালী সাংস্কৃতির অনেক বিজ্ঞান-মনস্ক উপকরণকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তারা এখনো সেই কিংবদন্তীতে বিশ্বাসী যে ২০০ বছর অতিক্রান্ত হলে পটুয়াখালীর রাকাইনদের আর এ অঞ্চলে বসবাস করা উচিত হবে না। এই কিংবদন্তী সাম্প্রতিক অতীতে তাদের দেশ ত্যাগের অন্যতম কারণরূপে প্রতিপন্ন হয় বলে আবদুল মাবুদ খান প্রদর্শন করেন।[৪০]

১'(১০) অর্থনৈতিক সংকট : বেকার সমস্যা ও গণদারিদ্র

উত্তর দাতাদের ১০০ শতাংশই মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় রাকাইনদের মধ্যে দারিদ্র ও বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ছে। দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে আলাপ চারিতায় জানা যায় যে, এর মূল কারণ প্রভাবশালী বাঙালীদের কূটকৌশলের শিকার হয়ে ক্রমাগত জমি-জমা হারানো। এ প্রসংগে থন অং জ্যাঁ বলেন, 'আদালতের রায় রাকাইনদের অনুকূলে প্রদত্ত হলেও, বিরোধীয় জমিতে দখল প্রতিষ্ঠা তার পরে অধিকতর জটিল হয়ে পড়ে।'[৪১] কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্রের ব্যাপকতা ও গভীরতার শিকার হয়ে মহাজনী ঋণের প্রকোপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপর্যয়ে সহায় সম্বলহীন রাকাইনদের মধ্যে 'গণ' আকারে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ছে ।

১'(১১) ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা : 'শেষ ভূখন্ডের' জীবন

রাকাইনরা ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন বলে উত্তরদাতাদের অর্ধাংশের বেশী, ৬৪% মনে করেন । ডঃ সেইন তাঁর পূর্ব বর্ণিত সাক্ষাৎকারে ভূমি সমস্যার পরেই যে সমস্যাকে চিহ্নিত করেন তা হচ্ছে যোগাযোগের সমস্যা । তাঁর মতে :

> " আমাদের সম্প্রদায় যে সকল প্রধান কারণে তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্নতার শিকার এটি (যোগাযোগ সমস্যা) তার অন্যতম এবং এ কারণেই রাকাইনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জাতির অপরাংশ অবহিত নন ।" [৪২]

পটুয়াখালী জেলা পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাকা রাস্তা আমতলী, বরগুণা, গলাচিপা ও কলাপাড়ায় যথাক্রমে ১, ১১, ১৩ ও ৭ মাইল । কোন বাস-ট্রাক এই উপজিলা গুলোতে নেই, আছে শুধু পটুয়াখালীতে । আমতলীতে অটোরিকসা ১ ও রিকসা ৩টি, বরগুণায় অটোরিকসা ৫টি ও রিকসা ৩৪৩টি । গলাচিপায় ও কলাপাড়ায় শুধু রিকসা রয়েছে যথাক্রমে ৭৪ ও ৪৫টি । এই পরিসংখ্যান হতে ধারণা হয় যে, স্থল পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদী প্রধান পটুয়াখালীর রাকাইন অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন ।

পটুয়াখালীর রাকাইন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা প্রসংগে অধ্যাপক নাজমুল করিমের একটি উক্তি স্মরণ্য :

> " ..... ভৌগলিক কারণে কোন এলাকা দুরাধিগম্য হলে . . . সে সব জায়গায় সহজে আইন রক্ষকেরা পৌঁছাতে পারে না । কাজেই খুন, রাহাজানী, লুট বা বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকে ।" [৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

রাকাইন অঞ্চলের ভূমি সমস্যা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি এবং রাকাইনদের পরিণতির নিরিখে অধ্যাপক করিমের এই বক্তব্যকে গ্রহণীয় মনে হয়। প্রসংগক্রমে রুশোর মন্তব্যও উল্লেখ্য, যিনি বলেছিলেন ,' সব আবহাওয়া মানুষের স্বাধীনতার অনুকূল নয় ' ('libery is not the fruit of all climes)[৪৪]। বাঙলাদেশের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে দেশের 'শেষ ভূখন্ডের'[৪৫] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালায় যে রাকাইন অধিবাস, স্বাধীনতার সূর্যতলে তারা কি সমবেত, এই প্রশ্নই এখন উচ্চকিত।

১.(১২) সাংগঠনিক শক্তিহীনতা : 'নীরব বিদ্রোহের' পর্যায়

পটুয়াখালীর রাকাইনদের মধ্যে এরূপ অসন্তোষ বিরাজ করছে কিনা যে কেবল সাংগঠনিক শক্তির অভাবেই তারা সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েনি— এই প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন ৭২ জন উত্তরদাতা। ২১ জন হাঁ সূচক এবং ৭ জন " না " সূচক উত্তর দিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অঞ্চলে তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের সোচ্চার দাবীতে আজ এক 'অশান্ত এলাকা'[৪৬] উপজাতীয়তায় তাড়ান সৃষ্টি করে একটি জাতিকে বিখন্ডিত করা সবল জাতির উদ্দেশ্য হলে দুর্বল জাতিটি সর্বশক্তি প্রয়োগে তা প্রতিহত করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় দাবীর অস্বীকৃতি এবং তার পরিণামে চরম বিদ্রোহাবস্থা সশস্ত্র পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু যোগাযোগবিহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কি রাকাইনদের পক্ষে অসন্তোষ প্রকাশের সশস্ত্র ভাষা আয়ত্ত হবে, এটি জিজ্ঞাস্য বিষয় হতে পারে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সংগোপন আলাপ-চারিতায় প্রতীয়মান হয় রাকাইনদের অন্তুতঃ নগণ্য একটি অংশ বিদ্যমান সরকারের অনীহাসূচক ভূমিকার প্রতি তীব্রভাবে বীতিশ্রদ্ধ। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে নীরব বিদ্রোহের আচরণে বিরাগ স্পষ্ট রাকাইনদের মধ্যে। তবে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যে ভাবে 'স্বাধীনতার' প্রত্যাশায় সেখানকার আদিবাসীরা উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেভাবে স্বাধিকার প্রত্যাশা করা কি পটুয়াখালীর রাকাইনদের পক্ষে সম্ভব ? ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদ হতে মন্টেস্কুর ভাষ্যে হয়তো এ সম্পর্কে একটি প্রকল্প উত্থাপন করা যায় :

> " পার্বত্য ভূমি স্বাধীনতার অনুকূলে। ... সমতল ও উষ্ণ অঞ্চল এক নায়কত্ব ও স্বৈরাচারের অনুকূলে।"[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

২.০ প্রশাসনের ভূমিকা

২.১ বিক্ষিপ্ত রীতি-নীতি ক্রিয়াকলাপ

উত্তরদাতাদের ৫৯% মনে করেন প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনা ও রীতিনীতি কাজ-কর্মের ধারা ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো। ২৬% উত্তরদাতা এ প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন এবং ১৫% নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। ম্যাক্সওয়েবার যে নিয়মতান্ত্রিক, পারদর্শী, সুবিন্যস্ত ও বৈব্যাক্তিক প্রশাসনের কথা বলেছিলেন, সে রকম আদর্শিক প্রশাসন পটুয়াখালীর রাঙ্কাইনরা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে তাদের ধারণায় প্রতিভাত হয় না। নিয়মানুবর্তিতার নামে নিছক আইন-কানুনের অনুবর্তিতা বা প্রয়োজনে তার অস্বীকৃতি এ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে তাদের অনেকে ধারণা করেন। বর্তমান গবেষণার নবম পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত সুন অং জ্যাঁ এর সাক্ষাৎকারে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিক্ষিপ্ত আচরণের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পুলিশের মৌন সম্মতিতে ও আদালতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাঙ্কাইন পাড়ায় দুইদিন আগে বাঙালী দুর্বৃত্তদের মাঠের ফসল লুঠের ঘটনার পর জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৯৭৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকের তালতলী শাখা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ঐ অঞ্চলকে 'অপরাধমুক্ত অঞ্চল' (Crime Zero Zone) হিসেবে ঘোষণা করার বিচিত্র তথ্য তার সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় ঐ এলাকার ১২টি মৌজায় মাঠের ধান লুঠের অভিযোগ প্রশাসনের গোচরীভূত ছিল। প্রশাসনের এই বিক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে মার্টন, সেলজ্নিক, গৌডনার, ক্রোঝিয়ার, প্রমুখের 'আমলাতান্ত্রিক ব্যাধি (Bureau Pathology') বা কার্য ব্যত্যয় সূচক আচরণ ('dysfunctional behaviour ') ধারণারাজির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। একেত্রে রিগ্সের 'বিক্ষিপ্ততা' 'heterogeneity ' 'র ধারণা প্রশাসনের অন্যান্য আরো আচরণগত বিসদৃশতায় প্রতীয়মান হয়।

২.২ অতি অনুষ্ঠানিকতা

প্রশাসনের কাজের চাইতে জাঁক-জমক বা আড়ম্বর বেশী কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৮৭ জন উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। না সূচক উত্তর দিয়েছেন মাত্র ৩ জন এবং নিরুত্তর থেকেছেন

Dhaka University Institutional Repository

১০ জন । সরেজমিনে পরিদর্শনকালে একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাকাইন এই গবেষককে জানান যে, রাকাইন অঞ্চলে ইউএনও সাহেব পদার্পণ করলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাকাইন-দের অভ্যর্থনা জানাতে হয়, সেজন্য রাকাইন পাড়া থেকে তাদের ও ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় । সরকারী কর্মকর্তারা মন্দির পরিদর্শনে এলে তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপক আয়োজন করতে হয় । বিশেষ করে থানার দারোগা এলে এমন আরম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা পরিদৃষ্ট হয় ।

রিগ্‌স্‌ এর ধারণা অনুসরণ করলে দেখা যায় আইনে প্রদত্ত ও প্রাপ্য পদমর্যাদা এর সাথে বৈসাদৃশ্যের কারণে ইউ এন ও / দারোগার আদায়কৃত এই অতি সম্বর্ধনা কার্যতঃ 'formalism' বা অতি আনুষ্ঠানিকতার পরিচায়ক ।

২·৩ প্রভাবিত কার্য-ধারা

প্রশাসনের কাজ-কর্মে বাইরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৮৫% উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, ১১জন নিরুত্তর থেকেছেন এবং ৪ জন নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন ।

মহকুমা প্রশাসককে লিখিত থেঁগপাড়ার রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ এম এস ইসলামের ২৮-১২-৬৮ তারিখে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি কুয়াকাটার বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথা রাকাইনদের এই অভিযোগ প্রায় সর্বাংশে স্বীকার করেন যে, স্থানীয় তহশীল ও রাজস্ব সার্কেলের কর্মচারীরা নেতৃস্থানীয় স্থানীয় মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাকাইনদের নামে প্রস্তুতকৃত জমির স্বত্বলিপি ('Record of Right ') ঘষা-মাজা ('tampering') করে ঐ মুসলিমদের মালিকরূপে প্রদর্শন করেন এবং এই সংখ্যালঘুদের কিছু কিছু জোত-জমা('holding') প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বের তারিখ দিয়ে নিলামে বা নামজারীসূত্রে তাদের সম্পূর্ণ অগোচরে বিক্রীত বলে রেকর্ড সংশোধন করেন ।[৪৮]

রাকাইন অঞ্চলে প্রশাসনের এরূপ প্রভাবিত আচরণ বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে রিগসের 'সালামডেলের'('Sala Model ') পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ বলে নির্দেশ করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ দীর্ঘ সূত্রিতা, ধীরতা ও জটিলতা

প্রশাসন কাজে দীর্ঘ-সূত্রী, ধীর এবং জটিলতায় আক্রান্ত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৯৬% উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন। ১ জন না সূচক এবং ৩ জন কোন উত্তর প্রদান করেননি। সুন অং ম্রাঁ তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, বানোয়াট কাগজপত্র তৈরী, জাল জালিয়াতির বিরুদ্ধে রাকাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রশাসন, ক্রিমিনাল বা সিভিল কোর্টেও বিচার চেয়ে তুরিৎ সমাধান পান না। কারণ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের কাজের ধারা দীর্ঘসূত্রী, ধীর এবং জটিল। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর অধীনে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে 'বডি কর্পোরেট' রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহ, বিশেষ করে কৃষি ব্যাংক প্রশাসনের কাজের ধারায় অহেতুক বিলম্ব, জটিলতা, অতিরিক্ত কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণ ('excessive paper processing') সম্পর্কে রাকাইনদের মধ্যে ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। ব্যাংক প্রশাসনের কাছে পৌঁছানোর জন্য রাকাইনদের মাধ্যস্থতাকারী বাঙালী টাউটদের শরণাপন্ন হতে হয়।

প্রশাসনের প্রকৃতি পর্যালোচনায় এ ক্ষেত্রে Joy B. Westcott-এর ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায় যাতে তিনি বলেছিলেন দাফতরিক কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণের আধিক্য (excessive paper processing) ও কাজের জটিলতা এবং অহেতুক গোপনীয়তা পরিবর্তমান সমাজের প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য।[৪৯] প্রশাসনের এ ধরণের আচরণ ধারা পর্যালোচনা করে অধ্যাপক নুৎফুল হক চৌধুরী একে সনাক্ত করেছেন 'Mechanical and low pitched Administration' বলে।[৫০]

২.৫ সাম্প্রদায়িক সংশ্লিষ্টতা : উন্নাসিকতা

বাঙালী প্রধান প্রশাসনের সদস্যদের নিজ সম্প্রদায়ের সাথে যোগের কারণে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতে দেখা গেছে কিনা সে সম্পর্কে ৬০% উত্তরদাতা ইতিবাচক মত পোষণ করেন। অপর পক্ষে ২৬ জন নিরুত্তর এবং ১৪ জন এই মতের বিপক্ষে। রিগসের প্রিজমেটিক মডেলে বর্ণিত হয়েছে, গণযোগাযোগের অভাবে পরিবর্তমান সমাজ কিছু জনসমষ্টি এলিটদের সাথে সমাবিষ্ট (mobilised) হয়, কিন্তু কিছু কিছু জনসমষ্টি বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মত বাস করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাকাইনদের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে যোগাযোগের বহু মাধ্যমের সুবিধা বঞ্চিত এ সম্প্রদায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের নৈকট্যে আসতে পারেনি বা ভৌগলিক রাজনৈতিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। অপর পক্ষে কুয়াকাটার রাকাইন নেতা বাচিন তালুকদারের বক্তব্য ও এ প্রসংগে উদ্ধৃতিযোগ্য :

"..... পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের কিছু লোক স্থায়ী আবাস গড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে শান্তিবাহিনীর তৎপরতা ও বাংলাদেশ সরকারের সঠিক কার্যক্রম ব্যর্থতায় সেখানে আস্তানা গড়ার প্রচেষ্টাও বিপদজনক হয়ে পড়েছে।" *

এ ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মুখেও নিজ সম্প্রদায়ের অন্য অংশের সাথে রাকাইনরা 'ভূয়ো-রাজনৈতিক '(Geo-political) একাত্মতা সৃষ্টির সুযোগ পায়নি। সম্প্রদায় হিসেবে সংখ্যালঘু রাকাইন সংখ্যাগুরু বাঙালীদের প্রাধান্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও খন্ডিত জীবন-যাপন করছে। বাঙালীদের সাথেও সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ তাদের জন্য কম মনস্তাত্ত্বিক কারণেও। পর্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় বাঙালীদের উচ্চ মন্যের জটিলতা (superiority complex) রাকাইনদের জাতিগত চেতনাকে আহত করছে। এক্ষেত্রে আমতলী উপজিলার আগা ঠাকুর পাড়ায় গবেষকের প্রথম দিনের একটি একক অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য, যিনি পথিমধ্যে একজন বাঙালী ও রাকাইনকে নিম্নরূপ সংলাপ বিনিময় করতে শোনেন :

"রাকাইন	:	আমার জমির আইল ভাইংগা পানি নেছো ক্যা ?
বাঙালী	:	অই মগের ছাও মগ, পানি তোর বাপের ?
রাকাইন	:	আমার জাগার পানি আমার নাতো তোর ?
বাঙালী	:	বড় বড় কতা কইস না, তোরা এই দেশের মালিক নাকি ? তোরা যে দ্যাশ থেইক্যা আইছো হেই দেশে ভাগ হালারা।"

---

* গবেষকের সংগে সাক্ষাৎকার যা পূর্ববর্তী নবম অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাটি রাকাইনদের প্রতি বাঙালীদের অবমাননা সূচক মনোভাবের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয় না, কেননা অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় অন্য রাকাইনদের বক্তব্যে। রাকাইন যুবনেতা তাহান বলেন :

"প্রভাবশালী বাঙালীরা আমাদের সভ্য মানুষ বলে মনে করে না।"

২'৬ অতি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা : আধিপত্য প্রদর্শন

প্রশাসন ক্ষমতা নিজেদের কেন্দ্রে আধিপত্য সূচক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে কিনা- এই প্রশ্নে উত্তর দাতারা ৮৫% ইতিবাচক, ১০% নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। ১০% কোন উত্তর প্রদান করেন নি।

প্রসংগে ওয়েবারীয় আমলাতন্ত্রের ধারণা লক্ষনীয়। ওয়েবার আমলাতন্ত্রের রাজনীতি-নিরপেক্ষ এবং 'আইন-সম্মত' যুক্তি-সিদ্ধ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরবর্তীতে প্রশাসনের তাত্ত্বিকগণ 'রাজনীতি-প্রশাসন নিরবচ্ছিন্নতা'(politics-administration continuum) তত্ত্বকে তুলে ধরেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রের কর্মক্ষেত্র ব্যাপক এবং ক্ষমতাও বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি রিগ সের ভাষায় : আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রকোপতুল্য 'heavy weight of bureaucratic power' এ পরিদৃষ্ট।

২'৭ দুর্নীতি

উত্তরদাতাদের ৩ জন এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেননি যে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি পরায়ণ বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে কিনা। এই প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন ৯৭%। উৎকোচ গ্রহণ, সরকারী অর্থ, উপকরণ ও সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ উথ্থাপন করে কোন কোন রাকাইন প্রশাসনকে অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করেন। বাবু আংকুজান বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"ঘূর্ণিঝড়ের পরে রাকাইন অঞ্চলে প্রেরিত সরকারী সাহায্য, অর্থ, উপকরণ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যথাযথ আমাদের এই দুর্গত অঞ্চলে ঠিক মত পৌঁছায় না। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রিলিফের গম, ঢেউ টিন, বীজ ধানের টাকা অহরহই আত্মসাৎ করেন। কৃষি ঋণ পেতে হলেও ব্যাংক অফিসারদের জন্য টাকা পয়সা খরচ করতে হয়।"*

উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে প্রশাসন ও সরকারের উচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গের দুর্নীতিকে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করে গুণার মিরডাল (Gunner Myrdal) বলেন, যাঁরা সরকারী কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তিনি মন্ত্রীই হউন আর আইন প্রণেতাই হউন বা উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাই হউন–অনবরত তাদের পদের সুযোগে নিজেদের জন্যে, নিজেদের পরিবারের জন্যে বা নিজেদের সামাজিক সংঘের (Group) জন্য অন্যায্য লাভ গ্রহণ করেন।[৫১] রিগ্‌সও তাঁর সালা মডেলে প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যরূপে দুর্নীতিকে সনাক্ত করেন।

২.৮ কর্মশৈথিল্য, নগর-মুখিতা ও অনুপস্থিতি

"প্রশাসনের সদস্যরা কাজে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তারা গ্রামের চাইতে শহরেই থাকতে ভালবাসেন এবং আপনাদের এলাকা সফরে আসেন না।" – এই প্রশ্নের উত্তরে ৯৭% উত্তরদাতাই ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। সরেজমিন পরিদর্শনেও গবেষক প্রত্যক্ষ করেন যে, সরকারী আমলারা রাকাইন গ্রামগুলো খুব একটা পরিদর্শন করেন না, বরং উপজেলা জেলা সদরে থাকতেই তাঁরা সবদিক থেকে সুবিধাজনক মনে করেন। সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কর্তব্য অবহেলা সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায়, রাকাইনদের ভূমি সিকস্তি ও সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত হওয়ার পরও তাদের নামে রেকর্ড সংশোধন না করে খাজনা বাকী দেখানো হয়।[৫২]

২.৯ ভাষাগত দূরত্ব : বিচ্ছিন্নতা

অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারীতে বাঙলা ব্যবহারের ফলে প্রশাসনের সাথে রাকাইনদের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে কিনা এই প্রশ্নে ১০০% উত্তরদাতাই বলেন যে, এই বক্তব্য সঠিক।

---

* গবেষকের সংগে সাক্ষাৎকার। যা পূর্ববর্তী নবম অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে রাকাইনদের সাথে আলাপ চারিতায় গবেষক জানতে পারেন যে, অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজী ও বাঙলা হওয়ায়, তথা রাকাইন বা বর্মীভাষা ব্যবহৃত না হওয়ায় তা রাকাইনদের নিকট বোধগম্য নয়। আইন-কানুনের জটিলতার সাথে ভাষার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতা রাকাইনদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে কোন কোন রাকাইন মত ব্যক্ত করেন। ডঃ সেইন তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন যে, স্কুল পর্যায়ে রাকাইন/বর্মী ভাষা প্রবর্তিত হলে তা রাকাইনদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুকূল হবে। এই পর্যায়ে মাতৃভাষার ব্যবহার তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে, যদিও উচ্চ শিক্ষা অন্য ভাষা মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

1. মিখাইল নেস্তুর্ষ : মানব সমাজ : প্রজাতি, জাতি, প্রগতি (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৬) পৃ: ১০৭

2. North-South : A Programme for Survival (Brandt Commission Report on International Development issues/park Books: 1980) Passim.

3. Loveman, Videla, Augela Davis প্রমুখ নবা বাম বুদ্ধিজীবী এই প্রত্যয়(Concept) ব্যবহার করেন ।

4. Myron Weiner (ed): Modernisation (New York : 1966)

5. F.X. Sutton :" Social Theory and Comparative Politics", in Harry Eckstein and David Apter (ed): Comparative Politics, New York, 1963, p. 71.

6. Sammuel P. Huntington : " The Change to Change ", in Bernard E. Brown and Others (ed) : Comparative Politics Vol.III No. 3 April, 1971 P. 295.

7. W.W.Rostow : The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960 pp- 4-1.

8. Gunar Myrdeal : Against the Stream: Critical Essays on Economics, New York pp. 189-190.

9. Raul Prebisch: The Economic Development of Latin America and its Principal Problems (New York: 1950) Passim.

Dhaka University Institutional Repository

10. Arghiri Emmanuel : Unequal Exchange (London : 1972) Passim.

11. Andre Gundar Frank: Capitalism and under development in Latin America, (New York: 1967). Passim.

12. Samir Amin : Accumulation on a World Scale (Monthly Review Press: 1974) & Unequal Development (Brighton, Harvestor : 1976) Passim.

13. Immanuel Wallerstein : The Modern World System (New York : Academic Press, 1974). Passim

14. দ্রষ্টব্য : ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের আলোচনা ।

15. John G.Gunnel: " Development,Social Change,and Time," in D.Waldo(ed) Temporal Dimen sions of Development Adminstration (Durham,N.C.:Duke University Press, 1970) p. 48

16. J.P.Nettland R.Robertson:"Industrialization,Development or Modernity" in The British Journal of Sociology, 18: 3 (Sept. 1966) p. 281.

17. Milton Esman: " The Politics of Development Administration" John D. Montgomery and W.J. Siffin (ed) : Approaches to Development : Politics, Administration and change (New York : McGraw Hill Book Companies, 1966) p. 59.

18. Auguste Comte : " The Progress of Civilization Through Three States " A.Efzioni and E.Etzioni (ed) : Social Change (New York: Basic Books Inc. 1964).

Dhaka University Institutional Repository

19. Emile Durkhim: The Division of Labour in Society (Glencoe, IU,: The Free Press, 1949)Passim.

20. Talcott Parsons : The Social System (London: Tavistock Publications, 1951) p. 58

21. Marion J. Levy : Modernization and the Structure of Societies Vol. (Princeton , N.J.: Princeton University Press, 1966) p. 11.

22. Soedjatmoko, " Traditional Values and the Development Process," Development Digest, 9: 1 (January, 1971) p. 48

23. Alberto Guerreiro, " Modernization : Towards a Possiblity Model," W.A.Beling and G.O. Tatten (ed); Developing Nations : Quest for a Model (New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1970) p. 38

24. Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization (Translated by A.M.Henderson & Talcott Parsons) (Gleucoe: The Free Press, 1947). passim.

25. Max Weber: " Bureaucracy " in Hans Gerth and C.Wright Mills, Trans. From Max Weber (Fair Lawn, New Jersey : Oxford University Press, 1946) p. 214.

26. Peter M.Blau & Marshal W.Meyer: Bureaucracy in Modern Society (New York : Random House, 1971) pp. 4-5.

27. Herbert A. Simon : Administrative Behaviour: A Study of Decision Making Process in Administrative Organization (New York : The Free Press, 1976). Passim

Dhaka University Institutional Repository

28. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Mohammad Mohabbat Khan : Bureaucratic Self-preservation (Dhaka: The University of Dhaka, 1980) pp. 33-45.

29. John Refruss: Public Administration as Political Process (New York: Charles Scribner's Sons, 1973)p. 181.

30. সংলগ্নীতে প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে ।

31. George M. Foster: Traditional Societies & Technological Change (Bombay : Allied Publishers Pvt. Ltd., 1973) pp. 65 - 67.

32. Golam Mustafa & Abdur Khan : Patuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom, Bangladesh Today,(Dhaka; Today Publications,Vol.II Issue 4 & 5 May 16 - June 15, 1984).

33. Ibid

34. সংলগ্নীতে দ্রষ্টব্য : পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসকের ২৭-১০-৭৭ তারিখের তারবার্তা এবং খেপুপাড়ার রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ১৩-১২-৭৭ তারিখের প্রতিবেদন ।

35. আব্দুল মাবুদ খানও এইমত সমর্থন করেন । দ্রঃ পটুয়াখালীর জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায় : CLIO, Journal of History Department, Vol. II 1983 (Dhaka: Jahangir Nagar University)

36. 'Peace is Possible' An interview with Dr.Unan Nyunt Sein, A Rakhaine, in : Bangladesh Today(Dhaka : Today Publications) Vol. II,Issue 4 & 5 p. 56.

Dhaka University Institutional Repository

37. Ibid.

38. Razia S.Ahmed : Financing the Rural Poor : Obstacles and Realities (Dhaka: University Press Ltd. 1983).

39. Didarul Islam : Rural Finance,Dhaka: (Apex Publishers,1985),p.9.

40. আবুল মাবুদ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫

41. 'Eyes Old and Ycung, An Interview,Published in the Cover Story: "Patuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom"; Bangladesh Today (Dhaka: Today Publication) Vol.II Issue 4 & 5. p. 13.

42. Peace is Possible, Ibid p-56.

43. নাজমুল করিম : সমাজ বিজ্ঞানসমীক্ষণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান) পৃঃ ৫১

44. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত ।

45. 'শেষ ভূখন্ড' কথাটি সরদীব চট্টোপাধ্যায়ের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও আদিবাসীদের উপর লিখিত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থের শিরোনাম ।

46. A.K.Dewan (1979) "Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh" (Unpublished Ph D Proposal) Departments of Anthropology, McGill University, উদ্ধৃত : এম কামরুজ্জামান : 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সংকট : উপজাতীয়তা,সংস্কৃতি', প্রাক্সিস জার্নাল ১২/৮৬, ঢাকা ।

47. মন্টেস্কুর এই তাত্ত্বিক নির্ধারণবাদ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে তাঁর The Sprit of Laws গ্রন্থে । সূত্র নির্দেশ : Baron De Montesquieu; The Spirit of the Laws (New York: Hafner Publishing Co., 1949).(Translated by : Thomas Nugent).

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থের চতুর্দশ থেকে একবিংশ অধ্যায় সমূহে স্বাধীনতার উপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ।

48. প্রতিবেদনটির প্রতিলিপি সংলগ্নীতে সন্নিবেশিত ।

49. J.B. Westcott : 'Governmental Organization and Methods in Developing Countries " Irving Gorerdlow (ed) Development Administation : Concepts and Problems Syracuse University Press, 1963. Passim.

50. Lutful Haq Chowdhury : Social Change and Development Administration in South Asia (Dhaka: NIPA, 1978) p. 47

51. Gunnar Myrdal: Asian Drama, Vol II (London : The Penguin Press, 1968) p. 948.

52 . বেঁপুপাড়ার রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ এম এস ইসলাম কর্তৃক মহকুমা প্রশাসক, পটুয়াখালী'কে লিখিত প্রতিবেদন (২৮-১২-৬৮) দ্রঃ সংলগ্নী ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সংক্রমণিকা

Dhaka University Institutional Repository

"সব কিছুই পরিবর্তনশীল পরিবর্তন ছাড়া" ("Every thing changes, but change" ১ : একজন দার্শনিক এই উক্তি করেছিলেন। বহু পূর্বকালে একজন গ্রীক দার্শনিক, হেরাক্লেইটাস বলেছিলেন, "সব কিছুই পরিবর্তনীয়, কোন কিছুই স্থির নয়(" All is flux, nothing is stationery)এই নিরিখে প্রতিটি সমাজে পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া চলছে, তা সে যে মুখীই হউক। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এ পরিবর্তনে বাঞ্ছিত গতিময়তা সৃষ্টি করে তাকে প্রত্যাশিত মাত্রায় বা প্রান্তে উপনীত করা। বর্তমান গবেষণায় পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ও এ প্রেক্ষাপটে প্রশাসনের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে পরিবর্তনের সম্ভাব্য পরিণতি ও দিক-নির্দেশ সন্ধান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে প্রায় সবজাতিই বিভিন্ন মাত্রায়—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিসরে প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে রূপদানের অভীষ্টে অংগীকারাবদ্ধ। অবশ্য এ অংগীকারের সাথে জড়িয়ে আছে তাদের বন্ধন মোচনের প্রশ্ন। যে বন্ধন জড়িয়ে আছে নিজেদের পরিধিতে এবং পরিধির বাইরের বলয়েও। পটুয়াখালীর রাকাইন সম্প্রদায় তাদের সমাজের কি কি সমস্যার বাঁধনে রজ্জুবদ্ধ এবং এই বন্ধন ছিন্ন করতে প্রশাসনের কি ভূমিকা হবে বা প্রশাসন বিদ্যমান পটভূমিকায় কি স্রোতধারায় বাহিত বা কি লক্ষণ সমষ্টি নিয়ে পরিবর্তনের প্রবাহে প্রগতি বা অধোগতির কারণ তা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য।

গবেষণায় প্রাসংগিক সাহিত্য পর্যালোচনা, প্রশ্নমালা জরীপ এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে পটুয়াখালীর রাকাইনদের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত উদ্ঘাটনে প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য স্থূল আনুপাতিকহারে বিভিন্ন উপজীবিকা/বৃত্তিধারী রাকাইন জনগণের মধ্যে প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে পরিদৃষ্টি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে দুইটি স্রোতে রাকাইনরা পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের অধিবাস গড়ে তুলে। সুন্দরবনের এই অংশে বনাঞ্চল হতে তারা উদ্ধার করে আবাদী ভূমি। তারাই এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী এবং প্রথাগত অধিকারে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এই আদিবাসীদেরই অনাহূত আগুন্তুক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে তাদের কেউ কেউ বেছে নিয়েছে নিরুপায়ের পরিণতি—নীরব প্রস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

রাকাইনদের সমস্যাগুলো কি ? গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়, তাদের সমস্যা নিহিত তাদের নৃতত্ত্বগত অস্তিত্বে, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতায়। শঙ্কর নৃগোষ্ঠী বাঙালীদের সাথে মঙ্গোলীয় রাকাইনদের নৃতাত্ত্বিক ঐক্য নেই। সাংস্কৃতিকভাবে তারা প্রাক-অক্ষর আদিবাসীদের সাথে সন্নিহিত, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বাঙালীদের সাথে তাদের মূল্যবোধগত ব্যবধান রয়েছে। ভৌগলিকভাবে তাদের অবস্থিতি বাঙলাদেশের শেষ ভূখন্ডে—বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালায়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, রাকাইনদের জাতিসত্তার সহজ স্বীকৃতিতে বাঙালীদের অনীহা রয়েছে এবং সংখ্যালঘু হিসেবে তারা সংখ্যাগুরু বাঙালীদের পীড়নের শিকার। রাজনৈতিক-ভাবে রাকাইনদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের—অনেক রাকাইন এমনটি মনে করেন। রাকাইনরা শিক্ষাগতভাবে পশ্চাৎপদ এবং সুবিধা-বঞ্চিত।

রাকাইন সম্প্রদায় যে ভূমিকে বাসযোগ্য ও সুভোগ্য করে তুলেছিল সে ভূমি থেকেই পার্শ্ববর্তী শক্তিধর বাঙালীরা তাদের অপসারিত করছে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের অনুকূল নয়। তাদের উপর সর্বব্যাপ্ত প্রভাব নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের। দুর্বৃত্তদের আক্রমণের মুখে রাকাইনরা নিতান্তই নিরুপায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও রাকাইনদের জীবন অসহায়, সমর্থনহীন।

গ্রামীণ জনজীবনের অভিশাপও রাকাইনদের পর্যুদস্ত করেছে। কৃষি নির্ভরতা এবং কৃষির নিম্ন উৎপাদন হার, আদিম আবাদ পদ্ধতি, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি তাদের জীবন-যাত্রাকে ক্রমাবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যাপ্তি ও শোষণের প্রকোপ এবং পরিণামে ভূমির হস্তান্তর ও ভূমি-হীনতা। ভূমিহীনতার সমানুরালে ছাড়িয়ে পড়ছে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য ও সম্পদের অসম বন্টনের ক্রমপ্রসারমান গতি-প্রকৃতি।

রাকাইনদের ভাগ্যোন্নয়নের আরেকটি গুরুতর সমস্যা তাদের উন্নয়ন-বিমুখ কুসংস্কার নির্ভর মনোভাব।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক বিবেচনায় রাকাইনদের সমস্যা এই যে তারা একটি গ্রামীণ জনসমাজ এবং নগরীয় সাংস্কৃতির সুবিধাদির সংস্পর্শ তারা পায়নি। তারা ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং নৃগোষ্ঠী ভাষা, ধর্ম ও শ্রেণীগতভাবে সংখ্যালঘু এবং এমন যোগাযোগহীন, বিনিময়হীন, প্রতিদানহীন সাম্প্রদায়িক অবস্থানে তারা স্থবির যে উন্নয়ন তাদের জন্য দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেনি, পরিধির উপান্তে দাঁড়িয়ে তারা নতুন 'জীবনের সম্ভাবনা' খুঁজছে ।

কিন্তু এই সম্ভাবনার জ্যোর্তিবলয়ে কে তাদের আহ্বান করবে ? পরিবর্তন সূচনায় কে হবে পথিকৃত ? বলা হয়েছে বাংলাদেশের মত পরিবর্তমান সমাজে দেশের সুশীল সেবক ('civil servant') বা আমলাতন্ত্রই পালন করে গুণগত পরিবর্তনসূচনা বা আধুনিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১] সত্তুরের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের মিনোব্রুক সম্মেলন চত্বরে সমবেত নব্যবাম বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন, সনাতন লোক প্রশাসনের ভূমিকা সীমিত ছিল দক্ষতা, মিতব্যায়িতা ও কার্যকারিতার নীতিমালায়, কিন্তু আধুনিক লোক প্রশাসনের ভূমিকা বিস্তৃত সামাজিক সাম্য বা ন্যায় বিধানেও । প্রশাসনই যদি হয় সমাজ পরিবর্তনের প্রকৌশল, এই উপপ্লবের যুগে ('in this era of turbulence') তাহতেই হবে, তবে এ প্রশাসন সনাতন প্রশাসনের মত প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক (institution-oriented) হবেনা, হবে গ্রাহক কেন্দ্রিক (clientele-oriented), মূল্যবোধ-বিমুক্ত (value - free) হবে না, হবে মূল্যবোধে সপ্রতিজ্ঞ (value-committed), আত্মমুখী, নিষ্ক্রিয়, হাতিয়ার-রূপী ('inert,passive and instrumental') হবে না, হবে পরিবর্তনের প্রতিভূ ('change-agent'), নীতি কার্যকরকরণে তার ভূমিকা সীমিত থাকবে না, সে হবে নীতি-কাঠামোর নির্মাতা।[২] এ ক্ষেত্রে নব্যবাম বুদ্ধিজীবীরা ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের আদর্শিক কাঠামোকে বিচূর্ণ করেছেন এবং আমলাতন্ত্রকে হাতিয়ার নয়, হাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেছেন ।

কিন্তু বাঙলাদেশের প্রশাসনের চিত্র হতে কি তাদের ভূমিকায় এই গুণগত পরিবর্তন সূচনার সম্ভাব্যতার কোন ইংগিত পরিদৃষ্ট ? বর্তমান গবেষণার অভিজ্ঞতায় এর উত্তর নেতিবাচক। গবেষণায় প্রতিভাত হয় প্রশাসন বিক্ষিপ্ত রীতি-নীতি, অতি-আনুষ্ঠানিকতা ও প্রভাবিত শৈলীতে চিহ্নিত হয়েছে। এ প্রশাসন কাজে ধীরগামী, জটিল ও দীর্ঘসূত্রী। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-সম্পর্কের সূত্রে ওয়েবারীয় নৈর্ব্যাক্তিকতা ('Impersonality') এ প্রশাসনে লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না । সাম্প্রদায়িক সংশ্লিষ্টতার কারণে উন্নাসিক এ প্রশাসন অতি কেন্দ্রিভূত ও আধিপত্যবাদী । দূর্নীতি এ প্রশাসনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । কর্ম-শৈথিল্য, নগর মুখীনতা ও অনুপস্থিতি এবং ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা এ প্রশাসনকে শাসিত জনগোষ্ঠী হতে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দিয়েছে ।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাইনদের বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য উন্নয়ন বা বিকাশের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি কি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, যুগপৎ অবকাঠামোগত উন্নয়নের বা পরিবর্তনের সম্ভাবনার অপ্রতুলতায় উপরিকাঠামোগত পরিবর্তনের অংশরূপে রাজনৈতিক কাঠামো তথা প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন এ মুহূর্তে জরুরী । লোক প্রশাসনের পরিভাষায় একে বলা যায় " উন্নয়ন প্রশাসনের " জন্য " প্রশাসনের উন্নয়ন " । তবে এই উন্নয়নের অন্যান্য সংজ্ঞাও এই সাথে বিবেচ্য । শিল্পায়ন, সামাজিক গতিশীলতা, গণমাধ্যম সমূহের বিকাশ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের মত পরিমাপক বিবেচনায় আধুনিকায়নকে প্রত্যক্ষ করা হলে সেক্ষেত্রে থাকে বন্টনের প্রশ্ন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পুঁজি ও প্রযুক্তি গ্রহণ ও আত্মীয়করণের সমস্যা এবং উদ্ভূত মূল্য স্থানান্তরের জটিলতা ও নির্ভরতার দুর্লক্ষণ ('Dependency Syndrome ') । এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তমান সমাজের নির্ভরশীলতার কাঠামো ভেঙ্গে প্রান্তের উপর শোষণ-বিন্যাসকে উন্মূল করা প্রয়োজন । কিন্তু কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কের শোষণ-বিন্যাস শুধু বর্হি বিশ্বের সাথে অনুন্নত বিশ্বের সম্পর্কেই নয়, অনুন্নত দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত বিন্যাসে ও সম্প্রদায়গত সম্পর্কেও রয়েছে কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক । বাঙলাদেশ সমাজ-রাষ্ট্রে প্রান্ত হতে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া কেন্দ্রের অবস্থানকে ঝুঁকি সংকুলন করে দেবার মত মেরুকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে— পার্বত্য জেলার উপজাতীয়দের বর্তমান সশস্ত্র বিদ্রোহে এমনটিই যেন পরিস্ফুট হয় ।

এখানে সিদ্ধার্থ চাকমার " প্রসংগঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম " গ্রন্থের 'পূর্বকথা' শিরোনামের অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি যোগ্য :

> " সমস্যার সঠিকরূপ, গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করে দীর্ঘদিনের অবহেলায় উপজাতি জীবনে সৃষ্ট দুষ্ট ক্ষতগুলি নিরাময়ের সম্ভাবনা যেমন তিরোহিত হয় নি, তেমনি বন্ধ হয় নি গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে জাতীয় জীবনের মূল ধারার সংগে তাদের মিলিয়ে দেবার পথ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের দৌলতে এককালের বিরাট পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে পৃথিবীর এতদিনের অন্ধকারতম অঞ্চলগুলোও আজ বিচ্ছিন্ন নয়। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রায় ঘুমিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি শিক্ষায়, চেতনায় নিজেদের আবিস্কার করছে। এমন একটি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষাভাষি মংগলীয় বংশসম্ভূত তেরটি উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয়, বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে। দৈবাৎ কোন ঘটনায় নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের ভুল নীতি ও ভুল পদক্ষেপ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে উপজাতি জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। বিধ্বস্ত তাদের দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন ? কেন বারুদের বিষাক্ত ধোঁয়ায় দুর্বিসহ এবং নিত্যদিন আতংকগ্রস্ত বর্তমান উপজাতি জনজীবন ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ফিরে তাকাতে হয় বৃটিশ ভারতের পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে। বুঝতে হয়, পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই জেলার উপজাতিদের ভাগ্যে কি ঘটেছে।"[৩]

পটুয়াখালীর রাকাইনদের ভূয়ো-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের ক্রমাগত প্রান্তীয় পরিণতির গভীরতর তলদেশে তলিয়ে দিচ্ছে, অসংখ্য লক্ষণ হতে এই ধারণা স্পষ্ট হয়। এক্ষেত্রে একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতা সদৃশ্য আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রান্তীয় অবস্থান পরিস্থিতিকে প্রত্যাবর্তনহীন গন্তব্যে ('Point of no return') এ ধাবিত করছে।

বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিক্ষুব্ধ কৌম নৃ-গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহ্যগত অধিকার হারানোর হুমকীর সম্মুখীন হয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে যে প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন পটুয়াখালীর বর্তমান রাকাইনদের বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। এবং রাকাইনদের নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করে প্রস্থান এক'নিরব বিদ্রোহের' প্রপঞ্চ বলে অভিহিত করা যায়।

এই ক্রমাবনতিশীল পরিণতির অনিবার্যতা পরিহারের উপায় কি ? রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক-উৎপাদন সংগঠন ও সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের শ্রম সম্পদের

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিকাশই সন্ধান করা প্রয়োজন— আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি । তবে প্রশ্ন হল পরিবর্তনের এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রাকাইন সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী কোন বিকল্পে তার জীবন-ধারাকে বিন্যস্ত করবে ? এ প্রসংগে সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের অধিবিদ্যাগত ('mataphysical ') অনুধাবন প্রয়োজন । সংখ্যালঘুদের, সংখ্যাগুরুদের বৈশিষ্ট্য পরিশীলিত করে ভেদাভেদ দূর করা যায়, তাতে জাতি পরিচয় হবে অভিন্ন । আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়ায় সারার্থ থাকতে পারে, তবে আত্মগর্বী জাত্যাভিমানের নির্যাসও কি এতে নেই ? পাশ্চাত্যের সমাজ হতে আধুনিককায়ন বিশ্বজনীনভাবে ছড়িয়ে দেবার কথা কখনো কখনো বলেন কোন কোন বুদ্ধিজীবী । কিন্তু তারাই কি বলতে পারেন এই অনুকরণে পাশ্চাত্যের আধ্যাত্ম-অবক্ষয় ও মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের সংক্রমণধারা নতুন কোন বিপর্যয়ে বাহিত করবেনা পরিবর্তিত জনসমাজকে ? এ প্রসংগে পান্নালাল দাস গুপ্তের ধারণা-সংশ্লেষ তাৎপর্যবহ :

> " একদা কেউ কেউ মনে করেছিলেন পৃথিবীতে সবাইকে যদি খৃষ্টান করে ফেলা যায় তা'হলে মানুষের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি থাকবে না, আবার কেউবা ভেবেছিলেন যে সকলকে যদি মুসলমান করে ফেলা যায় তাহলে জাতিতে জাতিতে বিরোধ থাকবে না ···· " দেখা যায় এইভাবে কোন জ্যাকেট পরিয়ে অদ্বৈত জীবনের প্রতিষ্ঠা করা যায় না । — Unity এবং Uniformity এক কথা নয় । গাছে গাছে পাতাগুলি আলাদা বটে, একটি গাছের মধ্যেও কোনও দু'টি পাতা এক রকম হয় না । তাসত্ত্বেও আমরা বলি এটা কাঠাল গাছ, ওটা আম গাছ, ওটা আম গাছ বা ওটা বাঁশ গাছ । ছোট বড় পাতা থাকলেও আমরা কাঠাল গাছকে আম গাছ বলে ভুল করি না । এই যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ একে যদি স্বীকার করতে না পারি তবে ঐক্যকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং মূল স্রোতকেও ধরা যাবে না ।" [৪]

জাতির জাতি-পরিচয়ের সম্মাননায় জাতিতে জাতিতে ঐক্য প্রয়োজন, প্রয়োজন সমবেত জনমানুষের যুথবদ্ধ প্রাণ প্রবাহে মূল স্রোতের আবহ সন্ধান ।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

1. David E. Apter: The Politics of Modernization (Chicago: The University of Chicago Press, 1965)p. 166.

2. Frank Marini: Towards a New Public Administration. Passim

3. সিদ্ধার্থ চাকমা : প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামচরণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃঃ ২ ।

4. পান্নালাল দাশ গুপ্ত : সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব , দেশ, ৭ জানুয়ারী, ১৯৮৯ , কলিকাতা, পৃ : ৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গ্রন্থ সমূহ

১. অজয় রায় : বাঙলা ও বাঙালী, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

২. আব্দুস সাত্তার : আরণ্য জনপদে, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

৩. আহমদ শরীফ : সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান (সম্পাদিত), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

৪. ইয়েন্সেকা আরেন্স, ইউস ফান ব্যুরদেন (বাংলা রূপান্তর : নিলুফার মতিন), ঝগড়া পুর, গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী, গণ প্রকাশনী, নয়ার হাট, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৯২ ।

৫. এবনে গোলাম সামাদ : নৃতত্ত্ব, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ।

৬. কামাল সিদ্দিকী : বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য : স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

৭. কোকা অন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ-লেভিন, গিগোরি কতোভস্কি : ভারতবর্ষের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত রূপ রেখা), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ ।

৮. জে. ভি. স্তালিন : মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে, ১৯৭৩ ।

৯. তাহান : বাংলাদেশের উপজাতি : রাখাইন, তালতলী পাড়া, বরগুনা, ১৯৮০ ।

১০. নাজমুল করিম : সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ।

১১. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', (কার্লমার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড (প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২) ।

১২. মিখাইল নেস্তুর্খ : মানব সমাজ : প্রজাতি, জাতি, প্রগতি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মির্জা মাসুদ হাসান : 'প্রানুন্থ ধনতন্ত্রে রাষ্ট্র আমলাতন্ত্র ও তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা : কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য', রাজনৈতিক অর্থনীতি (সংকলন), সমাজ গবেষণা পরিষদ, ৩/৩-সি, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৮৫) ।

১৪. রতনলাল চক্রবর্তী : বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫ - ১৮২৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪ ।

১৫. লুইস হেনরি মর্গান : আদিম সমাজ (বুলবন ওসমান অনূদিত) বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৭৫ ।

১৬. সত্যেন্দ্র ঘোষাল : সতী ময়না লোর চন্দ্রানী (সম্পাদিত), বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা ।

১৭. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : ভারতের শেষ ভূখন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ।

১৮. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ।

১৯. সিদ্ধার্থ চাকমা : প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামচরণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ ।

২০. সিরাজুল ইসলাম : ভূমি সংস্কার ও সমাজ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

২১. সুগত চাকমা : বাঙলাদেশের উপজাতি, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

২২. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : বাঙালীর ইতিহাস (ডঃ নীহার রঞ্জন রায়- এর বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব (সংক্ষিপ্ত), মুক্তধারা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ।

২৩. সৈয়দ আলী নকী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নৃবিজ্ঞান, ধানশীষ, ১-আইউব আলী কলোনী, ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলা প্রবন্ধ সমূহ

১. আব্দুল মাবুদ খান : 'পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়', CLIO, A Journal of History Department, Jahangirnagar University, Dhaka, Vol. I, June, 1983.

২. আব্দুল মাবুদ খান : আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ২২ আগষ্ট - ২৭ আগষ্ট, ১৯৭৮ ।

৩. এম. কামরুজ্জামান : 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট : উপজাতীয়তা ও সংহতি', প্রাক্সিস জার্ণাল, ১২/৮৬, ঢাকা, জুন, ১৯৮৬ ।

৪. পশুপতি মাহাতো : 'আদিবাসী বিবাহ : বৈচিত্র ও জীবন দর্শন', দেশ, কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৮৮ ।

৫. পান্নালাল দাশগুপ্ত : 'সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব', দেশ, কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯৮৮ ।

৬. লেখক-নামহীন ফিচার : 'এশিয়ার বিপন্ন আদিবাসী, দৈনিক পূর্বকোন, চট্টগ্রাম, মার্চ- ১৩, ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহ

1. Abdul Mabut Khan : 'Patuakhali Zelar Buddha Sampradaye' (Bengali Article); CLIO, A Journal of History Department (Jahangirnagar University, Dhaka) Vol. I June, 1983.

2. A Aspinal : English Relations with Burma in the Time of Cornwallis and Shore (1786 - 1798) in Bengal Past and Present Vol. XL Part-II, 1980 .

3. Alberto Guerreiro, " Modernization : Towards a Possibility Model," W.A.Beling and G.O. Tatten (ed); Developing Nations : Quest for a Model (New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1970)

4. Andre Gundar Frank: Capitalism and Under Development in Latin America, (New York: 1967).

5. Arghiri Emmanuel : Unequal Exchange (London : 1972)

6. Auguste Comte : " The Progress of Civilization Through Three States " A.Efzioni and E.Etzioni (ed): Social Change (New York: Basic Books Inc. 1964).

7. Bangladesh Bureau of Statistics: Summary Report of the 1977 Land Occupancy Survey of Rural Bangladesh (Dhaka: 1977).

8. Bangladesh District Gazetteers: Patuakhali (Dhaka: BG Press, 1982)

Dhaka University Institutional Repository

9. Baron De Montesquieu: The Spirit of the Laws; (New York: Hafner Publishing Co., 1949). (Translated by: Thomas Nugent).

10. Didarul Islam : Rural Finance (Dhaka: Apex Publishers, 1985).

11. David E.Apter: The Potitics of Modernization (Chicago: The University of Chicago Press, 1965)

12. E.A.Hoebel : Anthropology : The Study of Man (New York : McGraw Hill Company, 1966).

13. Emile Durkhim : The Division of Labour in Society (Gleucoe,IU,: The Free Press, 1949.

14. Frank Marini: Towards a New Public Administration.(New York, 1980).

15. Fred Riggs : Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society (Boston: Hongton Mifflin Co., 1964).

16. Fred W.Riggs : " An Ecological Approach: The Sala Model ", in Heady and Stockes (ed): Papers in Comparative Public Administration.

17. F.X.Sutton :" Social Theory and Comparative Politics ", in Harry Eckstein and David Apter (ed): Comparative Politics, New York,1963.

18. G.E.Harvey : History of Burma (London: 1967)

19. G.E.Harvey: " Bayinnaung Living Descendant: The Mogh Bohmongh," in Journal of the Bumal Research Society Vol. XLIV, Part I, 1961.

Dhaka University Institutional Repository

20. Golam Mustafa & Abdur Khan : Patuakhali's Rakhaines: Exiles in Their Own Kingdom, Bangladesh Today,(Dhaka: Today Publications, Vol. II Issue 4 & 5, May 16 - June 15, 1984).

21. George M.Foster: Traditional Societies & Technological Change (Bombay : Allied Publishers Pvt. Ltd., 1973)

22. Gunnar Myrdeal : Against the Stream: Critical Essays on Economics, New York.

23. Gunnar Myrdeal Asian Drama, Vol.II (London : The Penguin Press, 1968).

24. Gunnar Myrdeal Beyond the Welfare State (New Haven: Yale University Press, 1960).

25. H.Beveridge: The District of Bakergonj: Its History,Statistics (Turber & Co., London, 1876).

26. Herbert A. Simon : Administrative Behaviour: A Study of Decision Making Process in Administrative Organization (New York : The Free Press, 1976).

27. Immanuel Wallerstein : The Modern World System (New York : Academic Press, 1974).

28. J.B.Westcott: 'Governmental Organization and Methods in Developing Countries ",in Irving Gorerdlow (ed) Development Administration : Concepts and Problems,(New York: Syracuse University Press, 1963).

Dhaka University Institutional Repository

29. J.P.Nettland R.Robertson: " Industrialization, Development or Modernity " in The British Journal of Sociology, 18 : 3 (Sept.1966).

30. John Refruss: Public Administration as Political Process (New York: Charles Scribner's Sons, 1973).

31. Jhon G.Gunnel: " Development,Social Change and Time," in D.Waldo (ed) Temporal Dimensions of Development Administration(Durham,N.C.: Duke University Press, 1970).

32. Julian L.Simon: Basic Research Methods in Social Science (New York: Random House, 1969).

33. Lucien Bernot :' Chittagong Hill Tribes' in Stanley Maron (ed):Pakistan Society andCulture. Human Relations Area Files, 1957).

34. Lutful Haq Chowdhury: Social Change and Development Administration in South Asia (Dhaka: NIPA, 1978).

35. Marion J.Levy : Modernization and the Structure of Societies (Princeton N.J: Princeton University Press,1966)

36. Max Weber: "Bureaucracy " in Hans Gerth and C.Wright Mills,Trans. From Max Weber (Fair Lawn,New Jersey: Oxford University Press,London).

37. Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization (Translated by A.M.Henderson & Talcott Parsons) (Gleucoe: The Free Press,1947).

38. Milton Esman: "The Politics of Development Administration " John D. Montgomery and W.J.Siffin (ed) : Approaches to Development : Politics, Administration and Change (New York: McGraw Hill Book Companies).

Dhaka University Institutional Repository

39. Ministry of Law and Land Reforms, Law & Parliamentary Affairs Division: The State Acquisition and Tenency Act, 1950 (East Bengal Act XXVIII of 1951)(Dhaka: B.G.Press 1948).

40. Myron Weiner (ed): Modernisation (New York : 1966).

41. Mohammad Mohabbat Khan : Bureaucratic Self Preservation (Dhaka : The University of Dhaka, 1980).

42. North-South : A Programme for Survival (Brandt Commission Report on International Development issues/Park Books: 1980).

43. Peter M. Blau & Marshal W.Meyer: Bureaucracy in Modern Society (New York : Random House, 1971).

44. Philip M.Houser: " Some Cultural and Personal Characteristics of Less Developed Areas " in Irving Swerdlow (ed):

45. P.Sorokin : Contemporary Sociological Theories(New York: 1920).

46. Razia S.Ahmed : Financing the Rural Poor : Obstacles & Realisties (Dhaka : University Press Ltd., 1983).

47. Ramesh K.Arora : Comparative Public Administration - An Ecological Perspective (New Delhi: Associated Publishing House, 1979).

48. Raul Prebisch: The Economic Development of Latin America and its Principal Problems (New York: 1950).

49. Rutt Benedict: Patterns of Culture, Houghton Mifblin Company Boston, The Riberside Press, Cambridge, 1961.

Dhaka University Institutional Repository

50. Samir Amin : Accumulation on a World Scale (Monthly Review Press: 1974) & Unequal Development (Brighton, Harvestor : 1976).

51. Sammuel P. Huntington : " The Change to Change ", in Bernard E.Brown and Others (ed) : Comparative Politics Vol.III No. 3 April,1971.

52. Shum Sun Nisa Ali : Eminent Administrative Thinkers (New Delhi: Publishing House, 1981).

53. S.P.Gupta: Statistical Methods (Delhi: Sultan,Chand and Sons,1975).

54. Soedjatmoko, " Traditional Values and the Developmental Process," Development Digest, 9: 1 (January, 1971).

55. Talcott Parsons: The Social System (London: Tavistock Publications, 1951).

56. Tyrus Hillway: Introduction to Research (Boston: Houghton Miffin Co., 1959).

57. W.W.Hunter: A Statistical Account of Bengal Vol. V (London: 1875).

58. W.W.Rostow : The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

১. আহমদ শরীফ : নাসিরনামা, কবি মরদন, পুঁথি পরিচিতি (সম্পাদিত), পান্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ঢাকা ।

২. মউদুদুর রশীদ সফদার : বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসন, এক রূপান্তরের ইতিলেখ, (গবেষণা পান্ডুলিপি), ১৫৩/৩, ক্রিসেন্ট রোড, ঢাকা ।

৩. A.K.Dewan (1979) " Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh " (Unpublished Ph D Proposal) Department of Anthoropology, McGill University, Canada.

৪. Maniruzzaman and Maudud R.Safdar : " Convergence of Language of Ethnic Minority : The Case of Rakhaines in Bangladesh " - A Paper presented at the Centre of Advanced Study in Linguis, Osmania University, Hyderabad, India.

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ঃ পটুয়াখালীর রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের জীবনধারা

Dhaka University Institutional Repository

১·৩ পাঠশালায় যাবার প্রস্তুতি

২·০ পাঠরত

Dhaka University Institutional Repository

৩°০ বটের ছায়ায় কলাপাতায় মোড়া — মোয়া খাবার আনন্দ

৪°০ গোধূলী সন্ধ্যা, জলকে চলো

Dhaka University Institutional Repository

৫.০ তাঁতে সুতা তৈরী

৬.০ তাঁতে কাপড় তৈরী

Dhaka University Institutional Repository

৭.০ তাঁত বোনার ফাঁকে- শিশুকে আশ্বাস

৮.০ সুখী দম্পতি

Dhaka University Institutional Repository

৯.০ সোনালী ধানের শীষ - স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

১০.০ আনাজের সন্ধানে

Dhaka University Institutional Repository

১১.০ পৌষের ব্যস্ততা : ধান মাড়ানো, ধান উড়ানো . . .

১২.০ রবি শস্যের মৌসুম : মিষ্টি আলুর চারা রোপন

Dhaka University Institutional Repository

১৩.০ রাখাইন পাড়ার বৌদ্ধ মঠ

১৪.০ রাখাইন পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১৫.০ কৈশোরের স্বপ্নভরা চোখ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি ও সংলগ্নি

আদিবাসী পরিসংখ্যান : বাংলাদেশ

অঞ্চল / জেলা	পুরুষ ও মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ ও মহিলার অনুপাত	মোট আদিবাসীদের শতকরা হার	মোট খানা	মোট খানার শতকরা হার	জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	জেলার মোট জনসংখ্যার খানা সংখ্যার শতকরা হার।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশ	৮১৭৮২৮	৪৫৬১৭৪	৪৪০৮৫৪	১০৩·৭	১০০·০	১৫১১৭৮	১০০·০	১·০৩	৫১·০৮
বান্দরবন	২০৪২২	৪৬৬৪৪	৪৩৭৭৮	১০৬·৫	১·০	১৫১৮১	১·০	৫২·৭৩	৫১·৪৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩৫১২৪০	১৮০২৭০	১৭১৬৭০	১০৫·০	৩১·২	৫১০৩৩	৩৭·১	৬০·৬৬	৫১·২৪
চট্টগ্রাম	২১৬১৫	১১২১৫	১০৫০০	১০৮·৬	২·৪	৩৬৫৩	২·৩	০·৪০	০·৪২
কুমিল্লা	৩৭৭৭	১৯০২	১৮৪৫	১০৪·৭	০·৪	৬৭৫	০·৪	০·০৫	০·০৬
নোয়াখালী	১৫২২	৮০৬	৭১৬	১১২·৬	০·২	২৬৫	০·২	০·০৪	০·০৪
সিলেট	১০৬৮২৩	৫৪২০১	৫২৫৮৪	১০৩·১	১১·১	১১২৭৮	১২·১	১·৮১	১·১০
ঢাকা	৫৭১৬	৩২৫৩	২৫৪৩	১২৭·০	০·৬	১৮০	০·৬	০·০৬	০·০৬
ফরিদপুর	২৩২৬	১১৬২	১১৬৪	১১·৮	০·৩	৩৮২	০·২	০·০৫	০·০৫
জামালপুর	১৪৮৮৫	৭৩১৫	৭৪১০	১৮·৭	১·৭	২১১৮	১·৮	০·৬১	০·৬৪
ময়মনসিংহ	৫৭৫১৫	২৮৩৪০	২৫২৫৫	১১·১	৬·৪	১১০৫৬	৬·১	০·৮৩	০·১৩
টাংগাইল	১০২১১	৫২৩৩	৫০৫৮	১০৩·৫	১·১	১৭৬৮	১·১	০·৪২	০·৪৩
বরিশাল (বাখরগঞ্জ)	৩২৬৬	১৭৪৬	১৫২০	১১৪·১	০·৪	৫১২	০·৪	০·০৭	০·০৭
যশোহর	২৭২০	১৩৭৭	১৩৪৩	১০২·৫	০·৩	৪৭৪	০·৩	০·০৭	০·০৮
খুলনা	১৭০৬৪	৯৪১০	৭৫৭৪	১২৫·৩	১·৭	১১১৬	১·২	০·৩১	০·২৬

(পর পাতায় দেখুন---২/)

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কুষ্টিয়া	১৩৮৫	৭১১	৬৬৬	১০৮.০	০.২	২৩১	০.১	০.০৬	০.০৬
পটুয়াখালী	৪৫২৫	২৪৬৫	২০৬০	১১১.৭	০.৫	৮৭১	০.৬	০.০৫	০.২৮
বগুড়া	১৪৬৭৩	৭৩৮৫	৭২৮৮	১০১.৩	১.৬	২৮৫৭	১.৮	০.৫৪	০.৫৮
দিনাজপুর	৬০৮৩৫	৩০৩৮৪	৩০৪৫১	১১.৮	৬.৮	১১৮৮৬	৭.৫	১.১০	২.০৪
পাবনা	২১৮৬	১৫৩৫	১৪৫১	১০৫.৮	০.৩	৫৮৬	০.৪	০.০১	০.১১
রাজশাহী	১০৩৮৪৮	৫১৫৫৫	৫২২১৩	১৮.৬	১১.৬	২০১২৩	১২.৬	১.১৭	২.০৭
রংপুর	১১৪৫৪	১৭৪১	১৭০৫	১০০.৫	২.২	৩৬৪৫	২.৩	০.৩০	০.২৬

উৎস : Bangladesh Bureau of Statisties : Statitical Pocket Book of Bangladesh 1984-85 (Dhaka: 18th August,1985) pp. 138-139.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

"পটুয়াখালী জেলার রাক্ষাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা" শীর্ষক
এম.ফিল গবেষণার প্রশ্নমালা

গবেষক ঃ মোঃ গোলাম মুত্তাকা

উত্তরদাতার পটভূমি অনুগ্রহপূর্বক মতামতের ঘরে [ ] চিহ্ন দিন

১। নাম ঃ _____

২। পেশা ঃ _____

৩। স্ত্রী/পুরুষ ঃ _____

৪। শিক্ষা ঃ _____

৫। বয়স ঃ _____

৬। ঠিকানা ঃ _____

প্রশ্নমালা

১। আপনি কি মনে করেন রাক্ষাইনরা একটি পৃথক জাতি ?
হ্যাঁ ... না ...

২। আপনি কি মনে করেন আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং পৃথক জাতি হিসেবে বাঙালীদের সাথে সংখ্যালঘু রাক্ষাইনরা এক হতে পারেনি ?
হ্যাঁ ... না ...

৩। আপনার কি এমন ধারণা হয় যে রাক্ষাইনদের রাজনৈতিক অবস্থান এমন অসম্মানজনক যে তা তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে ?
হ্যাঁ ... না ...

Dhaka University Institutional Repository

৪। শিক্ষায় কি রাক্ষাইনরা পিছিয়ে আছে ?
হ্যাঁ ... না ...

৫। আপনি কি মনে করেন, আশে পাশে প্রভাবশালী বাঙালীরা রাক্ষাইনদের জমি-জমা গ্রাসে লিপ্ত হয়েছে ?
হ্যাঁ ... না ...

৬। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি কি রাক্ষাইনদের নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে ?
হ্যাঁ ... না ...

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তিতে রাক্ষাইনরা কি নিজেদের সহায়হীন মনে করে ?
হ্যাঁ ... না ...

৮। কৃষি কাজের ঐতিহ্যগত যোগের কারণে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও রাক্ষাইনরা পেশা পরিবর্তন করেনি,আপনি কি এই ধারণা সমর্থন করেন ?
হ্যাঁ ... না ...

৯। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় রাক্ষাইনদের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়েছে।
হ্যাঁ ... না ...

১০। রাক্ষাইনরা কি ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন ?
হ্যাঁ ... না ...

১১। পটুয়াখালীর রাক্ষাইনদের মধ্যে কি এমন অসন্তোষ বিরাজ করছে যে কেবল সাংগঠনিক শক্তির অভাবেই তারা সশস্ত্র বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েনি ?
হ্যাঁ ... না ...

খ. পটুয়াখালীর রাক্ষাইন অভিজ্ঞতা ঃ প্রশাসনের ভূমিকা

১। আপনি কি মনে করেন, প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি, কাজ-কর্মের ধারা ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো ?
হ্যাঁ ... না ...

২। আপনার কি ধারণা হয় যে, প্রশাসনে কাজের চাইতে জাঁকজমক বা আড়ম্বর খুব বেশী ?
হ্যাঁ ... না ...

৩। প্রশাসনের কাজ-কর্মে বাইরের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের প্রভাব কি আপনি লক্ষ্য করেছেন ?
হ্যাঁ ... না ...

৪। প্রশাসন কি কাজে দীর্ঘসূত্রী, ধীর এবং জটিলতায় আক্রান্ত ?
হ্যাঁ ... না ...

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রশাসন কি ব্যক্তি ও পরিবার বিশেষের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ?
হ্যাঁ ... না ...

৬। বাঙালীপ্রধান প্রশাসনের সদস্যদের কি নিজ সম্প্রদায়ের সাথে যোগের কারণে আপনার প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতে দেখেছেন ?
হ্যাঁ ... না ...

৭। প্রশাসন কি ক্ষমতা নিজেদের কেন্দ্রে আধিপত্যসূচকভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে ?
হ্যাঁ ... না ...

৮। সরকারী কর্মচারীদেরকে কি আপনার দুর্নীতিপরায়ণ মনে হয় ?
হ্যাঁ ... না ...

৯। "প্রশাসনের সদস্যরা কাজে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তারা গ্রামের চাইতে শহরেই থাকতে বেশী ভালবাসেন এবং আপনাদের এলাকা সফরে আসেন না"–আপনি কি এই উক্তিকে সত্য বলে ধারণা করেন ?
হ্যাঁ ... না ...

১০। অফিস–আদালত, কোর্ট–কাচারীতে বাঙলার ব্যবহারের ফলে কি প্রশাসনের সাথে রাক্ষাইনদের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে ?
হ্যাঁ ... না ...

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ হুশিয়ারী

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে; অত্র জেলার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত খেপুপাড়া এবং আমতলী থানার বসবাসকারী উপজাতিদের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত ও নিজ চাষকৃত জমির ফসল কতিপয় দুস্কৃতিকারী অনুপ্রবেশ করিয়া জোর পূর্বক এবং অবৈধভাবে কাটিয়া নিয়া উপজাতীয়দেরকে অর্থনৈতিকভাবে পংগু করার অপচেষ্টায়ই লিপ্ত আছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে আমি এই সকল দুস্কৃতিকারীদেরকে কঠোর ভাবে হুশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতে এহেন কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

উপরোল্লিখিত এলাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন তাহারা যেন দুস্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে ধরিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ্দ করেন।

আসাদুজ্জামান চৌধুরী
জেলা প্রশাসক,
পটুয়াখালী।

পপুলার প্রেস, পটুয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

Government of Bangladesh.
Office of the Deputy Commissioner, Patuakhali.

Special Welfare Section.

Memo.No. (3)-Wel. dated,

From :- The Addl.Deputy Commissioner,
Patuakhali.

To :- The S.D.O.,Patuakhali(Sadar).
The S.D.O., Barguna.
The Resident Magistrate, Khepupara.

Sub :- Buddhist affairs of Patuakhali district.

As you know that the Govt. of Bangladesh is very keen about the problems of minority specially the aborigina and has established a special welfare cell in the Home Ministry to look after the interest of the aboriginals (Buddhists) of this district.

Information and petitions are comming from the Buddhists, regarding their paddy being cut and taken away by the others community people by adopting various fouls means.

He is, therefore, requested to look personally in the affair of the Buddhists and instruct all the agencies working under them to take similar attitude in the matter of Buddhists people in their respective area.

The Govt. desires that the minorities particularly the problems of the Buddhists during harvesting time should carefully be observed and as far as possible, examine, co-operation be given so that their problems may be solved by the intervention of his good self C.O.(Dev),C.O.(Rev) and O/Cs, P.Ss of his area.

Law and order situation centred round paddy cutting between the Buddhist with that of non-Buddhists may also be taken care of.

This is for his information and necessary action.

Sd/-
Addl.Dy.Commissioner(Dev),
Patuakhali.

Memo.No. 11(3) Wel.. Dated 29.11.76.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The C.O.(Dev),Amtali/Galachipa/Khepupara/Barguna.
2. The C.O.(Rev),Amtali/Galachipa/Khepupara/Barguna.
3. The O/C P.Ss, Amtali/Galachipa/Khepupara/Barguna.

Dhaka University Institutional Repository

ii) Social Justices.

The Buddhists of the district are povertystricken furnished by the consecutive cyclones and tidal bores which swept away all their land records as well as the valuables. Taking this opportunity the non-tribals in order to grab their lands wanted to drive out the tribal people from those areas but the present Government desired to keep the tribal people in position by removing all bottlenecks resulting removal of social differences These schemes have been drawn up in accordance with the policy of the Government . So as to enable them to integrate themselves into national fabric.

From special welfare Projects for Minority areas of Patuakhali District.

Office of the Deputy Commissioner,

Patuakhali.

Dhaka University Institutional Repository

Government of Pakistan
....

From: Resident Magistrate, Khepupara.
No.261 R.M. dated 28.12.68.

To : The Sub-divisional Officer, Patuakhali.

Sub: Grievances of the Budhist Community placed before the Deputy Commissioner, Bakerganj on 18 .12.68 at Kuakata meeting.
....

Ref: D.C's order dated 18.12.68 at Kuakata.

Sir,

I have the honour to state as per D.C's assurance to the Budhist Community at the Kuakata meeting on 18.12.68. I along with the C.O.(Rev), Khepupara had been to Mohipur and Taltali and also held enquiries into the petition submitted to the D.C. by some members of the Budhist and others communities at Kuakata. The substance of the allegations brought by these communities specially Budhist is that in collusion with the Tahsil and other Revenue staff most of their records of rights have been scored through and name of some others specially some leading local Muslim have been shown as the Maliks or owners of the Khatians that some of the holding belonging to the minorities now stand sold by auction or mutated on a date prior to the date of the devasting cyclone and tidal bores completely beyond the knowledge of the original Malek/or owners that some portions of some holdings of some of the People although either acquired by the W.P.WAPDA for their embankment in the costal areas or diluviated arosed rent of those holding remains unchanged and as a result huge rentals stand outstanding against the holdings concerned. In conclusion, the Budhist community who are mostly affected made a fervant appeal to the Dy.Commissioner to move the Govt. for empowering the Resident Magistrate, Khepupara with sufficient powers and also to make him a Touring Officer with upto date transports so that he can undertake very frequent tours and pass necessary orders on the sport spot for the reconstructions and corrections of Khatians for the proportionate reduction of the rent and cancellation of false and fabricated sale certificate when he, on examination of the local People and Tahsil Records is convinced of the genuineness of record of rights and other connected matter. They also appealed that settlement proposal should finally be approved by the Resident Magistrate like the since defunt colonization office. On a careful enquiry into these allegations I found at least 90% of the allegation correct. I also found that most of the Tahsildars or Asstt. Tahsildars who worked in the Tahsil Office as under Khepupara Revenue Circle since 1958 and some of them are still working in some of the Tahsils were at the root of these evils in collusion with some of the People and also some of the clerks of Khepupara Office who dealt with Revenue matter during these period. Unless the case is taken up seperately for scrutiny it is very difficult to point out the names of these wicked staff.

I would of course, be a herculean task for the Resident Magistrate who has to keep in view of the minimum disposal of criminal cases also. I have however requested the C.O.(Rev), Khepupara to scrutinise the case individually and bring the culprits to lock immediately. In this connection I feel it may duty to forward Mr.Md. Tofazzal Hussain now as Asstt. Tahsildar of Mohipur Tahsil Office who during my enquiry, was found by me at the rooft of most of the scandals of the records of Mohipur Tahsil Office.

The Deputy Commissioner, Bakerganj may kindly be informed about these facts immediately.

Sd/ A.M.S. Islam,
R.M.
dt. 28.12.68.

Dhaka University Institutional Repository

TELEGRAMS

Hossain Mohammad Ershad,
P.S.C. N.-.C.
Chief Martial Law Adminstrator, Dhaka.

As per order from Ministry of Land Administration and Land reforms that the recent imposition of the Power U/S 97 East Bengal State acquisition and Tanancy Act to Thana Revenue Officer Kalapara is a grave concern to the aboriginal Budduist Community of Kalapara P.S. The power of 97 refers the Protection of the aboriginal Buddhist Community since the East Bengal Tanancy Act 1885 (British period) . Then in 1950 the East Pakistan State Acquisition and Tanancy Act also refers the provision of abolition of the rude elements these who forcibly occupied the land incollassion with Revenue Office of the aboriginal without the permission from the District authority concerned accordingly a lot of Cases in this nature are pending in the R.M. Court . The power/ of 97 is a part of the judicial department.

Government of the people Republic of Bangladesh was pleased to appoint the Resident Magistrate Kalapara to exercise power U/S 97 of the State Acquisition and Tanancy Act 1950. Having juridiction over entire Patuakhali District. This special power was given to him in view of the bacwardness and scattered habitation of the Buddhist Community as a special case in order to saveguard the interest of the said Community.

So, if the said power in vested as before that is with the Thana Magistrate Kalapara or Special Welfare Officer or any 1st.Class Magistrate deputed in this behalf as a special Case. Then we the people can live inpeace as before. Other wise we will be existance loss.

On behalf of the aboriginal Buddhist Community.

U.SHWE
Chairman.
Patuakhali District Buddhist
Association,Khepupara.

Dated 11.5.83.

Copy to :-

for favour of information and taken necessary action.

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয়,

জেলা সামরিক আইন প্রশাসক, পটুয়াখালী।

তাং ২৪/১০/৮২ ইং।

বিষয়ঃ- হয়রানী, লুটতরাজ, জবর দখল ইত্যাদি সংক্রান্ত দুষ্ক কার্যকলাপ হইতে রেহাই পাওয়ার প্রার্থনা।

১। চান্দ মিয়া মৃধা, পিতা - চান্দখুর মৃধা, সাং- বড়বগী, [illegible] পাড়া, পোষ্ট- আমতলী, জিলা - পটুয়াখালী। ---------- বাদী।

বনাম

১। মহেম আলী আকন, পিতা মৃত আহসেন আলী আকন।

২। ইসহাক আলী আকন, পিতা - মহেম আলী আকন।

৩। আব্দাহার আলী আকন পিতা - ঐ।

৪। আলতাফ আলী আকন পিতা - আবেদ উদ্দিন।

৫। হাসেম আকন পিতা - ইয়াকুব আলী সাং- মঠবাড়িয়া, জিং বরিশাল।

৬। মোশাররফ পিতা - ১ নং বিবাদী।

৭। [illegible] পিতা - ১ নং বিবাদী।

৮। আবুল আকন পিতা - তমেজউদ্দিন আকন

৯। সেকান্দার আলী পিতা - কদম আলী মৃধা।

১০। আবদুল হক পিতা - আবদুল মজিদ।

১১। আবদুর রব পিতা - আবদুল মজিদ সর্ব সাং বড়বগী ইউনিয়ন, পোষ্ট- আমতলী।

১২। আবদুর রহমান পিতা - নুরুল ইসলাম।

১৩। নাজিম উদ্দিন আকন, পিতা - হাফেজ উদ্দিন আকন।

১৪। আবদুল মজিদ হাওলাদার পিতা - নেছার উদ্দিন।

১৫। মোসলেম পিতা - মোজাহার মজুমদার।

১৬। চাঁনমিয়া পিতা - মেহের আলী।

১৭। মজিবুর রহমান পিতা - জব্বার

১৮। মজনু পিতা - কদম আলী।

১৯। [illegible] পিতা - তাহের আলী,

সর্ব সাং সাকিন - বড়বগী ইউনিয়ন, পোষ্ট- আমতলী, জিং পটুয়াখালী।

---------- বিবাদী।

নিবেদন এই যে,

আমতলী থানাধীন বড়বগী মৌজার ও কিসমতে এস. এ ৩৩৬ এবং ৩৪৭ নং খতিয়ান, ২৯.৮১ শতাংশ + ১২.১০ শতাংশ সর্ব মোট ৩৭.৭১ শতাংশ ভূমি বিবাদ সুত্রে [illegible] করিয়া আমি প্রায় ১১ বৎসর চাষাবাদ পূর্বক তাহাতে ফসলাদি জন্মাইয়া আসিতে - [illegible] ।

৩ নং বিবাদী ----- ২৭

Amtali PS
Produce Both the party including Chairman Sakandar Ali Zamadar with document and khatian on 28.10.82 to DMLA's office. It is also instruct you to issue order not to harvest from applicant's field. All the accused be present (19) [illegible] application
24/10/82

[illegible] Notice has been issued upon the parties to appear before the D.M.L.A. PTK on 28.10.82 through [illegible] Abul Islam and not to reap away the paddy.

O.C. Amtali P.S.
586 dt 25.10.82
565 dt 25.10.82

O.C. Amtali P.S. Patuakhali 25.10.82

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ভূমিতে দখলাদেরু উল্লেখিত বিবাদীদের কোন স্বত্ব দখল নাই। বিবাদীরা আমাকে বিভিন্ন দল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া আমার স্বত্ব দখলীয় ভূমি হইতে উচ্ছেদ করার মানসে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক বটে। তাহারা না পারে এমন কোন কুকার্য নাই। তাহারা দল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময় সন্ত্রাস লোক লইয়া নানা রকম নির্যাতন ও অন্যায় অত্যাচার করিতেছে। আমাদের জমি চাষ করার জন্য নিযুক্ত চাষিয়াদের এবং জমির রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট তাদের বৈধভাবে যাহা আছে তাহার মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসার মত অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এখন তাহারা বড় বড় ঘর তৈয়ার করিতেছে। এই সকল ঘর বাড়ি তৈরী করা সম্পূর্ণ অবৈধ, তাহার আমাদের রোপিত ফসলাদি বিনষ্ট করে এবং বাকী ধান জোর পূর্বক কাটিয়া নিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তাহারা মূলতঃ বরিশাল জেলার নদীবাড়িয়া এবং চুয়াখালীর লোক। সেখান হইতে আসিয়া আমাদের জমিতে জোর পূর্বক অবস্থান করিয়া আমাদের উপর জোর জুলুম ও অত্যাচার চালাইতেছে। তাহাদের ভয়ে আমরা আমাদের স্বত্ব দখলীয় জমিতে যাইতে পারি না। আমরা জমিতে উৎপাদিত ফসল কাটিতে গেলে 'খুন করিয়া ফেলিবে' 'ঘরে আগুন লাগাইবে এবং 'সমস্ত দখলীয় জোর পূর্বক নিয়া যাইবে' বলিয়া ভয় দেখায়। বিবাদীগণ জাল, জালিয়াতি ও ভুয়া দলিলের কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া মিথ্যা মনিবুর আদিত্র আমাদের বিরুদ্ধে পটুয়াখালী জিলার মাননীয় [illegible] সাহেবের আদালতে অতি গোপনে [illegible] মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। আমরা উক্ত মোকদ্দমার বিষয় অবহিত হইয়া উক্ত ডিক্রী রোধের জন্য আপীল করি। পরবর্তী কালে পটুয়াখালী সাব জজ আদালতে বিবাদীদের সহিত মূল মোকদ্দমা টি, এস নং ১৭০/৭০ নম্বরে মিস [illegible] আমাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। উক্ত রায়ে মাননীয় সাব জজ মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন যে,

" The sale by case No. 803 K/61-62 cannot be told as false in view of subsequent event and in view of elaborate discussion a about the pltffs. certificate case No.8440/55 finding that it is ~~[illegible]~~ forged. The Pltfs. have created the sale certificate along with other papers in order to grab this property. The persons who has created this forged certificate case No. 8440/K/55 can be called as notorious and such a notorious man should not be allowed to go unpunished.

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, বিবাদীদের [illegible] ১২ নং বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান [illegible] কাহারো বিরুদ্ধে [illegible] তাহার [illegible] [illegible] আসিয়াছে। [illegible] প্রকাশ যে, আমরা বিবাদীদের [illegible] মোকদ্দমায় জয় আমাদের পক্ষে [illegible] করিয়াছি।

(পরের পাতায় --৩)

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে বিবাদীগণের প্রতি উপযুক্ত তদন্ত না দেখিয়া পুনঃ জাল ও ভুয়া কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া থানার দারোগা মনোবল ও নূরুল ইসলাম গং এর বাদের একই দুর্নীতির নিশান করিবার সুবিধা আমাদের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকর্দমা দায়ের করিয়া ১ নং ৩১৬/৮১-৮২) মাননীয় সব-জজ আদালতে বিচারাধীন রাখিয়া করতঃ বাদী পক্ষগণকে অযথা বিলম্বিত করাইয়া আমাদের কে হয়রানির একশেষ করিয়াছে ও করিতেছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রথম অবস্থায় ১, ২, নং বিবাদীগণ আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার জাল জালিয়াতি কাগজ পত্র ও মিথ্যা মামলা মোকর্দমা করিয়া বার বার হারিয়া যাওয়ায় বিবাদীগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া মনঃক্ষুন্ন করে এমন কি মাননীয় ১২ নং বড়ুয়াপী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান জোয়াদ্দার আলী হোসেন ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে প্রলোভনে বশ্য করিয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বিবাদীগণ আমাদের সহ দরখাস্তকারী বিবাদীদের সাথে মামলা মোকর্দমা করিয়া মৌজার ৬২০ ও ২৪০ নং খতিয়ানের মোট ০.৭০ শতাংশ জমি মধ্যে হইতে বিবাদীগণ গণ্ডগোল করার সুযোগ পাইতেছে।

অতএব হুজুর সমীপে প্রার্থনা উপরে উল্লেখিত বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া বিবাদীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অন্যায় অত্যাচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের তাহাদিগকে আমাদের জমি হইতে বে-আইনী ও দখল হইতে বিরত করতঃ আমাদের জমি চাষাবাদ সম্পাদি করিতে বাধা না দিতে পারে এবং আমাদের অন্যায় ভাবে হয়রানী ও লুট তরাজ না করিতে পারে তাহার বিহিত বিধান করার ব্যবস্থা গ্রহণে যাহারা আদালতে জাল জালিয়াতির কাগজের দ্বারা আমাদের কে হয়রানী করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মর্জি হয়। ইতি,

নিবেদক,

([illegible])

তারিখঃ-.......... ইং।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১২নং বড় বগী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

পোঃ---তালতলী, থানা---আমতলী.

জেলা--পটুয়াখালী।

স্মারক নং— ৭২

তারিখ-- ২৮/১১/৮২

প্রতি:— মাননীয়, জেলা সামরিক আইন প্রশাসক, পটুয়াখালী

সূত্র:— বাদী- [illegible] বিবাদী- মো: [illegible] আলী আসামী ও অপর ১৪ জন।

বিষয়:- [illegible] প্রতিবেদন।

জনাব,

[illegible] ১৪ জন [illegible] ৮৪৭ ৩২৪৩ নং [illegible] ১৮/১১/৮২ ইং [illegible]

[illegible]

[illegible]

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible]

[illegible]

চেয়ারম্যান
১২নং বড়বগী ইউ: পি:
তাং---২৮/১১/৮২

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১। আব্দুল জলিল হোসেন পিং মোহাম্মদ আলী সিকদার

২। কাজী জয়নাল আবেদীন – পিং মৃত – জয়নাল উদ্দিন [illegible]

৩। [illegible] [illegible]

৪। [illegible]

৫। আবু বকর [illegible] পিং [illegible] উদ্দিন [illegible]

৬। আঃ [illegible] আঃ মজিদ

৭। আঃ মন্নান পিং নেছারউদ্দিন

৮। আবদুল কুদ্দুস [illegible]

৯। [illegible]

১০। আঃ লতিফ পিং আহম্মদ আলী

১১। [illegible]

১২।

১৩। [illegible]

১৪। আঃ [illegible]

Seen

16/11/82

LIAISON OFFICER
TO
D. M. L. A
PATUAKHALI

Seen.

16.11.82

জেলা সামরিক আইন প্রশাসক
পটুয়াখালী

চেয়ারম্যান,
[illegible] ইউঃ পিঃ
তাং ১৬/১১/৮২

Dhaka University Institutional Repository

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
বিশেষ কল্যান শাখা।

নং বিঃ কঃ শাঃ -১০/৭৬ - তারিখ : ২৮ / ৭ / ৭৯ ইং।

প্রাপক :- জেলা প্রশাসক,
পটুয়াখালী।

বিষয় :- পটুয়াখালী জিলার বৌদ্ধ যুব সংস্থার সচিব হইতে প্রাপ্ত নিবেদন।

নিম্ন সাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ যুব সংস্থার সচিব হইতে প্রাপ্ত বিগত ৯-৭-৭৯ ইং তারিখে দুই খানি দরখাস্তের অনুলিপি অত্র সহকারে প্রেরন করিতেছি। উক্ত দরখাস্তে তালতলী বন্দর নিবাসী আঃ করিম সর্দার এবং [illegible] বন্দর পাড়া নিবাসী আঃ কাদের বেপারীর বিরোদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করিবেন।

(মির্জা আনওয়ার আহম্মদ)
উপ-সচিব।

নং বিঃ কঃ শাঃ -১০/৭৬/১/১৬৩ তারিখ ২৮/৭/৭৯।

অবগতির জন্য অনুলিপি পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ যুব সংস্থার সচিব এর নিকট প্রেরন করা হইল।

উপ-সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয়

বিষয় :- পটুয়াখালী জিলার কলাপাড়া থানাধীন ৭ নং লতাচাপলী ইউনিয়নান্তর্গত মেপুপাড়া -র নিবাসী আঃ কাদের বেপারী পিং আঃ গফুর এবং সাংগপাংগগন উক্ত ধঞ্জুপাড়া (বৌদ্ধগ্রাম) নিবাসী গরীব বৌদ্ধদের প্রতি পাড়ার ভিটাভূমি হইতে উৎখাত সাধন ও বিতাড়নের জন্য নির্মম অত্যাচারে সমূহ বন্ধ করিয়া গরীব বৌদ্ধ প্রজাদের শান্তি শৃংখলা বিধানের জন্য আবেদন করি।
==

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের বৌদ্ধ সম্প্রদায় অত্র এলাকায় প্রায় দুই শত বৎসর কাল বসতি স্থাপন করিয়া আসিতেছি কিন্তু বর্তমানে আমরা ধনে জনে অনেক দুর্বল হইয়া পড়িলে এক শ্রেনী দুর্নীতিবাজ জমির লুন্ঠনকারীগন ছলে বলে ও কৌশলে আমাদের উপর হামলা ও অমানুষিক অত্যাচার করিয়া মাতৃভূমিকে ছাড়িতে বাধ্য করাইতেছে। সুতরাং আমরা চাই ইহার প্রতিকারের দ্বারা শান্তি শৃংখলার সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করা। বর্তমানে অত্র ইউনিয়নান্তর্গত বৌদ্ধ জন সাধারনে ধঞ্জুপাড়ার সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা হিসাবে গননা করিতেছে। উল্লেখিত আঃ কাদের বেপারী, তাহার পুত্র ইসমাইল এবং সাংগপাংগ গন ধঞ্জুপাড়া মগ গনের পক্ষের ধঞ্জুস মাতব্বর পিং অংখুই মগের খতিয়ান নং- ৫০২ জে,এল, নং- ৩৪, লতাচাপলি মৌজায় সর্ব মোট- ৭.৫৯ একর ধঞ্জুপাড়ার ভিটা ভূমিকে অবৈধ ভাবে দখল করার জন্য ছলে বলে ও কৌশলে পাড়ার নীরিহ গরীব বৌদ্ধ দিগকে উৎখাত সাধন ও বিতাড়নের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহারা পাড়ার ভিটামাটিতে জোর পূর্বক চাষ করে। পাড়ার গাছ পালাকে জোর পূর্বক কাটে। গৃহপালিত জীব জন্তুকে মারধর করে। পাড়ার লোক জনকে ভীতি প্রদর্শন করে। মেয়ে ছেলেদের মান হানির চেষ্টা করে। পাড়ার বাসিন্দাদিগকে মারপিট করে এবং বিভিন্ন বানোয়াট কেসে ফেলিয়া হেরাজমেন্ট করিয়া নির্মম ভাবে অত্যাচার করিতেছে। এহেন অবস্থায় ইহার প্রতিকারের জন্য ইং- ১৯৭৬ সনে পটুয়াখালী জিলার বৌদ্ধ যুব সংস্থা কাদের বেপারী এবং সাংগপাংগদের বিরুদ্ধে পটুয়াখালী ডি,সি এবং এস, পি, মহোদয়ের উভয়ের নিকট লিখিত অভিযোগ পেশ করিলে তাহারা যথাক্রমে মেপুপাড়ার আর,এম এবং ও,সি সাহেবের নিকট তদন্ত ভার প্রদান করেন। স্থানীয় বৌদ্ধ ও মুসলমান গন্য মান্য ব্যক্তিগনের সম্মুখে তদন্ত ~~হয়~~ এবং অভিযোগ সমূহ নির্ভুল সত্য প্রমানিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইনত ব্যবস্থা গ্রহন না করায় ইং ১৯৭৭ সনে স্থানীয় ইউনিয়নের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগন সম্মিলিত ভাবে উক্ত

অপর পাতায়- ২

- ২ -

উক্ত দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ডি,সি, মহোদয়ের নিকট একটি গুরুতর অভিযোগ পেশ করেন। ফলে স্পেশাল ও মুনকার অফিসার সাহেব ইং ২৭-১০-৭৭ তারিখে ঘটনা স্থল খজুরপাড়া এবং মহিপুর তহশিল অফিসে বিস্তারিত অভিযোগ সমূহ নিখুঁত সত্যতা প্রমান হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বার ও কর্তৃপক্ষ কাদের বেপারী এবং দলটিকে দমনের জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিলেন না। ফলে উক্ত দুস্কৃতিকারী লাঠিয়ালগন ইং- ২২-১০-৭৭ তারিখ উক্ত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ পাড়া লেঙ্গাখাম সোনা পাড়াটির সংলগ্ন খাও মাদবরের জমির উপর সশস্ত্র ভাবে ধান কাটিয়া ডি,সি, পটুয়াখালীর নিকট পটুয়াখালী জিলার বৌদ্ধ সমিতির সাধারন সম্পাদক চৈনিতরুনের জানানো হয় এবং স্মারক নং- ২০২ কনা ম তাং- ২৯-১০-৭৭ এর ডি,সি পটুয়াখালী দ্বারা খেপুপাড়ার আর,এম, সাহেব কে ঘটনার তদন্ত এর কারনেষন। আর,এম, সাহেব ঘটনা তদন্ত করিয়া স্মারক নং- ২৮৯ তাং- ১৩-১২-৭৭ এর লেখকৃত তদন্ত রিপোর্ট কাদেরবেপারীর ও লাঠিয়াল দলের দ্বারা অবৈধ ভাবে ধান কাটা সত্যতা প্রমান দিয়া কাদের বেপারীর সম্বন্ধে তিনি রিপোর্ট দিলেন।

"উল্লেখ্য যে, আঃ কাদের বেপারী একজন জঘন্য প্রকৃতির লাঠিয়াল সরদার। ধান কাটার মৌসুমে সে লাঠিয়াল নিয়া মানুষের ধান কাটে বলিয়া শত শত লোকে আমার নিকট নালিশ জানাইয়াছে ইউনিয়ন পরিষদ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবনী পাশ করিয়া বিভিন্ন স্তরে পাঠান হইয়াছে। কাদের বেপারী আশিতিপর বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট নালিশ করিয়াছে যে, তার ধান ও তার ছেলে কাদের বেপারী ও তার দাংগাবাজেরা জোর পূর্বক কাটিয়া নিয়াছে। বর্তমানে সে ৪/৫ টি মামলায় হাজত খাটিতেছে।

বলা বাহুল্য যে আঃ কাদের বেপারী ও দাংগাবাজদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমূহের সত্যতা তদন্ত প্রমানিত পাওয়ার পর ও আঃ কাদের বেপারী বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আজ অবধি কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতেছে না যার ফলে কাদের বেপারী সমাজে বুক ফুলাইয়া দুর্নীতি সমূহ অবাধে করিয়া চলিতেছে। ইহা যথা বিহিত ব্যবস্থা না করিলে শুধু খজুরপাড়ার নয় বরং ইউনিয়নের বৌদ্ধগন সম্প্রদায়ের জন্য জান মাল নিরাপত্তার সংগে বসতী স্থাপনে অতিশয় দুস্কর হইয়া পড়িবে।

অতএব মহোদয়ের নিকট আমার প্রার্থনা আঃ কাদের বেপারীর অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে খজুরপাড়ার নিরীহ গরীব বৌদ্ধ দিগকে মুক্ত করিয়া আঃ কাদের বেপারী ও দাংগাবাজদিগকে উচিত শাস্তি প্রদানে আজ্ঞা হয়।

তারিখ :-

বিনীত নিবেদক,

(তাহার)

সাধারন সম্পাদক
পটুয়াখালী জিলা বৌদ্ধ সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

:- নোটিশ :-

স্মারক নং ২৮২ (২৮) প্রেরণ তাং ৩০-২-৭৭

--অভিযোগকারী

১। সভাপতি, সেক্রেটারী, পটুয়াখালী জেলা যুব সংস্থা, [illegible] শাখা কমিটি (আওয়ামী লীগ) কলাপাড়া —

২। চানমিয়া তাং মাতব্বর (বাওরী পাড়া মাতব্বর)

৩। কচি তালুকদার, [illegible] (কেরানী পাড়া মাতব্বর)

৪। নুরুল হক (মহাপাড়া মাতব্বর)

৫। [illegible] (খেপু পাড়া মাতব্বর)

৬। মফিজ উদ্দিন হাং, মহাপাড়া।

৭। [illegible] (বড়ুপাড়া মাতব্বর)

৮। [illegible] ([illegible] পাড়া)

৯। [illegible] মাতব্বর ([illegible] মাতব্বর)

১০। [illegible] উদ্দিন, বড়ুপাড়া

--বিবাদী--

১। [illegible] পিং [illegible]

২। [illegible] পিং [illegible]

৩। [illegible] পিং [illegible]

৪। [illegible] পিং [illegible]

৫। [illegible] পিং [illegible]

৬। [illegible] পিং ঐ

৭। [illegible] পিং ঐ [illegible] বড়ুপাড়া
[illegible] ইউনিয়ন,
পোঃ- মহিপুর, থানা কলাপাড়া

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানান যাইতেছে যে অভিযোগকারীগণ কর্তৃক আপনাদের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করার জন্য আগামী ইং ৭-১০-৭৭ তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

অতএব আপনাদিগকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত তারিখে আমাদের মহিপুর তহশীল অফিসে বেলা ১ ঘটিকায় উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করিবেন নতুবা আপনাদের অনুপস্থিতে একতরফাভাবে তদন্ত করা হইবে।

৩০/২/৭৭

(আবুল বাশার [illegible])
১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট,
পটুয়াখালী
৩০/২-৭৭

স্মারক নং ---------- তাং ----------

অনুলিপি :-

তহশীলদার, মহিপুর তহশীল অফিস, থানা কলাপাড়াকে উক্ত তদন্তের জন্য তাহার অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা গেল।

(আবুল বাশার [illegible])
১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট,
পটুয়াখালী

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর অফিস, খেপুপাড়া।

স্মারক নং- ২৮৯ তাং- ১০-১২-৭৭

প্রাপক:- মাননীয় জিলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।

প্রেরক:- রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, খেপুপাড়া।

বিষয়:- পটুয়াখালী জিলার বৌদ্ধ সমিতির সাধারন সম্পাদকের টেলিগ্রাম।

পূর্ব সূত্র:- আপনার স্মারক নং- ২০২ কল্যান তাং- ২৮-১০-৭৭।

উপরোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহান অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত জানানো যাইতেছে যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে বর্নিত হইল:-

ইং ২২-১০-৭৭ তারিখে বিকাল ৩টায় কাদের বেপারী শামসুল আলম ও রুস্তে চান্দু এবং আরো ২০/২৫ জন লোক চল্লনা, কাস্তে ইত্যাদি নিয়া ওয়াপদা বাঁধের বাহিরে ১২১১ দাগ হইতে থাউ মাদবর কর্তৃক রোপিত ধান কাটিতে শুরু করে। উক্ত দাগ সরকারের খাস জমি আর। বহু বৎসর যাবৎ থাউ মাদবর ভোগ দখল করেন। ঐ জমির পার্শ্বেই থাউ মাদবরের বাড়ী এবং ঐ জমিতে থাউ মাদবরের আত্মীয়ের বাধানো সমাধী আছে। থাউ মাদবরের বা তার লোকজন ঐ জমিতে ধান কাটার সময় বাধা দেয় নাই। ইহার পর উক্ত কাদের বেপারী ও তার লোকজন থাউ মাদবরের লতাচাপলী মৌজার ৪৩৭ নং খতিয়ানের ১২০৭ দাগের জমি হইতে ধান কাটিতে শুরু করে। তখন মগেরা বাঁধা দেয় এবং মারপিট হয়। ১২০৮ দাগ ওয়াপদা বাঁধের ভিতরে। ঐ দাগের পার্শ্বদিয়া ছোট একটি খাল ছিল। উহার দাগ নম্বর ১২০৪। থাউ মাদবরের জমির মধ্যের খাল সে ভরাট করে এবং তার ১২০৭ দাগের জমির সামিল করে। সব জমিনে দাগ ২ টির পৃথক অস্তিত্ব নাই। ১২০৪ দাগ থাউ মাদবরের D.C.R. কাটাইয়া একখানা বন্দবস্ত কেস নং- ১২৮ এম ৭৬-৭৭ D.C.R. Book No. 382350/76-77 issued on 15.8.77 ১২০৪ ও ১২০৭ নং দাগ ২টি চৌকিদের দমনের পার্শ্বে। তদন্তের সময় নিম্ন লিখিত লোকজন এবং অন্যান্য বহুলোক সাক্ষ্য দেয়।

১। আবদুল আজিজ, পিং ওয়াহেদ মুসল্লি।
২। ইনুস মেম্বার, পিং জব্বার হাং (৩) রোকেয়া মেম্বার, জং ইনুস মেম্বর। ৪। লুৎসে মগ পিং কওলা মগ, ৫। ওয়েজ তালুকদার, পিং তেনথিন, ৬। মন্টু পিং বলি।

উল্লেখ্য যে, আঃ কাদের বিপারী একজন অন্যায় প্রকৃতির লাঠিয়াল সর্দার। ধান কাটার মৌসুমে সে লাঠিয়াল নিয়া মানুষের ধান কাটে বলিয়া শত শত লোকে আমার নিকট নালিশ জানাইয়াছে। ইউনিয়ন পরিষদ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবাবলি পাশ করিয়া বিভিন্ন স্তরে পাঠানো হইয়াছে। কাদের বেপারীর প্রতিপক্ষ বৃদ্ধ পিতা আমার কোর্টে মামলা করিয়াছেন যে তার ধান ও তার ছেলে কাদের বেপারী ও তার সাংগপাংগ জোরপূর্বক কাটিয়া নিয়াছে। বর্তমানে সে ৪/৫ টি মামলায় হাজত খাটিতেছেন।

Resident Magistrate
Khepupara
12/12/77

Memo No. 289/1(2) R.M./K dt- 13/12/77
Copy forwarded to the General Secy. Patuakhali District Buddhist Association, Khepupara.

Resident Magistrate
Khepupara.

Dhaka University Institutional Repository

SPECIAL WELFARE OFFICER
MINORITY AFFAIRS, PATUAKHALI

ON 24TH OCTOBER, 1977.

ABDUL KADER BAPARI AND SHAMSUL ALOM ALIES CHANDU OF THANJUPARA WITH ABOUT 25 LATHIALS FORSIVELY ENTIRED THOW MATHIORS LAND AND REAPED AWAY HIS STANDING PADDY FROM HIS LAND ON 22ND. INSTANT . PRAYING YOUR HONOUR FOR IMMEDIATE ACTION.

Sd/-
TUN AUNG ZAN
GENRAL SECRETARY,
PATUAKHALI DISTRICT BUDDHIST ASSOCIATION, KHEPUPARA.

Memo No. _____ Wel. Dated _____

Copy forwarded to :-

The Resident Magistrate, Khepupara for information with a request to please enquire in to the matter and report to the undersigned at an earliest opportunity.

For Deputy Commissioner,
Patuakhali.
27/10/77